www.alipurbarta.org
facebook.com/alipur.barta.5
9038640030
alipurbarta1966@gmail.com
alipur_barta@yahoo.co.in

১৯৬৬–২০১৬ ৫০ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

জ্যোতিষের চোখে ফলাফল
তিনের পাতায়

কলকাতা ঃ ৫০ বর্ষ, ২৯ সংখ্যা, ৩১ বৈশাখ – ৬ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৩ ঃ ১৪ মে – ২০ মে, ২০১৬

Kolkata : 50 year : Vol No.: 50, Issue No. 29, 14 May - 20 May, 2016 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার: যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ফের বিশৃঙ্খলা। ছবি দেখানো

ঘিরে দুই ছাত্র ইউনিয়নে বেজায় গন্ডগোল। আচার্য বলেছেন যাদবপুর এখন বিশৃঙ্খলার কেন্দ্র। মুখ পুড়ল বাংলার।

রবিবার : ভোট মিটেছে। মেটেনি সংঘর্ষ। বরং বেড়েছে। রাজ্যের ভোট

সাঙ্গ হলেও ভোট পরবর্তী খুন খারাপিতে জেরবার বাংলা। এ ওকে মারছে। বাংলা আজ রাজনীতির নামে আততায়ীদের আস্তানায় পরিণত হয়েছে।

সোমবার : সোনার বাংলার স্বপ্নের ফেরিওয়ালা রবি ঠাকুরের আরও একটা জন্মদিন পার হয়ে

গেল দুই বাংলার হিংসার আবহে। এপার বাংলা কলুষিত রাজনীতির দাপাদাপিতে আর ওপার বাংলায় রোজ খুন হচ্ছেন মুক্তমনা উদারপন্থীরা।

মঙ্গলবার : মেডিকেল জয়েন্ট নিয়ে সব আশা শেষ। আর থাকছে না রাজ্যের জয়েন্ট। এবার থেকে জাতীয় স্তরে বসতে হবে সকলকে।

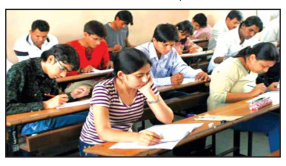

বিতর্ক চলছে পরীক্ষা দেবার ভাষা কি হবে তাই নিয়ে। দাবি উঠছে। তবে এবারের পরীক্ষার্থীরা সুযোগ পাবেন ফের পরীক্ষার।

বুধবার : ধুন্ধুমার ডায়মন্ড হারবার। মোষ চুরির অভিযোগে ২৩

বছরের এক যুবককে পিটিয়ে মারল নৃশংস কিছু মানুষ। অভিযোগের আঙুল এক দাগি আসামীর দিকে যে আবার নাকি শাসক দলের আশ্রিত।

বৃহস্পতিবার : সিঙ্গুর মামলার শুনানি শেষ। শুক্রবারের মধ্যে আরও কিছু হলফনামা জমা

দেবে রাজ্য সরকার। বুক বাঁধছে সিঙ্গুরবাসী। ধনশালী টাটার সঙ্গে লড়াইয়ে তাদের জিততেই হবে।

শুক্রবার : দাবদাহের হাত থেকে কচিকাঁচাদের বাঁচাতে ফের

গরমের ছুটি পড়ছে স্কুলগুলিতে। তাই পরীক্ষা পিছোচ্ছে। ১১ জুন স্কুল খুললে তবেই পরীক্ষা।

● সবজান্তা খবরওয়ালা

স্থায়ীত্ব নিয়ে সংশয় জোট সরকারের

কল্যাণ রায়চৌধুরী

গত সংখ্যায় আলিপুর বার্তায় এই প্রতিবেদকের ‘সেকেন্ড ইনিংস নিশ্চিত মমতার’ শীর্ষক প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছিল। তাতে বলা হয়েছিল তৃণমূলের ১৬০ থেকে ১৬৭ আসন প্রাপ্তির সম্ভাবনার কথা। আজকের প্রতিবেদনে বাম–কংগ্রেস জোট সরকার ক্ষমতায় এলে তার ফলাফল কি হতে পারে, এনিয়ে আগাম কিছু সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করা হল।

নিঃসন্দেহে এবার এই ষোড়শ বিধানসভা নির্বাচনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা শাসক–বিরোধী উভয়ের ক্ষেত্রেই অত্যন্ত কঠিন লড়াই। তর্কের খাতিরে বা নির্বাচন পরবর্তী বিভিন্ন পর্যালোচনার ভিত্তিতে ধরে নেওয়া যেতে পারে, রাজ্যে বাম–কংগ্রেস জোটের হাত ধরে পরিবর্তনের পরিবর্তন হয়ে নয়া সরকার প্রতিষ্ঠিত হল। তাহলে এটা বলা যেতে পারে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে রাজ্যে পরিবর্তনের সরকারের আমলে রাজ্যবাসীর যে হাল হয়েছিল, বা দুর্নীতির যে বাতাবরণ তৈরি হয়েছিল, তার থেকে আরও ভয়ঙ্কর পরিণতির জন্য রাজ্যবাসীকে তৈরি থাকতে হবে বা বলা যেতে পারে এমনটা হলে তা হবে রাজ্যের পক্ষে অশনি সংকেত। এমনটাই দাবি সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক তথ্যাভিজ্ঞ মহলের। কারণ হিসেবে তথ্যাভিজ্ঞমহলের ব্যাখ্যা, জোটের দুটো দল উভয়েই পরস্পরবিরোধী রাজনৈতিক মতাদর্শের দল। রাজ্যে ক্ষমতার অলিন্দে আসার স্বার্থে এই দুই বিপরীত মেরুর রাজনৈতিক দল এক অন্যের জোটসঙ্গী হলেও তার স্থায়ীত্ব কতদিনের জন্য তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে।

কারণ যে কংগ্রেস দল ২০১১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে চৌত্রিশ বছরের বামফ্রন্ট সরকারকে পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্যে তৃণমূলের সঙ্গে জোটবদ্ধ হয়েছিল, তারাই এবার তৃণমূলকে সরাতে বামফ্রন্টের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। বলা বাহুল্য এই তৃণমূল কংগ্রেস একই নীতি–আদর্শের দল কংগ্রেস থেকেই বেরিয়ে আসা। এসত্ত্বেও কংগ্রেস একই নীতি আদর্শভিত্তিক দলের সঙ্গে বেশিদিন ঘর করতে পারল না। সেক্ষেত্রে বিপরীত মেরুর রাজনৈতিক দলের সঙ্গে তারা কতদিন থাকতে পারবে এ ব্যাপারে প্রশ্ন থাকাটাই স্বাভাবিক। বিশিষ্ট রাজনৈতিক বিশ্লেষক পাঁচুগোপাল হাজরার মতে, বামফ্রন্ট এবং কংগ্রেস রাজনৈতিক, মতাদর্শগত এবং অর্থনৈতিক এই উভয়দিক থেকেই বিপরীতমুখী। তাই যে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে সিপিএম এবং কংগ্রেস দুটি দলেরই মত বিনিময়ের আবশ্যিকতা দেখা দেবে। এক্ষেত্রে হোঁচট খাওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। এমনকি হোঁচট খাওয়ার সম্ভাবনা আছে মন্ত্রীত্ব গ্রহণ এবং দপ্তরের বন্টনের ক্ষেত্রেও। কারণ কংগ্রেসের মধ্যে কমপক্ষে পনেরো–ষোলটি অত্যন্ত পরিচিত ও প্রভাবশালী

মুখ উঁকি দিচ্ছে মন্ত্রী হওয়ার দাবিদার হিসাবে।

এক্ষেত্রে মালদহের গণিখানের পরিবার থেকে অন্তত দুজন, মুর্শিদাবাদ থেকে অন্তত দুজন ছাড়াও প্রবীণ কংগ্রেস নেতা চাঁপদানির আব্দুল মান্নান, সবংয়ের ডা. মানস ভুঁইঞা, রানাঘাটের শংকর সিং, কলকাতার সোমেন মিত্র, আইনজীবী অরুণাভ ঘোষ, ভবানীপুরের দীপা দাশমুন্সী, উত্তর চব্বিশ পরগনার বাগদার দুলাল বর, বাদুড়িয়ার দীর্ঘদিনের প্রবীন বিধায়ক গফফরপুত্র দিলু প্রমুখ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এদের এহেন দাবির অবশ্য সঙ্গত কারণ আছে। যেমন মালদহকে ধরা যাক। মালদহ মানেই এককথায় গণি খানের গড়। আবার মুর্শিদাবাদ, যেখানকার সর্বেসর্বা অধীর রঞ্জন চৌধুরী যিনি এই জোটের অন্যতম রূপকার এবং প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি। তেমনই চাঁপদানির আব্দুল মান্নান যিনি ডাকসাইটে কংগ্রেস নেতৃত্ব ও দক্ষিণপন্থী রাজনীতিতে অত্যন্ত পরিচিত মুখ। অন্যদিকে মমতাকে ক্ষমতাচ্যুত করতে সিপিএমের ডা. সূর্যকান্ত মিশ্রর সঙ্গে যিনি কংগ্রেসের হয়ে যোগ্য সঙ্গত দিয়েছেন তিনি ডা. মানস ভুঁইঞা, আবার কংগ্রেসকে যারা এই রাজ্যে জল, আলো, বাতাস দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছেন তাদের অন্যতম কারিগর রানাঘাটের শংকর সিং, একসময়ের দীর্ঘদিনের প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি সোমেন মিত্র, আবার কয়েক বছর ধরে বৈদ্যুতিন সংবাদ মাধ্যমের দৌলতে যিনি কংগ্রেসের অত্যন্ত পরিচিত মুখ হয়ে উঠেছেন, সেই অরুণাভ ঘোষ। এদিকে উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার বাদুড়িয়া বিধানসভায় বামফ্রন্টের আমল থেকে দীর্ঘদিন ধরে কংগ্রেস বিধায়ক হিসেবে জিতে আসা গফফর সাহেব অত্যন্ত পরিচিত নাম। এবারে সেই কেন্দ্রে তাঁরই পুত্র দিলু জোটপ্রার্থী। তেমনই বাগদায় মন্ত্রী উপেন বিশ্বাসকে হারিয়ে যদি উঠে আসেন একসময়ের অত্যন্ত জনপ্রিয় তৃণমূল বিধায়ক দুলাল বর যিনি তৃণমূলের টিকিট না পেয়ে এবারে কংগ্রেসের প্রতীকে জোটপ্রার্থী হয়ে দাঁড়িয়েছেন, আবার ভবানীপুরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে পরাজিত করে যদি উঠে আসেন দীপা দাশমুন্সী, তাহলে তাঁর মুন্সিয়ানাও তো কম ব্যাপার হবে না। ফলে অত্যন্ত সঙ্গত কারণেই তাদের মন্ত্রীত্বের দাবি মান্যতা পাবে গ্রাহ্যের তালিকায়। ফলে মন্ত্রীত্ব নিয়ে যেমন জোট সরকারের সমস্যা দেখা দিতে পারে, তেমনই দপ্তর বন্টনকে কেন্দ্র করেও জোট সরকারের অন্দরে হতে পারে চুলোচুলি।

এমতাবস্থায় জোট সরকারের স্থায়ীত্ব নিয়ে জনমানসে সংশয় হওয়াটাই অত্যন্ত স্বাভাবিক। সূর্যকান্ত মিশ্রর নেতৃত্বে ও বিমান বসুর সাহচর্যে সমগ্র বিষয়গুলির সুষ্ঠু সমাধান হতে পারে বলে মনে করা হলেও তা দিবাস্বপ্নেরই সামিল বলে পাঁচুগোপালবাবুর অভিমত। কারণ পাঁচ বছর সময়টা নিতান্ত কম নয়। ফলে, জোট সরকার ক্ষমতায় এলে অনেকদিন পর আবার এক অন্তর্বর্তী নির্বাচনের মুখোমুখি হতে হবে রাজ্যবাসীকে। যা রাজ্যবাসীর পক্ষে হয়ে দাঁড়াবে গোদের উপর বিষ ফোঁড়ার মতো।

বাম আমলেও এমন ভোট দেখিনি : ক্ষিতি গোস্বামী

কুনাল মালিক

এমন স্বচ্ছ ভোট আমরা বাম আমলেও দেখিনি। আমাদের সময় অনেক গন্ডগোল, বুথ রিগিং, ছাপ্পা অশান্তির খবর শিরোনামে উঠে এসেছিল। অনেক মানুষ নিজের ভোট নিজে দিতে পেরেছে। এই উক্তি করেছেন একদা বাম সরকারের প্রাক্তন পূর্ত মন্ত্রী ক্ষিতি গোস্বামী। গত ৮ মে রবীন্দ্র জয়ন্তীর দিন সন্ধ্যায় তিনি অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ শহরতলীর সঞ্চিতাকলা ভবেন। সঞ্চিতা স্মৃতি সমাজ বিকাশ কেন্দ্রের উদ্যোগে কবিগুরুর ১৫৫তম জন্মজয়ন্তীর আয়োজন করা হয়েছিল।

অনুষ্ঠানের শেষে যখন ক্ষিতিবাবু গাড়িতে উঠে বাড়ি রওনা দিচ্ছিলেন, তখন এই প্রতিবেদক তাঁর মুখোমুখি হন। কংগ্রেস ও সিপিএমের জোট প্রসঙ্গে আরএসপি–র এই নেতা বলেন, এটা মানুষ চেয়েছে তাই জোট হয়েছে। আমরা জোট না করলে মানুষ আমাদের ক্ষমা করত না। জোট যদি সাফল্য না পায়, আগামী দিনে কি জোট ভেঙে যাবে? সে প্রশ্নে ক্ষিতিবাবু জানান, দেখুন এটা একটা প্রক্রিয়া, ধীরে ধীরে সাফল্যের দিকে যাবে। এবার কি রাজ্যে ‘‘পরিবর্তন’’ আনবে জোট? সে প্রশ্নে মৃদু হেসে প্রাক্তন পূর্তমন্ত্রী বলেন, দেখুন কিছুদিন আগে পর্যন্ত আমি বাড়িতে মাছি তাড়াতাম। কোনও লোকজন আসত না। এখন দেখছি লোকজন আসছে, রাস্তাঘাটে

‘নমস্কার’ করে বলছেন, কেমন আছেন দাদা। অর্থাৎ মানুষের মোহ কাটছে। জোট ক্ষমতায় এলে অবাক হবার কিছু নেই। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার গোসাবা এবং বাসন্তীতে আপনাদের আরএসপি প্রার্থী আছেন উত্তম সাহা এবং সুভাষ নস্কর। ওখানকার ফলাফল কি হবে? সে প্রশ্নে ক্ষিতিবাবু জানান, বাসন্তীতে আমাদের প্রার্থী জয়ী হবে। গোসাবাটা কি হবে বলতে পারছি না।

চুরি যায়নি মোষ, তদন্তে নয়া মোড়

মেহেবুব গাজি

যে মোষ চোর সন্দেহে আইটিআই ছাত্রকে পিটিয়ে খুন হতে হয়েছিল, সেই মোষ চুরি তো দূরের কথা আদৌ হারিয়ে যায়নি। অপরিচিত কৌশিক পুরকাইতকে রাতে গ্রামের মাঠে ফোন করতে দেখে কিছু মত্ত যুবক টাকা জরিমানা করতে চেয়েছিল। সেই জরিমানার টাকা গ্রামের রক্ষাকালী পুজোর চাঁদা হিসেবে নেওয়ার ছক ছিল গ্রামের ওই যুবকদের। কিন্তু জরিমানার টাকা দিতে রাজি না হওয়ায় কৌশিককে নিয়ে আসা হয় গ্রামের একটি ক্লাবে। আর পরিকল্পনা করে রটিয়ে দেওয়া হয় কৌশিক মোষ চুরি করেছে। এই ঘটনা গ্রামে চাউর হয়ে যেতেই ছেলে–বুড়ো থেকে মহিলারা রে রে করে তেড়ে ওঠে। শুরু হয় মারধর। সেই মারধর এক সময় চরমে ওঠে। খবর দেওয়া হয় কৌশিকের মা ও মাসিকে। মা–মাসিকে বলা হয় মোষ চুরির ১ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা জরিমানা দিতে হবে। মা–মাসির সামনে কৌশিক যতবার বলার কিছু চেষ্টা করেছে ততবার আরও বেশি মারধর করেছে গ্রামের ক্লাবে জমায়েত হওয়া মানুষেরা। একসময় ছেলের মার দেখতে না পেরে ৬০ হাজার টাকা জরিমানা দিতে রাজি হয়ে যান মা চন্দ্রানী পুরকাইত। তাপসের উপস্থিতিতে লেখা হয় মুচলেকা। সেই মুচলেকাতে চুরির কথা উল্লেখও করা হয়। পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে এই তথ্য উঠে এসেছে। তবে বুধবার এক মহিলা সহ ৪ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃতদের ডায়মন্ডহারবার মহকুমা আদালতে তোলা হলে ১৩ দিন পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি। এদিন সকালে গ্রামে গিয়ে দেখা যায়, প্রৌঢ়া লতিকা ভৌমিকের বাগানে বাঁধা রয়েছে মোষটি। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক গ্রামবাসী জানান, গত কয়েকদিন ধরে মোষটি এখানে বাঁধা আছে।

ডায়মন্ড হারবার

হারিয়ে গিয়েছে বলে শুনিনি। অভিযুক্ত তাপস মল্লিকের ফোনের সুইচ বন্ধ রয়েছে। বাহাদুরপুর গ্রামের বাড়িতে রয়েছেন বয়স্ক বাবা–মা। মঙ্গলবার সকালে ছেলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায় বলে জানালেন অবসরপ্রাপ্ত ব্যাঙ্ক কর্মচারী তাপসের বাবা গণেশ মল্লিক। ছেলেকে আড়াল করতে চেয়ে গণেশবাবু বলেন, ‘আমার ছেলে কিছু করেনি।

এরপর পাঁচের পাতায়

গণিত, জীবনবিজ্ঞান ও ইতিহাসে ‘‘এএ’ গ্রেড কমেছে

বরুণ মণ্ডল

পরীক্ষা শেষের ৯০ দিনের মাথায় গত ১০ মে এ রাজ্যের সর্ববৃহৎ পরীক্ষা মাধ্যমিক ২০১৬–র ফলাফল প্রকাশিত হল। আর এরই সঙ্গে ২০০৭–এ চালু হওয়া পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচি, প্রশ্নপত্রের কাঠামো ও নম্বর বিভাজন সংক্রান্ত দীর্ঘ ন’বছরের নির্দেশিকার পরিসমাপ্তি ঘটে গেল। আর আগামী ২০১৭–র মাধ্যমিক থেকে ২০১৫ শিক্ষাবর্ষে রাজ্যের মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষায় নবম শ্রেণিতে চালু হওয়া সম্পূর্ণ নয়া আধুনিক পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচি আবার জাতীয় নিয়মের নয়া প্রশ্ন কাঠামো মানবিন্যাস ৯০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষায় ৫০ শতাংশ নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ও অতি সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন কাঠামো চালু হয়ে গেল। এতে রাজ্যের শিক্ষাবিদদের ভাবনা এই নিয়মে ২০১৭–র মাধ্যমিক থেকে সকল স্তরের পরীক্ষার্থীদের ‘এ+’ বা ‘এএ’ গ্রেডের নম্বর তোলা আরও সহজ ও আরও সরল হয়ে গেল।

এবার চোখ ফেরানো যাক এবারের ফলাফলের দিকে। এবছর মোট নিয়মিত পরীক্ষার্থী ছিল ১১,৪৩,৩৭২ জন। গত বছরের তুলনায় ১,১৬,৪৯৫ জন বেশি। সফল ৯,২৭,৪৫৩ জন। পাশের হার গত বছরের তুলনায় এবার ০.০৮ শতাংশ বেড়ে এবার দাঁড়িয়েছে ৮২.৭৪ শতাংশে। আবার গত বছরের তুলনায় ৪৩,৯৭৩ জন বৃদ্ধি পেয়ে এবার ছাত্র পরীক্ষার্থী ছিল ৫,১৯,২৬০ জন। কিন্তু উল্টে ছাত্রদের পাশের হার গতবাররের তুলনায় ০.২৭ শতাংশ হ্রাস পেয়ে এবার ৮৬.৩৪ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। আর গতবারের তুলনায় ৭২,৫২২ জন বৃদ্ধি পেয়ে এবার ছাত্রী পরীক্ষার্থী ছিল ৬,২৪,১১২ জন। সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রীদের পাশের হারও ০.৫০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে এবার ৭৯.৬২ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। পর্ষদ প্রশাসক অধ্যাপক কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায়ের আশা যেভাবে ছাত্রীদের পাশের হারে বৃদ্ধি ঘটছে আর ছাত্রদের পাশের হার হ্রাস পাচ্ছে তাতে অচিরেই ছাত্রদের পিছনে ফেলে রাজ্যে ছাত্রীরা এগিয়ে যাবে। এবার ৬৭৪–৬৮৩ ‘প্রভিশনাল মেরিট লিস্টে’ সর্বোচ্চ দশটি সংখ্যায় স্থান গ্রহণ করেছে ৬৬ জন পরীক্ষার্থী। এর মধ্যে ছাত্রী ১৮ জন এবং ছাত্র ৪৮ জন। এই ৬৬ জনের মধ্যে উত্তরবঙ্গের সাত জেলার দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি বাদে বাকি পাঁচ জেলাতে রয়েছে ১৮ জন ছাত্রছাত্রী। আর দক্ষিণবঙ্গের বাকি ১৩টি জেলার মধ্যে রয়েছে বাকি ৮৪ জন ছাত্রছাত্রী।

প্রসঙ্গত, রাজ্যের ২০টি জেলার প্রতি জেলা থেকে কমপক্ষে একজন পরীক্ষার্থী ‘প্রভিশনাল মেরিট লিস্টে’ স্থান পেলেও দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি এই দুই জেলার একজন ছাত্রীছাত্রীও সম্ভাব্য প্রথম দশে স্থান গ্রহণ করতে ব্যর্থ। এ বিষয়ে শিলিগুড়ির সমাজতত্ত্ববিদরা চিন্তিত। এই ৬৬ জনের দলে সব থেকে বেশি হুগলি জেলার পরীক্ষার্থী। ন’জন। এর মধ্যে চারজন ছাত্রী। আবার এই চারজনের মধ্যে রাজ্যে পঞ্চম স্থানাধিকারী সায়রী ভট্টাচার্য ও সপ্তম স্থানাধিকারী পম্পা সিংহ মহাপাত্র দুজনই হুগলির চুঁচুড়া বালিকা বাণীমন্দিরের ছাত্রী। মালদহ জেলার সাতজন। এর মধ্যে চারজন ছাত্রী। আবার এই চারজনের মধ্যে পঞ্চম স্থানাধিকারী মেঘাশ্রিতা দাস ও মধুরিমা ঘোষ দুজনই মালদহের বালো গার্লস হাই স্কুলের ছাত্রী। বাঁকুড়া জেলার পরীক্ষার্থী ছ’জন। এর মধ্যে ছাত্রী একমাত্র রাজ্যে

মাধ্যমিক

দ্বিতীয় স্থানাধিকারী তিতাস দুবে। বর্ধমান ও নদিয়া জেলার পরক্ষার্থী পাঁচজন করে।

কোচবিহার ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার পরীক্ষার্থী চার জন করে। পশ্চিম মেদিনীপুরের চার জনের মধ্যে আবার তিন জন ছাত্রী। আর কোচবিহারের চারজনের মধ্যে নবম স্থানাধিকারী সৌরদীপ দাস ও দশম স্থানাধিকারী মেহেদ উজ জাম্মান দুজনেই কোচবিহারের বিখ্যাত জেনকিন্স স্কুলের ছাত্র। আবার এই ৬৬ জনের দলে উত্তর দিনাজপুর, বীরভূম, পুরুলিয়া, হাওড়া ও পূর্ব মেদিনীপুর জেলার তিনজন করে পরীক্ষার্থী স্থান গ্রহণ করেছে। উত্তর দিনাজপুরে জেলার তিনজনের মধ্যে রাজ্যে পঞ্চম স্থানাধিকারী অন্বেষা মিত্র ও দশম স্থানাধিকারী তনুমিতা রায় দু’জনই জেলার রায়গঞ্জ গার্লস হাই স্কুলের ছাত্রী। বীরভূম জেলার তিন জনের মধ্যে রাজ্যে তৃতীয় স্থানাধিকারী অনীক ঘোষ ও ষষ্ঠ স্থানাধিকারী সৌমেন্দু বাগ দু’জনই জেলার রামপুর হাট জিতেন্দ্রলা বিদ্যাভবনের ছাত্র। আবার অকল্পনীয়, পুরুলিয়া জেলার তিনজনই জেলার একই বিদ্যালয়ের ছাত্র। রাজ্যে অষ্টম স্থানাধিকারী অনুভব চক্রবর্তী ও সৌম্যজিৎ চক্রবর্তী এবং দশম স্থানাধিকারি সোহম মজুমদার তিনজনের একজন ছাত্রী। ওই ৬৬ জনের মধ্যে আলিপুরদুয়ার জেলার দু’জনের মধ্যে একজন ছাত্রী। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার দু’জন। উত্তর ২৪ পরগনার দু’জনের মধ্যে একজন ছাত্রী। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার তিন জনের মধ্যে দু’জন পঞ্চম স্থানাধিকারী সৌরজ্যোতি মাইতি ও নবম স্থানাধিকারী রাতুল মালিক কাকদ্বীপের সুন্দরবন আদর্শ বিদ্যামন্দিরের ছাত্র। নরেন্দ্রপুর মিশন পল্লির সারদা বিদ্যাপীঠ হাইস্কুলের শ্রীজিতা দাস নবম স্থান অধিকার করে। আর ৬৬ জনের সম্ভাব্য প্রথম দশে শহর কলকাতার মাত্র একজন। দক্ষিণ কলকাতার বাঁশদ্রোণী পার্ক কলকাতা সত্তরের সোনারপুর নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়ের ছাত্র শ্রেয়াংশ চট্টোপাধ্যায়। অন্যদিকে এবার কলকাতার আলিপুর কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারের তিনজন এবং আলিপুর মহিলা সংশোধনাগারের একজন এবার মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসে। চারজনই বি+ গ্রেড পেয়েছেন। এরমধ্যে আলিপুর মহিলা সংশোধনাগারের যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত ২৭ বছরের বর্ধমান জেলার মেয়ে মধুমিতা শর্মা আবার ইংরেজিতে লেটার মার্কস। ১০০ তে ৮০। টোটাল মার্কস ৪১৩। এত এত ভালো খবরের পর এবার একটু খারাপ খবরে আসা যাক। বাংলা, ইংরেজি, ভৌতবিজ্ঞান ও ভূগোল এই চার বিষয়ে ‘এএ’ (৯০–১০০ নম্বর) গ্রেড পাওয়া পড়ুয়ার সংখ্যা এবার যথেষ্ট সংখ্যায় বেড়েছে। সেখানে গণিত, জীবনবিজ্ঞান ও ইতিহাসে এবার ‘এএ’ গ্রেডে পাওয়া পড়ুয়ার সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। গতবারের তুলনায় এবার রাজ্যে গণিতে ‘এএ’ গ্রেড কমেছে ১০,৮১৫ টি। আর সবচেয়ে বেশি কমেছে কলকাতা রিজিয়নে ৫১৫৯টি। গতবারের তুলনায় এবার রাজ্যে ইতিহাসে ‘এএ’ গ্রেড কমেছে ৬৭৩০টি। আর সবচেয়ে বেশি কলকাতা রিজিয়নে কমেছে ৩০৮৬ টি এবং জীবনবিজ্ঞানে ‘এএ’ গ্রেড কমেছে ৫৭২৯টি। সবচেয়ে বেশি কলকাতা রিজিয়নে কমেছে ৩৮২৭টি। নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বেদপুরুষানন্দের বক্তব্য, চলতি বছর নয়া পাঠক্রম চালু হয়েছে। ফলে ২০১৭–র মাধ্যমিকের প্রশ্নপত্রে আমূল পরিবর্তন ঘটবে। ফলে নতুন পদ্ধতির প্রশ্নপত্রও মূল্যায়ণে আশা করি ইতিহাসে পুরো নম্বর দেওয়া হবে। ফলে নম্বর বাড়বে। পর্ষদ প্রশাসক অধ্যাপক কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায়ের কথায়, আগামী বছর নয়া পাঠক্রমে পরীক্ষা হলে ইতিহাসে এই পরিস্থিতির অনেকটাই হেরফের হয়ে যাবে। এবার নানা কারণে ২৩ জন পরীক্ষার্থীর পরীক্ষা বাতিল করা হয়েছে। এবার রাজ্যে হাজার ছাত্র পিছু ছাত্রী পরীক্ষার্থী ছিল ১১৫১ জন। যা গতবারের থেকে ৩৩ জন বেশি। এবং ছাত্রীদের আরও আশার আলো, রাজ্যের ১৯টি জেলা যা পারেনি, সেখানে কলকাতা জেলার ছাত্রদের তুলনায় ছাত্রীদের পাশের হার বেশি। ১.০৪ শতাংশ। কলকাতায় ছাত্রীদের পাশের হার ৯১.১৩ শতাংশ এবং ছাত্রদের পাশের হার ৯০.০৯ শতাংশ।

জিডিপিও ইতিবাচক

ভারতীয় বাজারে এখন চলছে জমাট বাধার প্রক্রিয়া

শুদ্ধাশিস গুহ

বরফ জমাট বাধার কথা সকলেই শুনেছেন। তা বলে শেয়ার জমাট বাধার কথা শুনলে কেমন আষাঢ়ে কাহিনী মনে হয় তাই না। কিন্তু না শেয়ার নিজে এবং সার্বিকভাবে শেয়ার মার্কেটও এই জমাট বাধা প্রক্রিয়া বা ফ্রেজের মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হন। একে আক্ষরিক অর্থে বলা হয় শেয়ার বাজারের কনসোলিডেশন বা গোদা বাংলায় বললে জমাট বাধার ক্রিয়াকলাপ। তা গত প্রায় ১৬–১৮ মাস ক্রমাবনতি ঘটার পর ভারতীয় শেয়ার বাজার গত ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ থেকে থিতু হতে শুরু করে। সেই স্থিতাবস্থা থেকে মার্চ এবং এপ্রিল মাস মিলিয়ে প্রায় হাজার পয়েন্টের ওপর বৃদ্ধি ঘটে ভারতীয় নিফটির। যে নিফটি সাত হাজারের ঘর ভেঙে ৬৮০০–র কাছেপিঠে পৌঁছে গিয়েছিল সেই গুরুত্বপূর্ণ সূচকটি এভাবে ঘুরে দাঁড়াবে তা বোধহয় সাধারণ লগ্নিকারীরা বুঝে উঠতে পারেননি। অবশ্য বিশেষজ্ঞদের র‍্যাডারে ধরা পড়েছিল যে চিত্র তাতে সাফ বোঝা যাচ্ছিল ৭২০০–৭৩০০ ঘর ভেঙে যাওয়া মানে ৬৭০০–৬৮০০–র কাছে পৌঁছাতে পারে ভারতীয় নিফটি। আর বিপদসঙ্কুল এই জায়গাটা যদি নিফটি ভেঙে দিত তা হলে নিচে একেবারে ৬২০০–৬৩০০ পর্যন্ত যাত্রা একেবারে নিশ্চিত ছিল। সেই মোক্ষম সাপোর্ট নিয়েই কার্যত ঘুরে দাঁড়ায় ভারতীয় নিফটি। অনেক বিশেষজ্ঞের মন্তব্য ছিল বুল মার্কেটের পরবর্তীকালে বেয়ার ফ্রেজে ঢুকে গিয়েছে ভারতের বাজার। কিছুটা অবস্থায় তাদের এই অভিমত হয়তো ঠিক। তা বলে ভারতের বাজার পুরো বেয়ারদের কব্জায় চলে গিয়েছে, বুলের রাজের অবসান ঘটেছে এটা ভাবার সেরকম কোনও কারণ ঘটেনি। তাই বেয়ারদের চাপ অগ্রাহ্য করে ফের বুলদের সূর্য ভারতীয় শেয়ার বাজারের আকাশে উদ্ভাসিত হয়েছে।

আর এই টাইম কারেকশনের ফলে যেসব শেয়ারের দাম অনেক নিচে চলে এসেছিল দুমাসের মধ্যে তাদের দাম ব্যাপকভাবে বেড়ে গিয়েছে। অনেকে তো এই স্বল্পকালে তাদের আগের উচ্চতাকেও অতিক্রম করে গিয়েছে। এটাই হয়তো শেয়ার বাজারের ম্যাজিক। যেখানে ফিকে হয়ে যায় সবরকম জারিজুরি। তাই এক্সপার্টরা যতই বিধান দিন না কেন, শেয়ার বাজার নিজের ছন্দে প্রবাহিত হয়। এগিয়ে যায় নয়া ফলকের দিকে। তাই তো সাধারণ যে কোনও বাজারের থেকে শেয়ার বাজার সব দিক থেকে অভিনব। আকর্ষক যেমন একদিক থেকে তেমনই আবার প্রচন্ড বিপদসঙ্কুল। অনেকে এই ঝুঁকি নিতে ভালোবাসেন বা একে 'এনজয়' করেন বলে শেয়ার মার্কেটে চলে আসেন। এটা পইপই করে বলা থাকে সাধারণ লগ্নিকারীদের জন্য যে যতই আপনারা ঝুঁকি নিতে ভালোবাসেন না কেন। নিজের শরীর যদি এই ক্ষমতা বহন করতে সমর্থ না হয় তবে একদম সংযত থাকা উচিত। বিশেষ করে যাদের হার্টের রোগ রয়েছে তাদের কাছে এই ঝুঁকির পরিণাম চরম হয়ে দাঁড়াতে পারে। ফলে সবদিক মেপেই অগ্রসর হওয়া উচিত। তবেই গিয়েই মানসিক এবং শারীরিক শান্তির যুগলবন্দিতে অর্থ উপার্জন করা সম্ভবপর হবে।

শেয়ার বাজারের ইতিবাচক দিক যেমন এই বাজার থেকে মালামাল অর্থাৎ বিত্তবান হয়ে ওঠা সম্ভব, তেমনই আবার এই বাজার থেকে ভিখারি বা কর্দপশূন্য হতে হয়েছে অনেককেই। সেটা হয়েছে তাদের অতিরিক্ত লোভের জন্য মূলত। হয়তো কেনার পর শেয়ারের দাম বেড়েছে তারা বেচেন নি, অনেক বেশি প্রত্যাশা করেছেন। যার ফলে সেখান থেকে নিরাশ হয়ে ফিরতে হয়েছে এইসব মানুষকে। তাই শেয়ার বাজারে কাজ করার জন্য মানসিকভাবে চাঙ্গা হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। যাদের নার্ভ চাপ নিতে সক্ষম নয় তাদের এই বাজার থেকে বিরত থাকা উচিত। অবশ্য কিছু কৌশল অবলম্বল করে বাজারে কেনাবেচা করলে নিজেকে সুরক্ষিত রাখা যায়।

এখন দেখে নেওয়া যাক, কোনও শেয়ারের দাম কেনই বা বাড়ে আবার পতনের মুখে যায়। এর প্রেক্ষাপট বিচার করতে গেলে অনেক গভীরে যেতে হবে। যার সঙ্গে যুক্ত রয়েছে কোনও একটি দেশের অর্থনীতি, রাজনীতি, সামাজিক পালাবদল থেকে আকস্মিক ঘটে যাওয়া কোনও কাণ্ড। এর জেরে বিস্তর প্রভাব পড়ে শেয়ার বাজারে। কখনও দেখা যায় কোনও একটি ব্যাঙ্কিং শেয়ার সম্পর্কে গুজব বা নেতিবাচক খবর ছড়িয়ে পড়লে আর পাঁচটা ব্যাঙ্কের শেয়ারও হু হু করে পড়তে শুরু করে। একই কথা প্রযোজ্য অন্যান্য সেক্টর সম্পর্কেও। বিশদে বলতে গেলে দেখা যায়, যদি সরকার কোনও একটি ক্ষেত্রে সুযোগ–সুবিধা দিতে থাকেন, তখন ওই সেক্টর সংক্রান্ত প্রতিটি শেয়ারের দামেই উত্থান লক্ষ্য করা যায়। একইভাবে কোনও একটি ক্ষেত্রে যদি সরকার বিরূপ কিছু সিদ্ধান্ত নেয় তার প্রভাবে ওই সংক্রান্ত সব শেয়ারের দাম রসাতলে তলিয়ে যায়। ধরা যাক, এবছর ভালো বৃষ্টি হল না দেশে। তা হলে দেখা যায় এমতাবস্থায় কৃষি সংক্রান্ত যেসব শেয়ার বাজারে লিস্টেড রয়েছে তাদের দামে ভয়ঙ্কর প্রভাব পড়ে। কৃষির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত অন্যান্য দ্রব্যের দামেও তখন অস্বাভাবিকতা লক্ষ্য করা যায়। আবার যদি কোনও বছর দেশে শিল্পোৎপাদন খুব ভালো রকম হয় তাহলে আবার পুরো বাজারেই ইতিবাচক ছবি উপস্থাপিত হয়। এখন যেহেতু আমরা একটা বিশ্বায়নের দুনিয়ায় বসবাস করি সেক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে ইরাকে বা আফ্রিকায় কোনও খারাপ ঘটনা বা বিস্ফোরণ ঘটলে ভারতের কিংবা অন্য দেশের শেয়ার বাজারেও ঝটকা নেমে আসে।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ইজরায়েল যেভাবে গাঁজায় দখলকারী প্যালেস্টাইনদের হঠাতে হিংস্র ভূমিকা নিয়ে সামরিক অভিযান চালাচ্ছে সেদিকেও কিন্তু কড়া নজর রয়েছে পুরো বিশ্বের শেয়ার বাজারের। একইভাবে সাদ্দাম হোসেনের আমলে অস্থির ইরাক, তাদের কুয়েত দখলকে কেন্দ্র করে যুদ্ধ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জোড়া টাওয়ারে সন্ত্রাসবাদী হামলা, ভারতের মুম্বইতে তাজ হোটেলে জঙ্গী আক্রমণ ইত্যাদি ঘটনার প্রভাবে নানাভাবে আন্দোলিত হয়েছে শেয়ার বিশ্ব। ভারতেও বহুবার সন্ত্রাসবাদী হামলার পর শেয়ার বাজারে রীতিমতো ধস নামতে গিয়েছে। শেয়ার বাজারের ভাষায় 'সেলিং ফ্রিজ' মেরেছে তা। কখনও কখনও তা আবার এতটাই খারাপ জায়গায় গিয়েছে যে, একবার 'সেলিং ফ্রিজ' মারার অব্যাবহিত পরে আবারও একইভাবে বন্ধ হয়েছে বাজার। বহুবার এই ধরনের খারাপ পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছে ভারতীয় অর্থনৈতিক বাজার। যাকে বিশেষজ্ঞরা বাজারের পতন বলে অভিহিত করে থাকেন। এই তো কিছু দিন আগেই আমরা লক্ষ্য করেছি বিশ্বজোড়া 'রিসেশন' বা আর্থিক মন্দা। মার্কিন মুলুকে ব্যাঙ্ক ভরাডুবির ঘটনায় নড়ে গিয়েছিল পুরো বিশ্বের অর্থনীতি। এখনও যার কুপ্রভাব থেকে পুরোপুরি মুক্ত হতে পারেনি অর্থনৈতিক দুনিয়া। তবে এটা ঠিক আগের থেকে পরিস্থিতি অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে চলে এসেছে। এর উদাহরণ হিসেবে এখনকার বাজারে ন্যাসড্যাক–ডাও জোন্স কিংবা ভারতের নিফটি–সেনসেক্সের দিকে চোখ মেললেই বোঝা যাবে।

ভারতের বাজার শেষ এক দু বছরে বিশ্বের অন্যান্য বাজারের থেকে যে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে তা সম্ভব হয়েছে এর ভিত মজবুত বলে। এই জন্যই তো বিদেশিরা বেশ কিছুদিন মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার পর আবারও ফিরেছে ভারতের বাজারে। আর তাদের কেনার ওপর নির্ভর করে ঘুরে দাঁড়িয়ে প্রতিষ্ঠা পাচ্ছে ভারতীয় সূচকগুলি। এইভাবে প্রতিরোধ করার ক্ষমতা সকল বাজারের নেই তামাম বিশ্বে। এত প্রতিকূলতার মধ্যেও ভারতের অর্থনীতি যেভাবে সবল থেকেছে, তার জিডিপি যেমন ক্রমান্বয়ে বেড়ে চলেছে ফলে পরিস্থিতি আশাব্যাঞ্জক হয়ে উঠেছে। আশা করা যায় বিদেশি অর্থের এই ঢাল আপাতত ভারতমুখী থাকবে যার ওপর নির্ভর করে আগামী ৪–৫ বছরে ভারতের বাজার এক বৃহৎ উচ্চতা লাভ করবে।

অর্থনীতি

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

১৪ মে – ২০ মে, ২০১৬

মেষ: শিক্ষায় মনের মতো ফল পাওয়া যাবে। আর্থিক বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। তথাপি আপনার একটু মানসিক উদ্বেগ বা চিন্তা থেকে যাবে। পতি–পত্নীর মধ্যে মনান্তরের যোগ। ধর্মীয় বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে।

বৃষ: গৃহ–ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভফল পাবেন। স্নেহ–প্রীতির বিষয়ে শুভ যোগ রয়েছে। যোগাযোগমূলক কাজগুলি অথবা পূর্বকল্পিত কাজগুলি সুন্দরভাবে সু–সম্পন্ন করতে পারবেন। লেখাপড়ায় ফল ভালো হবে। পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। কর্মস্থলে গোলযোগ।

মিথুন: আপনার সুন্দর ব্যবহারের জন্য আপনি সম্মান পাবেন। ব্যবসায় লাভের যোগ রয়েছে। আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় থাকবে এবং লেখ্য পরীক্ষাদি বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। স্নেহ–প্রীতির দ্বারা বিবাহ লক্ষিত হয়। সন্তান নিয়ে উদ্বেগ থাকবে। পিতার স্বাস্থ্যহানি।

কর্কট: আপনার ন্যায়নিষ্ঠা ও শুভ বুদ্ধির জোরে আপনি বিশেষ সম্মান পাবেন। ব্যবসায় লাভযোগ থাকলেও নতুন কোনও ব্যবসায়ে হাত দেবেন না। গৃহে শান্তি বজায় থাকবে না। বন্ধু–বান্ধব থেকে সাবধান থাকবেন। কর্মস্থলে সাবধান থাকবেন। শত্রুতার যোগ।

সিংহ: অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভ হলেও ব্যায় প্রচুর হয়ে যাবে। সন্তানাদি বিষয়ে চিন্তা থাকবে। শরীরের প্রতি যত্ন নেবেন। নতুন কর্মলাভের যোগ রয়েছে। রাস্তাঘাটে সাবধানে চলাফেরা করবেন। প্রতারণার যোগ। শিক্ষায় বাধা হলেও শুভ হবে।

কন্যা: মানসিক চাপ থাকলেও কিছুটা ভালো হবে। আর্থিক বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। কর্মস্থলে সুনাম বজায় থাকবে। গৃহে শুভানুষ্ঠানের যোগ রয়েছে। মাতৃস্থানীয়ার সাহায্য পাবেন। শিক্ষায় কিঞ্চিৎ বাধা এলেও সফলতা পাবেন।

তুলা: পড়াশোনায় মন বসতে চাইবে না। পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। ব্যবসা–বাণিজ্যে মনের মতো ফল পাবেন না। শুভফলের হানি ঘটতে পারে। পিতার পক্ষে সময়টি ভালো। পতি–পত্নীর মধ্যে মতবিরোধ ঘটতে পারে। সদগুরু লাভের যোগ রয়েছে।

বৃশ্চিক: সাবধানে চলাফেরা করবেন। পায়ে চোট আঘাতের যোগ রয়েছে। পরীক্ষায় সাফল্য লাভের যোগ রয়েছে। ভ্রমণযোগ রয়েছে। কর্মস্থলে সুনাম যশ বজায় থাকবে। পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। আহারাদি বিষয়ে সাবধান থাকতে হবে। আর্থিক বিষয়ে শুভ হবে।

ধনু: বন্ধুদের দ্বারা ক্ষতি হতে পারে। মাতার স্বাস্থ্যহানির যোগ রয়েছে। আর্থিক বিষয়ে মিশ্র ফল পাবেন। স্নেহ–প্রীতির বিষয়ে শুভফল পাবেন। ভাগ্যের সুপ্রসন্নতার ক্ষেত্রে কিছুটা বাধা আসবে। লেখাপড়ায় মনের মতো ফল পাবেন না। কর্মস্থলে বিবিধ গোলযোগ অথবা কর্মে পরিবর্তন।

মকর: ব্যবসা–বাণিজ্যের বিষয়ে কিঞ্চিৎ লাভযোগ লক্ষিত হয়, দায়িত্বমূলক কাজগুলিতে বাধা এলেও সফলতা আসবে। গৃহে শান্তি কিছুটা বিঘ্নিত হবে। মাথা গরম না করে বুদ্ধি করে চলার সময়। সন্তানের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত হতে পারেন। কর্মস্থলে বিভ্রাট ঘটতে পারে।

কুম্ভ: গৃহ–ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। বন্ধুরা যথেষ্ট সাহায্য করবে। আর্থিক বিষয়ে মিশ্র ফল পাবেন। অতিরিক্ত ব্যায়ের জন্য মন উদ্বেগ্নে ভরে যাবে। সম্মানীয় ব্যক্তিরা আপনার সঙ্গে শত্রুতা করার চেষ্টা করবে। প্রতারণার যোগ রয়েছে।

মীন: আধ্যাত্মিক বিষয়ে শুভ ফলের যোগ রয়েছে। শিক্ষায় শুভ, গৃহ–ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। শিশুদের শিক্ষারম্ভে শুভ হবে। সন্তানের উন্নতিতে আনন্দ। বয়স্করা কোমরের পীড়ায় ও বাতের ব্যাথায় কষ্ট পাবেন।

স্টেট ব্যাঙ্কে ২২০০ অফিসার

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২,২০০ জন প্রবেশনারি অফিসার নেবে স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া। নিয়োগ হবে জুনিয়র ম্যানেজমেন্ট গ্রেড স্কেল ওয়ানে। ২ বছরের প্রবেশন। কলকাতাসহ দশটি পরীক্ষাকেন্দ্র আছে পশ্চিমবঙ্গে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর : CRPD/PO/2016-17/02.

শূন্যপদের বিন্যাস : সাধারণ ১,০২৮, তফসিলি জাতি ৩৫১, তফসিলি উপজাতি ২৩১, ওবিসি ৫৯০। এর মধ্যে ২০টি করে শূন্যপদ দৃষ্টি, অস্থি ও শ্রবণসংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : স্নাতক বা সমতুল। যাঁরা ফাইনাল ইয়ারের পরীক্ষা দেবেন, তাঁরাও শর্তসাপেক্ষে দরখাস্ত করতে পারেন। সেক্ষেত্রে ইন্টারভিউয়ের জন্য বিবেচিত হলে, ৩১ আগস্টের মধ্যে তাঁদের মার্কশিট দাখিল করতে হবে।

বয়স : ১–৪–২০১৬ তারিখে ২১ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে হতে হবে। তফসিলিরা ৫, ওবিসিরা ৩, দৈহিক প্রতিবন্ধীরা ১০ বছরের এবং প্রাক্তন সমরকর্মীরা নিয়মানুসারে ছাড় পাবেন।

বেতনক্রম : ২৩,৭০০–৪২,০২০ টাকা। সঙ্গে অন্যান্য সুযোগ–সুবিধা।

প্রার্থী বাছাই হবে দু'পর্যায়ের (প্রিলিমিনারি ও মেন) অনলাইন পরীক্ষা, গ্রুপ ডিসকাশন ও ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে। পশ্চিমবঙ্গের (স্টেট কোড ৪৪) পরীক্ষাকেন্দ্রগুলি হল : কলকাতা, আসানসোল, বহরমপুর, বর্ধমান, ডোমকল, দুর্গাপুর, হুগলি, হাওড়া, কল্যাণী ও শিলিগুড়ি। প্রিলিমিনারি অনলাইন পরীক্ষা হবে ২, ৩, ৯ ও ১০ জুলাই এবং মেন অনলাইন পরীক্ষাটি হবে ৩১ জুলাই। প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় থাকবে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ (৩০ নম্বর), কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপ্টিটিউড (৩৫ নম্বর), রিজনিং এবিলিটি (৩৫ নম্বর), বিষয়ে অবজেক্টিভ ধরনের মোট ১০০ নম্বরের প্রশ্ন। সময়সীমা এক ঘন্টা। মেন পরীক্ষায় থাকবে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ (৪০ নম্বর), জেনারেল/ইকনমি/ব্যাঙ্কিং অ্যাওয়্যারনেস (৪০ নম্বর, ডেটা অ্যানালিসিস অ্যান্ড ইন্টারপ্রিটেশন (৬০ নম্বর), বিষয়ে অবজেক্টিভ ধরনের মোট ল্যাঙ্গুয়েজ (লেটার রাইটিং, এসে রাইটিং) বিষয়ক ডেসক্রিপটিভ ধরনের মোট ৫০ নম্বরের প্রশ্নও থাকবে। সময়সীমা ৩০ মিনিট। সবশেষে গ্রুপ ডিসকাশন (২০ নম্বর) ও ইন্টারভিউ (৩০ নম্বর)।

অনলাইন দরকাস্ত করতে হবে এই দু'টি ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.statebankofindia.com, www.sbi.co.in প্রার্থীর চালু ই–মেল আইডি থাকতে হবে। অনলাইন দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৪ মে। মনে রাখবেন, অনলাইন দরখাস্ত পূরণের সময় প্রার্থীর স্ক্যান করা পাসপোর্ট মাপের রঙিন ফটো (জেপিজি বা জেপেগ ফর্ম্যাটে ২০০×২৩০ পিক্সেল ডশইমেনশনে ২০৫০ কেবি সাইজের মধ্যে) এবং কালো কালির বলপেনে করা সই (জেপিজি বা জেপেগ ফর্ম্যাটে ১৪০×৬০ পিক্সেল ডাইমেনশনে ১০–২০ কেবি সাইজের মধ্যে) আপলোড করতে হবে। অনলাইনে যথাযথভাবে দরখাস্ত পূরণ করে সাবমিট করার পর রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাওয়া যাবে।

ফি বাবদ জমা দিতে হবে ৬০০ টাকা (তফসিলি ও দৈহিক প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে ১০০ টাকা)। অনলাইনে ক্রেডিট কার্ড, ডেবিট কার্ড, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে ফি জমা দেওয়া যাবে। ফি জমা দেওয়ার পর ই–রিসিপ্ট এবং পূরণ করা দরখাস্তের এক কপি সিস্টেম জেনারেটেড প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। এটি কোথাও পাঠাতে হবে না। নিজের কাছে রাখবেন, পরে প্রয়োজন হবে।

রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড বা জন্মতারিখের সাহায্যে কললেটার ডাউনলোড করা যাবে ১৪ জুন থেকে উপরোক্ত ওয়েবসাইটের মাধ্যমে।

খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

ইউনাইটেড ইন্ডিয়া ইনশিওরেন্সে ৩০০ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৩০০ জন অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার (স্কেল–ওয়ান) নেবে ইউনাইটেড ইন্ডিয়া ইনশিওরেন্স কোম্পানি। নিয়োগ হবে জেনারেলিস্ট ও স্পেশ্যালিস্ট শাখায়। স্পেশ্যালিস্টের ক্ষেত্রে ফিনান্স, সিভিল, লিগ্যাল, মেকানিক্যাল অ্যান্ড ইলেক্ট্রিক্যাল এবং অ্যাকচুয়ারি শাখায় নিয়োগ করা হবে। পশ্চিমবঙ্গে একাধিক পরীক্ষাকেন্দ্র আছে। প্রাথমিকভাবে এক বছরের প্রবেশন, তবে কর্তৃপক্ষ মনে করলে প্রবেশনের মেয়াদ আরও ৬ মাস বাড়াতে পারে।

শাখা অনুসারে শূন্যপদ : জেনারেলিস্ট : মোট শূন্যপদ ২২০টি। স্পেশ্যালিস্ট : মোট শূন্যপদ ৮০টি (ফিনান্স ৪৩, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ৫, লিগ্যাল ১৫, মেকানিক্যাল অ্যান্ড ইলেক্ট্রিক্যাল ১৫, অ্যাকচুয়ারি ২)। ক্যাটেগরি অনুসারে শূন্যপদ : সাধারণ ১৬৫টি, তফসিলি জাতি ৩৭টি, তফসিলি উপজাতি ২১টি, ওবিসি ৭৭টি। এর মধ্যে ৩টি শূন্যপদ দৃষ্টি ও শ্রবণসংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : জেনারেলিস্ট শাখার ক্ষেত্রে যে কোনও শাখায় স্নাতক বা সমতুল। ফিনান্সের ক্ষেত্রে আই সিএ আই বা আইসিডব্লুএ। অথবা কর্মাসে স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি। ফিনান্সে স্পেশ্যালাইজেশন–সহ এমবিএ ডিগ্রিধারীরাও আবেদনের যোগ্য। সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট শাখায় বিই বা বিটেক। অথবা মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে গ্র্যাজুয়েট সঙ্গে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে গ্র্যাজুয়েট সঙ্গে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে এক বছরের ডিপ্লোমা। মেকানিক্যাল অ্যান্ড ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ক্ষেত্রে মেকানিক্যাল বা ইলেক্ট্রিক্যাল শাখায় বিই বা বিটেক। লিগ্যালের ক্ষেত্রে আইনে স্নাতক বা সমতুল। সঙ্গে তিন বছরের (তফসিলিদের ক্ষেত্রে ২ বছর) অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার। অ্যাকচুয়ারি শাখার ক্ষেত্রে স্ট্যাটিস্টিক্স বা ম্যাথমেটিক্স বা অ্যাকচুয়ারিয়াল সায়েন্সে স্নাতক।

সব ক্ষেত্রেই কম্পিউটার–জ্ঞান থাকা বাধ্যতামূলক।

বয়স : ৩১–৩–২০১৬ তারিখে ২১ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে হতে হবে। তফসিলিরা ৫, ওবিসিরা ৩, দৈহিক প্রতিবন্ধীরা ১০ বছরের এবং প্রাক্তন সমরকর্মীরা নিয়মানুসারে ছাড় পাবেন। বিধবা, ডিভোর্সি ও আইনত বিচ্ছিন্ন মহিলারা ফের বিবাহ না করে থাকলে ৯ বছরের ছাড় পাবেন।

বেতনক্রম : ৩২,৭৯৫–৬২,৩১৫ টাকা। সঙ্গে অন্যান্য সুযোগ–সুবিধা। প্রার্থী বাছাই করা হবে অনলাইন পরীক্ষা ও ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে। পরীক্ষার সম্ভাব্য তারিখ ১২ জুন। পশ্চিমবঙ্গের পরীক্ষাকেন্দ্রগুলি হল : কলকাতা ও বৃহত্তর কলকাতা, শিলিগুড়ি, আসানসোল, বর্ধমান, বহরমপুর, দুর্গাপুর, হুগলি, হাওড়া ও কল্যাণী। জেনারেলিস্ট পদের ক্ষেত্রে পরীক্ষায় থাকবে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ (৪০ নম্বর), কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপ্টিটিউড (৫০ নম্বর), রিজনিং (৫০ নম্বর), জেনারেল অ্যাওয়ারনেস (আর্থিক ক্ষেত্র বিষয়ে প্রশ্নে গুরুত্ব) (৪০ নম্বর) ও কম্পিউটার (২০ নম্বর) বিষয়ে অবজেক্টিভ ধরনের মাল্টিপল চয়েস প্রশ্ন। স্পেশ্যালিস্ট পদের ক্ষেত্রে পরীক্ষায় থাকবে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ (৪০ নম্বর), কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপ্টিটিউড (৪০ নম্বর), রিজনিং (৪০ নম্বর), জেনারেল অ্যাওয়ারনেস (আর্থিক ক্ষেত্র বিষয়ক প্রশ্নে গুরুত্ব) (৪০ নম্বর), সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের টেকনিক্যাল ও প্রফেশনাল (৪০ নম্বর) বিষয়ে অবজেক্টিভ ধরনের মাল্টিপল চয়েস প্রশ্ন। এছাড়া উভয় শাখার ক্ষেত্রেই থাকবে এসে রাইটিং ও লেটার রাইটিং (৩০ নম্বর) বিষয়ে ডেসক্রিপ্টিভ ধরনের প্রশ্ন। সময়সীমা অবজেক্টিভের ক্ষেত্রে ২ ঘন্টা ও ডেসক্রিপ্টিভের ক্ষেত্রে ৩০ মিনিট।

অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.uiic.co.in যে–কোনও একটি রাজ্যের জন্য দরখাস্ত করা যাবে। প্রার্থী চালু ই–মেল আইডি থাকতে হবে। অনলাইন দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৭ মে। মনে রাখবেন, অনলাইন দরখাস্ত পূরণের সময় প্রার্থীর স্ক্যান করা ফটো (২০০×২৩০ পিক্সেলের ২০–৫০ কেবি সাইজের মধ্যে) ও সই (১৪০×৬০ পিক্সেলের ১০–২০ কেবি সাইজের মধ্যে) আপলোড করতে হবে অনলাইন দরখাস্ত যথাযথভাবে সাবমিট করার পর রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাওয়া যাবে। এরপর পূরণ করা দরখাস্তের এক কপি সিস্টেম জেনারেটেড প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। এটি কোথাও পাঠাতে হবে না। নিজের কাছে রাখবেন। পরে প্রয়োজন হবে।

ফি বাবদ দিতে হবে ৬০০ টাকা (তফসিলি ও দৈহিক প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে ১০০ টাকা)। অনলাইন ব্যবস্থায় ডেবিট কার্ড (রুপে/ভিসা/মাস্টার কার্ড/মায়েস্ট্রো) বা ক্রেডিট কার্ড বা ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিং বা ইমিডিয়েট পেমেন্ট সার্ভিস (আই এম পি এস) বা ক্যাশ কার্ড বা মোবাইল ওয়ালেটের মাধ্যমে ফি জমা দেওয়া যাবে। ফি জমা দেওয়ার পরে সিস্টেম জেনারেটেড ই–রিসিপ্টের এক কপি প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। এটি কোথাও পাঠাতে হবে না। নিজের কাছে রাখবেন। পরে প্রয়োজন হবে।

কোথায় পাবেন আলিপুর বার্তা

● **ভবানীপুর পূর্ণ সিনেমা মোড়** – হেমন্তদার স্টল ● **হাজরা পেট্রল পাম্প** – নকুল ঠাকুর ● **রাসবিহারী মোড় চশমার দোকানের সামনে** – কল্যাণ রায় ● **রাসবিহারী অটো স্ট্যান্ড** –আর কে ম্যাগাজিন ● **ট্র্যাঙ্গুলার পার্ক**– ব্রজেন দাস, বাপ্পাদার স্টল ● **দেশপ্রিয় পার্ক ইউকো ব্যাঙ্কের সামনে** – বীণাপানী ম্যাগাজিন ● **লেক মার্কেট** – পাঁচু প্রামাণিক, অরূপ রায় ● **কেওড়াতলা শ্মশান মোড়** – গৌতমদার স্টল ● **চারু মার্কেট** – গণেশদার স্টল ● **মুদিয়ালি** – দীনবন্ধুদার স্টল ● **নিউ আলিপুর হিন্দুস্থান সুইটস** – গৌতম দেবনাথ, সুকান্ত পাল ● **পূর্ব পুটিয়ারি** – রামানন্দদার স্টল ● **রাণীকুঠি পোস্ট অফিস** – শম্ভুদার স্টল ● **নেতাজী নগর** – অনিমেষ সাহা ● **নাকতলা**–গোবিন্দ সাহা ● **বান্টি ব্রিজ**–রবীন সাহা, দীনেশ গাঙ্গুলী ● **গড়িয়া ৫ নং বাসস্ট্যান্ড**– বিশ্বজিৎ কয়াল, দিলীপদার স্টল, এস বোস ● **মহামায়াতলা**–দীপক মণ্ডল ● **তেঁতুলতলা**–দেবুদার স্টল ● **ক্যানিং স্টেশন**–পঞ্চাননদার স্টল ● **যাদবপুর স্টেশন ২ নং প্ল্যাটফর্ম**–সুব্রত সাহা ● **সোনারপুর ২ নং প্ল্যাট ফর্ম** – রাজু বুক স্টল ● **বারুইপুর ২ নং প্ল্যাটফর্ম**–কালিদাস রায় ● **জয়নগর ১ নং প্ল্যাটফর্ম** – কেষ্ট রায় ● **আমতলা** – ইন্দ্রজিৎ মণ্ডল ● **শিরাকোল**–অসিত দাস ● **ফতেপুর বাস স্ট্যান্ড** – অনিমেষ দার স্টল ● **সরিষা আশ্রম মোড়**–প্রণবদার স্টল ● **ডায়মন্ড হারবার স্টেশন ১ নম্বর প্লাটফর্ম**–বৃন্দাবন গায়েন ● **কাকদ্বীপ**–সুভাশিসদা ● **বারাসত উত্তর ২৪ পরগনা**–কৃষ্ণ কুন্ডু। ● **বারাসত রেলস্টেশন**– শ্যামল রায় ● **হাবড়া রেলস্টেশন**– বিজয় সাহা ● **বসিরহাট রেলস্টেশন**– সঞ্জিব দাস ● **বনগাঁ রেলস্টেশন**– মন্ডল অ্যান্ড মল্লিক ● **রানাঘাট রেলস্টেশন**– তপন সরকার ● **কাঁচরাপাড়া রেলস্টেশন**– দে নিউজ এজেন্সি ● **কৃষ্ণনগর রেলস্টেসন**– নিখিল রায় ● **বেড়াচাঁপা**– সজল দাস ● **মাতিয়া বাসস্ট্যান্ড**– শম্ভুনাথ বিশ্বাস ● **ইছাপুর রেলস্টেশন**– তপন মিদ্দে ● **বাগদা**– সুভাষ কর ● **নৈহাটি রেলস্টেশন**– কিশোর দাস ● **বীরভূম রামপুরহাট বাসস্ট্যান্ড**– পিউ বুকস্টল

আমাদের প্রতিনিধি ● কলকাতা : বরুণ মণ্ডল – ৯৮৩৬০৮১৬৭০, প্রিয়ম গুহ – ৯০৩৮৬৪০০৩০, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় – ৯৮৭৪৩৩৬৪০৪/ দক্ষিণ ২৪ পরগনা : কুনাল মালিক – ৯৮৩০৮৫৪০৮৯

অশ্রুসজল কামাগাটামারু

কানাডা প্রধানের ক্ষমা প্রার্থনা

নিজস্ব প্রতিনিধি : আগামী ১৬ মে ২০১৬ কানাডার পার্লামেন্টে সেদেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শতবর্ষ আগে ঘটে যাওয়া এক ভুলের প্রায়শ্চিত্তের জন্য ভারতীয় শিখ সমাজের কাছে ক্ষমা চাইবেন। সেই ঐতিহাসিক ভুলের খবর আমরা অনেকেই জানি না। আমাদের দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার বজবজের মাটি ১৯১৪ সালে ২৯ সেপ্টেম্বর ৫০ জন নিরীহ শিখের রক্তে সিক্ত হয়েছিল। আহত হয়েছিল বহু। সশস্ত্র ইংরেজদের সঙ্গে ক্ষুধা–পিপাসায় কাতর একদল অর্ধমৃত শিখবীরের অসম লড়াই হয়েছিল সেদিন। আর এই মৃত্যুর জন্য পরোক্ষ ভাবে দায়ী ছিল তৎকালীন কানাডা সরকার। তখন কানাডা ছিল ব্রিটেনের উপনিবেশ।

কানাডায় যাতে শ্বেত চামড়ার মানুষ ছাড়া অন্যরা কেউ ঢুকতে না পারে তার জন্য জারি ছিল কুখ্যাত ইমিগ্রেশন অ্যাক্ট। সেই আইন বলে ভারতীয়দের কানাডায় প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। সেই কালা অভিবাসন আইনকে চ্যালেঞ্জ জানাল গুরজিৎ সিং নামে অমৃতসরের এক বাসিন্দা। তিনি 'কামাগাটা মারু'' নামে এক জাপানি জাহাজ ভাড়া করে ভাঙ্কুভার বন্দরে উপস্থিত হলেন। কিন্তু কানাডা সরকার অবতরণে বাধা দিল। প্রায় দুমাস জলবন্দি করে রেখে খাদ্য পানীয় যোগান না দিয়ে যুদ্ধ জাহাজ প্রেরণ করে।

অবশেষে সামান্য কিছু খাদ্য পানীয় জোগাড় করে পুনরায় ভারতে ফিরে আসে ''কামাগাটা মারু''। এই যাত্রীরা সকলেই 'গদর' পার্টির সমর্থক ছিল। যাই হোক ১৯ মে ১৯১৪ বজবজে জাহাজ ভিড়ল। ব্রিটিশ সরকার আগে থেকে বজবজ রেল স্টেশনে পাঞ্জাব মেল রেডি করে রেখেছিল যাত্রীদের পাঞ্জাবে ফেরত পাঠাবার জন্য। কিন্তু কিছু যাত্রী যেতে রাজি না হলে ইংরেজদের সঙ্গে লড়াই বাঁধে। ৫০ জন শহিদ হন। ভারতের ইতিহাসে এই ঘটনা ''বাংলার জালিয়ানওয়ালাবাগ'' নামে খ্যাত। এই ঘটনার প্রতিবাদে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ১৯১৬ সালে কানাডা সরকারের আমন্ত্রণে সে দেশে যাওয়ার প্রস্তাব প্রত্যাখান করেন। পরবর্তী কালে বজবজে ওই শহিদদের স্মরণে একটি শহিদ বেদি নির্মিত হয় ১৯৫২ সালে। প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু এই স্থানটি দর্শন করতে আসেন। ওই মৃতযাত্রীদের ভারত সরকার শহিদের স্বীকৃতি দেন। বজবজ রেল স্টেশনের নাম হয় কামাগাটামারু রেল স্টেশন।

২০১২ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী স্টিফেন হারফার পাঞ্জাবি অধ্যুষিত কানাডার সারে নামক স্থানে বৈশাখী উৎসবে গিয়ে পাঞ্জাবিদের কাছে কামাগাটা মারু'র ঘটনার জন্য জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন। কিন্তু এতে ভারতীয় পাঞ্জাবিরা সন্তুষ্ট হয়নি। তারা দাবি তোলেন কানাডার পার্লামেন্টে ক্ষমা চাইতে হবে। সেই দাবিকে মেনে নিয়ে আগামী ১৬ মে ক্ষমা চাইবেন বর্তমান প্রধানমন্ত্রী। উল্লেখ থাকে যে ১৯৬১ সালে কানাডা সরকার ইমিগ্রেশন অ্যাক্ট প্রত্যাহার করেন। প্রশ্ন হল সত্যিই কি আন্তরিক পাপ মোচনের প্রয়াস নাকি বিশ্বায়নের যুগে ব্যবসার পরিধি বাড়ানোর জন্য লোক দেখান ছল? ৫০ জন শিখ বিপ্লবীর বিদেহী আত্মা সত্যিই কি ক্ষমা করবে কানাডা সরকারকে?

তথ্য সূত্র : আঞ্চলিক ইতিহাস গবেষক গনেশ ঘোষ।

জখম বাসন্তী থানার ওসি

বিশ্বজিৎ পাল, বাসন্তী : সোমবার দুপুরে কয়েকশো গ্রামবাসী উত্তেজিত হয়ে ঢিল ইট ছুঁড়লে জখম হয় বাসন্তী থানার ওসি কৌশিক কুন্ডু। বর্তমানে তিনি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। গত ৮ মে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসন্তী থানার শ্রীরামপুর গ্রামে ৯ বছরের এক শিশু কন্যার দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। এদিন সকালে শ্রীরামপুর গ্রামে একটি পোড়ো বাড়িতে শিশু কন্যার দেহ পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয় থানায় খবর দেয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে পুলিশবাহিনী। তারা দেহটি উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য হাসপাতালের মর্গে পাঠায়। এই ঘটনায় পুলিশ ৩ জনকে গ্রেফতার করে। মৃত শিশু কন্যার পরিবারের সদস্যদের অভিযোগ ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে। এদিন দুপুরে কয়েকশো গ্রামবাসী বাসন্তী থানার সামনে বিক্ষোভ দেখায় দোষীদের গ্রেফতারের দাবিতে। হঠাৎই গ্রামবাসীরা উত্তেজিত হয়ে ঢিল ইট ছুঁড়তে থাকে। ঢিলের আঘাতে বাসন্তী থানার ওসি গুরুতর জখম হয়। পুলিশ হালকা লাঠি চার্জ করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে খতিয়ে দেখা হচ্ছে। জেলার পুলিশ সুপার সুনীল চৌধুরী বলেন গ্রামবাসীরা ফাঁসির দাবিতে বিক্ষোভ দেখায়। এদিন মৃতের পরিবারের সঙ্গে এবং বাসন্তী থানার ওসির সঙ্গে দেখা করেন বিজেপি রাজ্য নেত্রী তথা অভিনেত্রী লকেট চট্টোপাধ্যায় সহ এক প্রতিনিধি দল। প্রমাণ লোপাট সহ বিভিন্ন আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে এবং পুলিশের উপর হামলার মামলাও করা হয়েছে।

'চোখ' নিয়ে অভিযোগ বারাসত হাসপাতালে

অরিন্দম রায়চৌধুরী

রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রশংসনীয় পদক্ষেপ সকলেরই নজরে পড়েছে। নিঃসন্দেহে উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার বারাসত হাসপাতালও রাজ্য সরকারের এই উদ্যোগে সামিল। রাজ্য সরকারের পাশাপাশি স্থানীয় সাংসদ, বিধায়ক ও পুরসভার নানা সহযোগী উদ্যোগের উদাহরণও সামনে এসেছে। ন্যায্য মূল্যের ওষুধের দোকান ছাড়াও, পিপিপি মডেলে ডায়ালিসিস, সিটি স্ক্যান, নানা শারীরিক পরীক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে বারাসত হাসপাতালে। রয়েছে শিশুদের জন্যে জরুরি বিভাগ সহ সাধারণের জন্য ঝকঝকে আইসিইউ। এছাড়াও লিফট সহ বেশ কিছু প্রকল্পের কাজও এগিয়ে চলেছে। পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন বারাসত হাসপাতালে হচ্ছে বিরল শল্য চিকিৎসাও। এতসবের কৃতিত্বধারী হয়েও বারাসত হাসপাতাল তবুও কিন্তু সম্পূর্ণ অভিযোগমুক্ত হয়ে উঠতে পারছে না। বারাসত হাসপাতালের জরুরি বিভাগে রাতে কোনও চোখের ডাক্তার থাকে না বলে অভিযোগ উঠেছে। এই মর্মে বারাসত হাসপাতালের সুপার ও মুখ্য স্বাস্থ্য

আধিকারিকের দপ্তরে একটি অভিযোগ জমা পড়েছে। যার বয়ান অনুযায়ী, দিলীপ পাল নামে বারাসত বনমালিপুরের এক বাসিন্দা কিছুদিন আগে রাত সাড়ে দশটা নাগাদ তার নাতির চোখের আঘাত নিয়ে বারাসত হাসপাতালের জরুরি বিভাগে চিকিৎসার জন্য যান। কর্তব্যরত ডাক্তার ও নার্সরা চোখের কোনও ডাক্তার নেই বলে জানিয়ে দেন। পাশাপাশি কলকাতার কোনও হাসপাতালে নিয়ে যাবার পরামর্শও দেন তারা। এই অভিযোগকে ঘিরেই বারাসত হাসপাতালের অন্দরে বইছে চোরাস্রোত। বারাসত হাসপাতালের চিকিৎসকদের একাংশের অভিযোগ, 'নিয়মিত বহির্বিভাগ হলেও রাতে জরুরি বিভাগে কোনও চোখের ডাক্তার নেই। ফলে চোখের সমস্যা নিয়ে রাতে কোনও রোগী এলে ফিরিয়ে দেওয়াটাই রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সব জেনেশুনেও কর্তৃপক্ষ কোনও পদক্ষেপ করছে না।' এ অভিযোগ মানতে চাননি বারাসত হাসপাতালের সুপার ড. সুব্রত মন্ডল। তিনি বলেন, 'এটা চক্রান্ত ছাড়া আর কিছু নয়। আমি অভিযোগ পেয়ে একটি তদন্ত কমিটি তৈরি করি। তদন্ত চলছে। তদন্তের প্রয়োজনে অভিযোগকারীর দেওয়া ঠিকানায় যোগাযোগ করা হলে দেখা যায়, ওই নামে ওই এলাকায় কেউ থাকে না। ফলে এই অভিযোগের সত্যতা নিয়েই প্রশ্ন রয়েছে।' তবে এই অভিযোগের সত্যতা খতিয়ে দেখতে পৃথকভাবে তদন্ত করার কথা শোনালেন স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা. প্রলয় আচার্য। তিনি এই অভিযোগপ্রাপ্তির কথা জানিয়ে, এ বিষয়ে ব্যক্তিগত উদ্যোগে তদন্তের আশ্বাস দেন।

চেনা ভোটের অচেনা কথা

কি বলছেন জ্যোতিষীরা

মলয় সুর : রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন নিয়ে উত্তেজনা যখন তুঙ্গে তখন বেশিরভাগ জনমত সমীক্ষার সঙ্গেই সহমত পোষণ করলেন রাজ্যের বিখ্যাত তান্ত্রিক ও জ্যোতিষীরা। নেতানেত্রীদের জন্মকুন্ডলী (হরস্কোপ) হাতের রেখা, শরীরী ভাষা, লগ্ন, রাশি ইত্যাদি জ্যোতিষশাস্ত্রীয় গবেষণা করেই একই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। তাঁদের বেশিরভাগই অন্তত এই বিষয়ে একমত যে বাম কংগ্রেস জোট ক্ষমতায় আসছে। আবার এমনটা স্পষ্ট করে না বললেও কেউ কেউ জানাচ্ছে মমতাই ক্ষমতায় আসবেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সূর্যকান্ত মিশ্র ও অধীর চৌধুরীর জন্মকুন্ডলী তৈরি করে নির্বাচনের আগে বিস্তারিত গণনা করেছেন বিশ্ব জ্যোতিষশাস্ত্র সংগঠনের জ্যোতিষী গৌর ভট্টাচার্য। তিনি দাবি করেন, খুব সামান্য ব্যবধান হলেও জোটের সূর্যকান্ত মিশ্র ক্ষমতায় আসবেন। অন্যদিকে মমতার রাশি অনুযায়ী এখন শনির দশা চলছে। যার অবস্থান এখন বৃশ্চিক রাশিতে। যার জন্য একটার পর একটা ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ছেন তিনি। এই কারণেই তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সামান্য ব্যাপারেই আবেগতাড়িত হয়ে পড়েন। কখনও বদ মেজাজী, রুক্ষ্ম বা রুষ্ট প্রকৃতির।

অপরদিকে বিরোধী নেতার সঙ্গে তুলনা করলে সূর্যকান্ত মিশ্র ধীর–স্থির, কথাবার্তায় শান্ত পরিমার্জিত ভাব লক্ষ্য করা যায়। সূর্যকান্ত মিশ্রের বৃহস্পতির দশা চলছে। গৌরবাবু আরও বলেন সূর্যবাবু এবং অধীরবাবুর মিল হল দু'জনেরই ধনু রাশি এবং বৃশ্চিক লগ্ন। তার ফলে দু'জনে এক হতে পেরেছেন। এবারে তৃণমূলের একাধিক হেভিওয়েট নেতানেত্রীরা পরাজিত হবেন। তার বক্তব্য, তৃণমূলের আসন সংখ্যা ১২৪–এর নীচে নেমে যাবে এবং জোটের ১৭০ আসন পাওয়া। অর্থাৎ জোটের সূর্যোদয়। রাজনৈতিক তত্ত্বের ভিত্তিতে জোটের স্বতঃস্ফূর্ততা অবশ্যই এর একটা মূল কারণ হিসাবে চিহ্নিত হতে পারে। সঙ্গে উন্নয়ন না দুর্নীতি, নির্বাচনে কোনটা বেশি প্রভাব ফেলবে সেটাও দেখার বিষয়। তান্ত্রিক হিসাবে ইতিমধ্যেই এক পরিচিত নাম কার্তিক চট্টোপাধ্যায়।

তিনি কিন্তু এঁদের থেকে একটু অন্যরকম ফলাফল পাচ্ছেন তাঁর গণনায়। তাঁর মতে, এখন বৃহস্পতি ও রাহু একই সঙ্গে সিংহ রাশিতে অবস্থান করছে। তাতে আবার শনির দৃষ্টিও রয়েছে। এই সিংহ রাশির অবস্থানই ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করে। আর বৃহস্পতি, শনি এবং রাহুর এই ধরনের অবস্থানকে জ্যোতিষশাস্ত্রের পরিভাষায় গুরুচন্ডালি অবস্থান। তাই ক্ষমতার বদল হলেও হতে পারে। আর তা না হলে তৃণমূলই সরকার গড়বে।

তবে বেশ বড়সড় ওলটপালট অবশ্যই হবে বলে জানতে পারছেন কার্তিকবাবু। বিশেষজ্ঞদের মধ্যে বিনোদকুমার দাস–এর ভবিষ্যৎবাণী জোট সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন পাবে। তবে গণনালব্ধ ফল বাস্তবিকই মিলবে কিনা, তা জানা যাবে আগামী ১৯ মে। তার আগে কম্পিউটারের নেট ও জ্যোতিষশাস্ত্রীয় গণনা থেকে কিছুটা বাড়তি আসা সঞ্চয় করে নিতে পারবে নেতা–কর্মীরা তা বলা বাহুল্য।

ভোট মিটতে না মিটতেই দাম বেড়েছে গুড় বাতাসার

নিজস্ব প্রতিনিধি : এই তো সবে মিটল রাজ্যের বিধানসভা ভোট। এখনও দিন দশেক হয়নি। ইতিমধ্যেই একলাফে কিলো প্রতি ৫০ টাকা থেকে ৬০ টাকা। বিষয়টা এখনও বৈদ্যুতিন সংবাদ মাধ্যমের নজরে আসেনি। তাহলে এতক্ষণে ব্রেকিং নিউজ বা এক্সক্লুসিভ নিউজের সিলমোহর পড়ে যেত। যে বিষয়টা নিয়ে এই প্রতিবেদনের অবতারণা, তা হল গুড় বাতাসা। ফলে খবর না হয়ে যায়। এবারের বিধানসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে শাসক, বিরোধী বিভিন্ন দলের নেতা–নেত্রীর বেশ কিছু উক্তি বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। সোশ্যাল নেটওয়ার্ক তো বটেই, জায়গা করে নিয়েছিল চায়ের দোকান থেকে রকের আড্ডাতেও। কিন্তু সবাইকে পিছনে ফেলে যে উক্তিটি হট ফেভারিট হয়ে উঠেছিল, তা হলে অনুব্রত মন্ডলের 'গুড় বাতাসা'। নির্বাচন এলে রাজ্য রাজনীতিতে যে সমস্ত রাজনীতিকরা চর্চার কেন্দ্রবিন্দুতে চলে আসেন, তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন তৃণমূল কংগ্রেসের বীরভূমের ডাকসাইটে জেলা সভাপতি অনুব্রত মন্ডল।

বিতর্কিত মন্তব্য যার নিত্যসঙ্গী। তা পুলিশকে বোমা মারার নিদান দেওয়াই হোক বা বিরোধীদের উদ্দেশ্যে গুড় বাতাসার তত্ত্বই হোক। এবারের নির্বাচনে এহেন অনুব্রত মন্ডলের গুড় বাতাসা একদম হিট। গুড় বাতাসার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তিনি বাতাসার রঙকে রক্তের সঙ্গে তুলনা টেনেছিলেন। অথচ তিনি সরাসরি কোনও নির্বাচনী বিধিও লঙ্ঘন করেননি। আবার হুমকি দেওয়ার অভিযোগও সরাসরি আছড়ে পড়েনি তার গায়ে। এই গুড় বাতাসা টোটকা শাসকদলে এতটাই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল যে বীরভূমের বাইরে বহু জায়গাতেই শাসকদলকে গুড় বাতাসা ও জল খাওয়াতে দেখা গিয়েছে। অবশ্য সাধারণ মানুষের উপর এর প্রভাব কতটা পড়ল বা আদৌ পড়ল কিনা, তা অবশ্য ফলাফলই বলে দেবে। তবে কাকতালীয় বিষয় হল, বীরভূমের ভোট মেটার পরপরই দাম বেড়ে গিয়েছে লাল বা গুড় বাতাসার।

এর সঙ্গে অনুব্রত মন্ডলের বক্তব্যের কোনও সম্পর্ক আছে কিনা, এ প্রশ্নের উত্তরে উত্তর চব্বিশ পরগনার হাবড়ার জনৈক মুদি ব্যবসায়ী অনুপ হাজরা প্রথমে একগাল হাসলেন। পরে বলেন, 'তা আমি বলতে পারব না। তবে এটুকু বলতে পারি, এর আগে বাতাসার ভাগ্যে এত চর্চা বা আলোচনার গুরুত্ব জোটেনি।' যদিও রসের খোঁজে ছেদ টেনে দিয়ে বারাসতের পাইকারি মুদি ব্যবসায়ী কেষ্ট সাহা বলেন, 'কাঁচা মালের দাম বাড়ার জন্যে বাতাসার দাম বেড়েছে। এর সাথে অনুব্রত মন্ডলের বক্তব্যের কোনও সম্পর্ক নেই।' কিন্তু একশ্রেণীর মানুষ কিন্তু এই বাস্তবকে মেনে নিতে নারাজ। তাদের মতে, অনুব্রত মন্ডলের জন্যে বাতাসা এত জনপ্রিয় হওয়াতেই উৎপাদনকারীরা এর দাম বাড়িয়ে দিয়েছে।

মহানগরে

এবারের হাই মাদ্রাসায় ব্যতিক্রমী ফলাফল, ছাত্রীদের জয়জয়কার

নিজস্ব প্রতিনিধি : পরীক্ষা শেষের ৫৫ দিনের মাথায় গত ১৩ মে এ বছরের হাই মাদ্রাসা, আলিম এবং ফাজিল পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করলেন পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা এডুকেশন বোর্ডের সভাপতি। স্মরণকালের দিকে তাকিয়ে দেখা যায় এবারের দশম শ্রেণি হাই মাদ্রাসা পরীক্ষার ফলাফল ব্যতিক্রমী। এবার হাই মাদ্রাসায় পাশের হার গতবারের থেকে ০.০৬ শতাংশ বেড়ে এবার ৭৮.০৬ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। গতবারের থেকে ৫৩৪০ জন বেড়ে এবার পরীক্ষার্থীর উপস্থিতি ছাত্র ১৫,৫৫০ জন আর ছাত্রী, ছাত্রের দ্বিগুণের অধিক ৩৬.১২৭ জন। এবারের হাই মাদ্রাসার ফলাফলের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সম্ভাব্য 'টপ টেন র‍্যাঙ্কে' ১৩ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে আট জন ছাত্রী এবং পাঁচজন ছাত্র। আবার রাজ্যে হাই মাদ্রাসায় ৮০০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষায় ৭৮৪ নম্বর পেয়ে প্রথম স্থানাধিকারী হলেন দক্ষিণ দিনাজপুরের পানিতারার বাসন্তী হেদিয়াতুল্লা হাই মাদ্রাসার ছাত্রী সুমনা খাতুন। ৭৪৬ নম্বর পেয়ে তৃতীয় স্থানাধিকারী হলেন বাঁকুড়ার রসুলপুরের রসুলপুর হাই মাদ্রাসার শবনম খাতুন। প্রসঙ্গত, এ রাজ্যের হাই মাদ্রাসায় তিন ভাগের দু'ভাগ ছাত্রী। হাই মাদ্রাসায় দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার পরীক্ষার্থী ৩,১৭৩ জন। পাশ করেছে ২,৭৭৮ জন। ছাত্রদের পাশের হার ৯১.৫২ শতাংশ এবং ছাত্রীদের পাশের হার একটু হ্রাস পেয়ে ৮৫.২৪ শতাংশ।

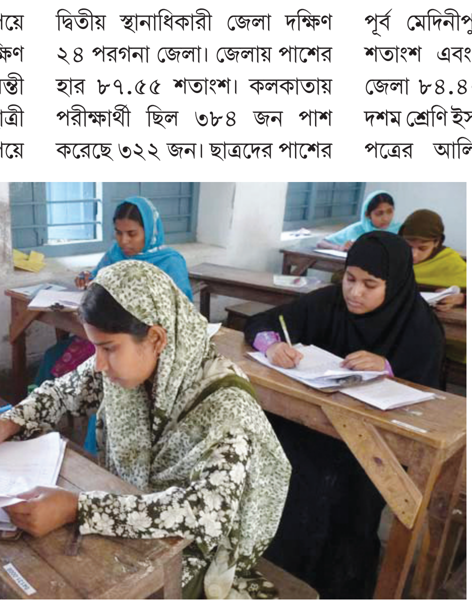

এখানে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল মাদ্রাসার ফলাফলে রাজ্যে দ্বিতীয় স্থানাধিকারী জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা। জেলায় পাশের হার ৮৭.৫৫ শতাংশ। কলকাতায় পরীক্ষার্থী ছিল ৩৮৪ জন পাশ করেছে ৩২২ জন। ছাত্রদের পাশের হার ৬৯.৮৪ শতাংশ। আর ছাত্রীদের পাশের হার রাজ্যে সর্বোচ্চ ৯০.৭০ শতাংশ। রাজ্যে সর্বোচ্চ পাশের হার পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় ৮৮.৭৫ শতাংশ এবং তৃতীয় স্থানাধিকারী জেলা ৮৪.৪০ শতাংশ। অন্যদিকে দশম শ্রেণি ইসলামি পাঠক্রম ধর্মশাস্ত্র পত্রের আলিম পরীক্ষায় এবার ৮৯৯ জন বেড়ে মোট পরীক্ষার্থী ছিল ৭৯১১ জন। পাশের হার সামান্য ০.০৪ শতাংশ বেড়ে ৭৮.১০ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। পাশের হার রাজ্যে সর্বোচ্চ হাওড়া জেলায়। পাশ ৮৮.৮৯ শতাংশ। দ্বিতীয় উত্তর ২৪ পরগনা ৮৮.১৮ শতাংশ। আর দ্বাদশ শ্রেণির আলিম পরীক্ষার উচ্চমাধ্যমিক ফাজিল পরীক্ষা এবার ১৩০ জন কমে মোট পরীক্ষার্থী ছিল ৩৮৪২ জন। কিন্তু পাশের হার ১.৯৯ শতাংশ বেড়ে ৮০.০৫ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। আর পাশের হারে রাজ্যে সর্বোচ্চ বর্ধমান জেলার। পাশ ১০০ শতাংশ। দ্বিতীয় হুগলি জেলা ৯৫.৯২ শতাংশ। তিনটি পরীক্ষায় ২০১৬–এ পরীক্ষার্থী বেড়েছে ৬১০৯ জন (১০.৬৫ শতাংশ)। এবার ছাত্রী পরীক্ষার্থীর হার ৬৬.৩২ শতাংশ এবং ছাত্র পরীক্ষার্থীর হার ৩৩.৬৮ শতাংশ। এদিকে মাদ্রাসা এডুকেশন বোর্ডের সচিব রেজানুল করিম তরফদার জানান, আগামী ২০১৭–র সম্পূর্ণ নয়া পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি ও নয়া ধাঁচের প্রশ্ন কাঠামোর হাই–মাদ্রাসা, আলিম ও ফাজিলের লিখিত পরীক্ষা শুরু হবে ৬ ফেব্রুয়ারি চলবে ১৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। সময় ১১.৪৫ ঘন্টা থেকে দুপুর তিনটে পর্যন্ত। তবে আলিম ও ফাজিলের কয়েকটি বিষয়ের সময় ভিন্ন।

ভোট নিয়ে অভিযোগের সংখ্যা নজিরবিহীন

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাজ্যে দীর্ঘ ৩২ দিন ধরে চলা সাত দফার ষোড়শ বিধানসভার সাধারণ নির্বাচন পর্ব শেষ হয়েছে গত ৫ মে। পশ্চিমবঙ্গে এবার যেমন অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের নজির গড়েছে, তেমনই এবারের মতো অতীতের কোনও নির্বাচনে কমিশনে এতো অভিযোগ দায়ের হয়নি।

অভিযোগনামা :

ভোটের দফা ও তারিখ	মোট আসন	সমাধান অ্যাপে অভিযোগ জমা
১ম দফা–১ (৪ এপ্রিল)	১৮	৬৬৭
১ম দফা–২ (১১ এপ্রিল)	৩১	১৮৬৮
২য় দফা (১৭ এপ্রিল)	৫৬	১০০১
৩য় দফা (২১ এপ্রিল)	৬২	২৭৭৭
৪র্থ দফা (২৫ এপ্রিল)	৪৯	৪১৭৩
৫ম দফা (৩০ এপ্রিল)	৫৩	৪২৬৫
৬ষ্ঠ দফা (৫ মে)	২৫	১৫২৬

রাজনৈতিক হিংসা কিংবা ভোটলুঠ, নির্বাচকদের ধমকানি, নির্বাচন প্রভাবিত করার প্রচেষ্টা, বুথ দখল, ভোটের লাইনে গোলমাল পাকানো, এলাকায় দু'দলের মধ্যে সংঘর্ষ এ রাজ্যে নতুন ঘটনা নয়। অতীতে বাম জমানাতেও এ নিয়ে বিস্তর অভিযোগ ছিল। কিন্তু এতো ভুরিভুরি অভিযোগ ছিল কী? এবার নির্বাচন সংক্রান্ত নানা অনিয়ম–বেনিয়মে কমিশনের গুগল প্লে 'সমাধান অ্যাপ'–এ গত ৫ মে রাজ্যে সপ্তম তথা শেষ দফার নির্বাচনের দিন সন্ধ্যে ৬ টা পর্যন্ত সাত দফায় সর্বমোট ৫৪,৩৫২টি অভিযোগ জমা পড়েছে বলে জানান রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক সুনীল গুপ্তা। ওই দিন সন্ধে ৬টা পর্যন্ত সাত দফার সর্বমোট ৫৩,৫৬৫টি অভিযোগের নিষ্পত্তি করা হয়েছে বলে সুনীলবাবু জানান। সিইও দফতরের আধিকারিকদের মতে, উত্তরবঙ্গের জেলাগুলি থেকে বরাবরই অভিযোগ এসেছে কম। তুলনায় দক্ষিণবঙ্গে, বিশেষ করে সাবেক কলকাতার ১১টি বিধানসভা এবং কলকাতার সঙ্গে যুক্ত হওয়া দক্ষিণ ও দক্ষিণ পশ্চিম কলকাতার ছ'টি বিধানসভা কেন্দ্র থেকে বেশি সংখ্যায় কমিশনের 'সমাধান অ্যাপে'

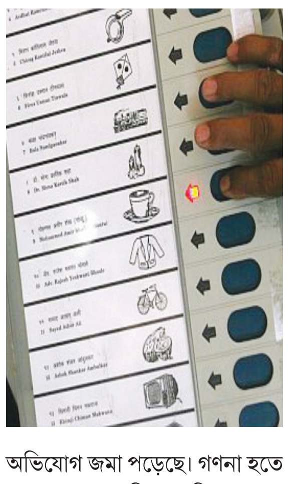

অভিযোগ জমা পড়েছে। গণনা হতে এখনও কয়েকদিন বাকি। খোলা আছে 'সমাধান'এর দরজাও। ফলে অভিযোগ জমা পড়ছে প্রতিদিনই। বাড়ছে তার সংখ্যাও।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫০ বর্ষ, ২৯ সংখ্যা, ১৪ মে – ২০ মে, ২০১৬

একটু আন্তরিক হোন

বাজার গরমের ভোট নীতি, গণমাধ্যমের কল্যাণে এবারেও প্রকট। সদ্য শেষ হওয়া দীর্ঘমেয়াদী নির্বাচনের দেওয়াল লিখন উজ্জ্বল। বাংলার রাজনীতিতে নতুন মাত্রা যোগ করেছে বহুজাতিক গণমাধ্যম সহ দেশীয় কিছু গণমাধ্যমের ওপর আর্থিক নিয়ন্ত্রণ নানা পর্যায়েও উল্লেখযোগ্য। বাংলার বুদ্ধিজীবীকূলের মধ্যেও চাওয়া পাওয়ার নিয়মিত হিসাব চলছে। চাণক্য নীতিতে আছে শাসককূলের অনুগত বিদ্বান ব্যক্তি বুদ্ধিজীবী হিসাবে গণ্য নয়। বর্তমানে চাণক্য যুগের রূপান্তর ঘটেছে। রঙ বদলানো বুদ্ধিজীবী কূলের কৌলিন্য আর নেই। দেশপ্রেমী আর দেশদ্রোহী শব্দের পার্থক্য খুঁজতেও তাঁদের দাঁড়িপাল্লার দিকে তাকিয়ে থাকতে হয়, দেখতে হয় হাওয়া মোরগের গতি প্রকৃতির দিকে।

ছোট বড় মেজ নেতাদের নানা আনুকূল্যে বুদ্ধিজীবীকূল পল্লবিত হয়ে থাকেন। নানা তৈরি করা ইস্যুতে তাঁরা কাঠপুতলির মত নেচে ওঠেন কিংবা কান্নায় ভেঙে পড়েন। সমস্যা সমস্যার মতো শাশ্বত হয়ে ভোটের চিরকালের ইস্যু হয়ে ঝুলে থাকে। নির্বাচন আসে নির্বাচন চলে যায়। দেওয়াল দখলের ভার হস্তান্তর ঘটে। মাঝখান থেকে এই মা'এর কোল ফাঁকা হয়ে যায়।

এবারের নির্বাচন রাজ্যে অনেক দফায় হয়েছে। নিরাপত্তার বজ্র আঁটুনিতে অনেক রাজনীতিজীবী মানুষের কপালে চিন্তার ভাঁজ বেড়েছে। কেন্দ্রীয় বাহিনী ফিরে যাবে নিয়মের নীতিতে। আমজনতার 'দায়িত্ব' তুলে নেবে নানা রঙের স্থানীয় রাজনীতিকূলের কর্তা ব্যক্তিরা।

এবারের নির্বাচনে হুংকার প্রতি হুংকার আর নানা কীর্তি কেলেঙ্কারীর জেরে রাজনৈতিক কর্তা ব্যক্তিরা ভোটারদের প্রভাবিত করার চেষ্টা করেছে। বাংলার মানুষ প্রহর গুনছে বাংলার ফলাফল আর হিংসার সম্ভাব্য খন্ডচিত্র নিয়ে।

ইতিমধ্যে বাংলা অশান্ত হয়ে উঠেছে নানা ঘটনা, দুর্ঘটনার তান্ডব নিয়ে। উদ্ধার হয়েছে বিস্ফোরক।

ভোটারদের মনের খবর জানার পর রাজনৈতিক নেতানেত্রীদের মন ভাল হতে পারে খারাপ হতে পারে কিন্তু জনগণের মধ্যে যাতে কোনও মন্দপ্রভাব না পড়ে সেদিকে নজর দেওয়া অত্যন্ত জরুরি।

রাজনৈতিক কর্মীদের সতর্ক করা, নিয়ন্ত্রণ করা যাতে কোন পরিস্থিতিতেই রাশ আলগা না হয়ে যায় সেদিকে কঠোর দৃষ্টি রাখা দরকার। জোট কিংবা অন্য দলগুলির নেতা নেত্রীদের কোনও মতেই এমন কোনও লঘু বাক্য প্রয়োগ করা উচিত নয় যাতে হিংসার দাবানল বাংলার সংস্কৃতিকে গ্রাস না করে সেদিকে আন্তরিক ভাবে নজরদারি চালানো দরকার।

বুথ স্তর থেকেই হিংসার সূচনা হয়। তাই প্রতিটি দলের স্থানীয় নেতারা শান্তি বজায় রাখার জন্য সক্রিয় হোন। হার-জিত নির্বাচনের একটি অঙ্গ। মানুষের জীবন রাজনীতির উর্ধে। সাময়িক ক্রোধ-আক্রমণ যেন শুভবুদ্ধিকে বিভ্রান্ত না করে। সহিষ্ণুতা সমস্ত দলের কাছেই কাম্য। মানুষের অনেক কাছে যাবার এবং ভবিষ্যতে গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠার আদর্শ সময় ভোট ফলাফল প্রকাশের পর শান্তি বজায় রাখার সাফল্যলাভ। হিংসার বদলে হিংসা না করে সাধারণ নাগরিকের মান সম্মান সম্পদ রক্ষা করা নতুন সরকারের সঙ্গে সঙ্গে বিরোধী দলেরও দায়িত্ব। নতুন বাংলায় হিংসা বর্জন হোক। প্ররোচনামূলক বিবৃতিদান থেকে রাজনৈতিক ব্যক্তিরা বিরত থাকুন। এটাই হবে গণতন্ত্রের শ্রেষ্ঠ জয়।

অমৃত কথা

২৪. একটি কথা–মহাপুরুষেরা বিশেষ শিক্ষা দিতে আসেন, নামের জন্যে নহে, কিন্তু চেলারা তাঁদের উপদেশ বানের জ্বলে ভাসাইয়া নামের জন্য মারামারি করে–এই তো পৃথিবীর ইতিহাস।

২৫. এদেশে (আমেরিকা) কেহ যদি উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে থাকে তবে সকলে তাহার সহায়তা করিতে প্রস্তুত। আর ভারতবর্ষে কাল যদি কোনও একটি পত্রিকায় আপনি আমার প্রশংসা করিয়া এক

ছত্র লেখেন, তবে পরদিন দেশসুদ্ধ সকলে আমার বিপক্ষে দাঁড়াইবে। ইহার হেতু কি? হেতু–দাসসুলভ মনোবৃত্তি। নিজেদের মধ্যে কেহ সাধারণ স্তর হইতে একটু মাথা উঁচু কলরিয়া দাঁড়াইবে, ইহা তাহাদের পক্ষে অসহ্য।

২৬. এসো, মানুষ হও। নিজেদের সংকীর্ণ গর্ত থেকে বেরিয়ে এসে বাইরে গিয়ে দেখ, সব জাতি কেমন উন্নতির পথে চলেছে। তোমরা কি মানুষকে ভালোবাস? তোমরা কি দেশকে ভালোবাস? তাহলে এসো, আমরা ভালো হবার জন্য–উন্নত হবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করি।

২৭.লকাতায় বন্ধুদের এদিকে একবিন্দু ক্ষমতা নেই, অথচ হামবড়াইটা খুব আছে–তারা নিজেদের এত বড় মনে করে যে, অপরের পরামর্শ শুনতে একদম নারাজ। এই অদ্ভুত ভদ্রলোকদের নিয়ে যে কি ক'রব তা বুঝি না–তাদের কাছ থেকে বেশি কিছু আশা করি না।

২৮. কাজ চিরকালই ধীরে ধীরে হয়ে এসেছে, চিরকালই ধীরে হবে; এখন ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ ক'রে শুধু কাজ করেই খুশি থাকো; সর্বোপরি, পবিত্র ও দৃঢ়-চিত্ত হও এবং মনে প্রাণে অকপট হও–ভাবের ঘরে যেন এতটুকু চুরি না থাকে, তা হলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

ফেসবুক বার্তা

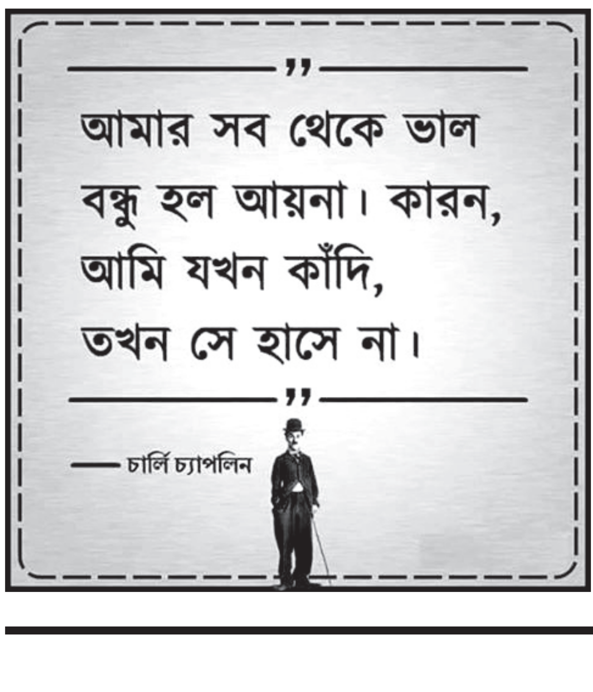

চোখে আয়না ধরলাম মানিকবাবু নিজের স্বরূপটা যাচাই করে নিন

নির্মল গোস্বামী

পশ্চিমবঙ্গে তখনও দুদফা নির্বাচন বাকি এমন সময় ঐতিহাসিক 'মে দিবস'-এর এক অনুষ্ঠানে ত্রিপুরার তিনবারের মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার আক্ষেপ করে বলেছেন যে, আমরা হলাম ছাগলের তৃতীয় সন্তান। কংগ্রেস, বিজেপি দুধ খাবে আর আমরা শুধুই লড়াই করে তাদের ক্ষমতার কাছাকাছি পৌঁছে দেব। মানিকবাবু বর্ষীয়ান নেতা। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ এই সব তত্ত্বে আমাদের থেকে অনেক বেশি জ্ঞানের অধিকারী তিনি। তিনি আবার পলিটব্যুরো মেম্বারও বটে। তাহলে পার্টির নীতি নির্ধারণে তাঁরও মতামতের গুরুত্ব থাকে সে স্বতসিদ্ধভাবে ধরে নেওয়া যেতে পারে। তাহলে প্রকাশ্য জনসভায় এরকম হতাশা ব্যক্ত করা সমীচীন হয় না। একজন কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যের মনে হতাশার ঠাঁই কোনওভাবে পেতে পারে না। কারণ বিজ্ঞান ভিত্তিক এক মতবাদকে মেনে নিয়েছে। যে কোনও বিষয়ের সঠিক বিশ্লেষণই মার্কসবাদ। ফলে বর্তমান পরিস্থিতিতে যদি সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করতে না পেরে থাকেন এবং তার জন্য পার্টির লোকসান হয় তাহলে বুঝতে হবে পরিস্থিতির মার্কসবাদ বাঙ্ময় বিশ্লেষণ করতে পার্টি ব্যর্থ হয়েছে। আর সিপিএম পার্টির সিদ্ধান্ত মানে কোনও ব্যক্তি সিদ্ধান্ত নয় যৌথ সিদ্ধান্ত। ফলে ব্যক্তি হতাশার স্থান নেই।

ছাগলের প্রথম এবং দ্বিতীয় সন্তান বাঁটের পর্যাপ্ত দুধ পায়। কংগ্রেস-বিজেপি কেন্দ্রে ক্ষমতার স্বাদ পেয়েছে। মানুষ তাদের ভোটে জয়ী করেছে। সিপিএম পার্টির সামনেও তো সুযোগ এসেছিল—জ্যোতিবাবুকে প্রধানমন্ত্রী হতে কারা বাধা দিয়েছিল? জনতা সরকারে সিপিআইয়ের ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত স্বরাষ্ট্র দপ্তরের মন্ত্রী হয়েছেন। সিপিএম ইচ্ছা করেই মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করেনি। ফলে পার্টির নীতির জন্য যে সুযোগ আসেনি তা নয়। সুযোগ এসেছিল আবার নীতিবাগীশ নেতারা তা ফিরিয়ে দিয়েছেন। ফলে আক্ষেপ কেন কমরেড। তিনটি রাজ্যের ক্ষমতা আপনার দল ভোগ করেছে। আপনি নিজে ১৫ বছর একটা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। তবুও ক্ষীর খাওয়ার স্বাদ পূর্ণ হয়নি? সিপিএম দলটা যখন করতে এসেছিলেন তখন কি একদিন ভারতের প্রধানমন্ত্রী হবেন, এই সুপ্ত স্বপ্ন বুকে ছিল? এখন সেই স্বপ্ন সুদূর পরাহত ভেবে কি হতাশা এল মনে?

ভারতের মাটিতে জন্মানো যতগুলি কমিউনিস্ট দল আছে তাদের মধ্যে ক্ষমতার স্বাদ সব থেকে বেশি আস্বাদন করেছে আপনার পার্টি সিপিএম। তবুও বলবেন ছাগলের তৃতীয় সন্তান। আর কত খাবেন? তাহলে সিপিআই, এসইউসি, আরএসপি এরা কি বলবে? আপনার থেকে দশগুণ বেশি হতাশ হবার কথা এই সব পার্টির নেতাদের। ভারতের রাষ্ট্র কাঠামোকে বদলের জন্য প্রয়োজন রাষ্ট্র বিপ্লব। সেই বিপ্লবের স্বপ্ন চোখে নিয়ে একদিন যারা কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান করেছিলেন তারা আজ হতাশ হতে পারে এই ভেবে যে সেই বিপ্লবের পরিস্থিতি ক্রমশ অবাস্তব রূপ পাচ্ছে। তার কার্যকারিতা আমাদের দেশে বোধহয় আর নেই। তাই মার্কসবাদী দলগুলিও ভারতের গণতন্ত্রের ভাগিদার হয়ে গণতন্ত্রকে আরও মজবুত করে তুলছে। আধুনিক পুঁজিবাদ অনেক মানবিক। মার্কস লেনিনের সময়ের পরিস্থিতি দ্রুত বদল হয়েছে বিশ্বে। ভারতবর্ষ তারই অঙ্গ। অভাব দারিদ্র থাকলেও সরকারের বিভিন্ন সামাজিক মঙ্গলের কর্মসূচির ফলে আজ আর না খেয়ে থাকার পরিস্থিতি নেই। ফলে শ্রমিক কৃষকের জোটে যে বিপ্লব হয়েছিল রাশিয়ায়-চিনে তা আর ভারতে কেন পৃথিবীর কোনও দেশেই বোধহয় সম্ভব নয়। এই বিশ্ব পরিস্থিতিতে কমিউনিস্টদের আদর্শের সংকটের

আপনি নিজে ১৫ বছর একটা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। তবুও ক্ষীর খাওয়ার স্বাদ পূর্ণ হয়নি? সিপিএম দলটা যখন করতে এসেছিলেন তখন কি একদিন ভারতের প্রধানমন্ত্রী হবেন, এই সুপ্ত স্বপ্ন বুকে ছিল?

তবুও বলবেন ছাগলের তৃতীয় সন্তান। আর কত খাবেন? তাহলে সিপিআই, এসইউসি, আরএসপি এরা কি বলবে? আপনার থেকে দশগুণ বেশি হতাশ হবার কথা এই সব পার্টির নেতাদের।

জন্য সাময়িক হতাশা আসতে পারে। কিন্তু মাননীয় মানিকবাবুর কণ্ঠে অন্য সুরের হতাশার কথা শোনা গেল যেন। কিন্তু সত্যি সত্যি যারা মার্কর্সের দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদকে আত্মস্থ করেছেন তাদের চিন্তায় হতাশার স্থান নেই। বিপ্লব না হলেও মানুষের জন্য কি কিছুই করা যায় না? এই রাষ্ট্র কাঠামোতে থেকেও তো কমিউনিস্ট আন্দোলন ভাগ চাষিদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছে। সারা দেশের সামনে অপারেশন বর্গার সাফল্য তুলে ধরেছে। ত্রিস্তর পঞ্চায়েত রাজের মাধ্যমে গ্রামের একাধারে চাষা মজুরদের হাতে গ্রাম উন্নয়নের ভার তুলে দিয়েছিল। এবং সমাজে তারা সম্মান ফিরে পেয়েছিল। সর্বশেষ অবদান ১০০ দিনের কাজের গ্যারান্টি আদায় করে তবেই ইউপিএ ওয়ান সরকারকে সমর্থন করেছিল সিপিএম। যা আজও কেন্দ্রীয় সরকারের গরিবি দমনের প্রধান হাতিয়ার হয়ে উঠেছে। ফলে আমূল পরিবর্তন না হলেও ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কিছু অবদান তো আছেই বামপন্থীদের। আবার কিছু মৌলিক ভুলও আছে যার জন্য দল হয়তো কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারেনি। মাকর্সবাদী হতে গেলে ভারতীয় সংস্কৃতিকে হেয় করতে হবে। ধর্মকে গালমন্দ করতে হবে, প্রকাশ্যে গোমাংস খেয়ে ধর্ম নিরপেক্ষতার নজির সৃষ্টি করতে হবে এসব কে বলেছে? ভারতের ধর্মীয় মহাপুরুষদের অবজ্ঞা করে বৃহত্তর ভারতীয় সমাজের আস্থা অর্জন করা যে যায় না সে ব্যাপারে বোধহয় এখন কমিউনিস্টদের বোধদয় হয়েছে।

এক একটা ভুলকে 'এক পা এগিয়ে দুপা পিছানো'র কৌশল বলে ভাবলে আর হতাশ থাকার কথা নয়। ৮০-র দশকের মাঝামাঝি সময়ের পর থেকে জাতীয় দল হিসাবে কংগ্রেস দ্রুত ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়েছে। বিজেপির ক্ষেত্রে আর একটা নির্বাচন না গেলে কিছু বলা যাবে না। ফলে রাজ্যে রাজ্যে আঞ্চলিক দলের ক্ষমতা বৃদ্ধি হয়েছে। পূর্বে বামপন্থীদের যা ক্ষমতা ছিল তা যে ক্ষীয়মান একে মেনে নিতে হবে কমরেড। ৪০০ এমপির দল আজ ৪০-এ নেমেছে। তবু সনিয়া হাল ছাড়েননি। আর মানিকবাবু ভেঙে পড়লেন?

মানিকবাবুর হতাশার আসল জায়গাটা হল শত্রুবদল। এতদিন যে দলকে চিরশত্রু বলে প্রচার করে এসেছেন আজ বঙ্গ বামপন্থীরা তাদের সাথে জোটে ভোট লড়ছে। এই আক্ষেপের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে অন্যভাবে। নাটকীয় উপমায় হাততালি কুড়িয়েছেন কিন্তু সারবত্তা কিছু নেই। আচ্ছা কংগ্রেস শুধু নামে শত্রু বামপন্থীদের? তারা দেশের পুঁজিবাদকে ভরণপোষণ করেছে বা করছে তাই তো শত্রু? জনগণের স্বার্থে যদি কোনও কাজ করে তাহলে যে শত্রু থাকে না তার উদাহরণ হল ব্যাঙ্ক-কয়লাখনি জাতীয় করণকে বামেদের সমর্থন। রাজ্যভাতা বিলোপকেও তো সমর্থন করেছিল বামেরা। তাহলে বাংলায় কংগ্রেস যদি প্রগতিশীল পদক্ষেপ গ্রহণ করে, আর তার সঙ্গে জোট করে যদি বামেদের শক্তি বৃদ্ধি হয় তাহলে আপত্তি কোথায়? আপনার উন্নয়ন দিয়ে আপনার রাজ্যের নির্বাচন জিততে হবে। মান্ধাতার আমলে কে কার শত্রু ছিল তা আজ অচল। এটা না বোঝার তো কোনও কারণ নেই।

পশ্চিমবঙ্গে গণতন্ত্র কী ধীরে ধীরে অবলুপ্ত হচ্ছে?

সুজয় সাধুখাঁ

নির্বাচন আসে আর যায় তার সাথে কানে আসে প্রতিশ্রুতি ঝুড়ি ঝুড়ি। প্রথমেই মন্ত্রীদের মুখে বলতে শোনা যায় আমরা ক্ষমতায় আসলে সাধারণ মানুষের গণতন্ত্রকে ফিরিয়ে দেব। কিন্তু সেই প্রতিশ্রুতি কি পালন হয়? পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষের গণতন্ত্র ঠিক কোন জায়গায় পৌঁছেছে আপনারা জানেন কি? আচ্ছা গণতন্ত্র মানে কি? যেখানে সব মানুষের বাক স্বাধীনতা থাকবে। মারপিট, খুনোখুনি, ধর্ষণ এইসব অভিশপ্ত জীবন কিছুই থাকবে না। কিন্তু দেখা যায় ভোটের বাজনা বাজার সাথে সাথেই দেশের রাজনৈতিক দলগুলি কিভাবে পরস্পর কাদা ছোড়াছুড়ির ঘৃণ্য রাস্তায় নামে। আমরা দেখি ভোটের দিনগুলোর আগের দিন কিভাবে শাসকদের একাংশ কর্মীরা বিরোধীদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে হুমকি দেয়, কীভাবে দরিদ্র পরিবারগুলোর ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেয়। শুধু তাই নয় তারা কীভাবে মাথা খাটিয়ে দিনের পর দিন প্রদেশের গণতন্ত্রকে নিচে নামিয়ে আনছে ধীরে ধীরে আজ সেইগুলোই আলোচনা করব।

ইদানিং আমরা টেলিভিশনের কল্যাণে কত ঘটনা বা খুঁটিনাটি গল্প আমাদের চোখের সামনে ধরা পড়ে। এই যেমন ধরুন ভোটের দিন ঘোষণা হওয়ার পর অস্ত্র ও বোমা কারখানাগুলিতে দেদার রমরমা বাজার চলেছে। প্রতিটি দলের কর্মীরা কেমনভাবে ঝাঁপিয়েছে রণক্ষেত্রের মাঠে। এইসব ঘটনা আগে মানুষ কল্পনা করতে পারত না, কারণ তখন তো ইলেক্ট্রনিক্স মিডিয়া তেমনভাবে সক্রিয় ছিল না। ফলে এখন তার চেয়ে ঢের বেশি মিডিয়া ছেয়ে যাওয়ার ফলে সব খুঁটিনাটি তথ্য এখন মানুষের নখদর্পণে এসে গিয়েছে। যাইহোক একবার ভাবুন তো এইসব কারখানায় বোমা বাঁধতে গিয়ে কত মানুষের দেহ ছিন্নভিন্ন হয় তাদের হাত পা কোনটা কখন পুড়ছে কোনও হিসাব নেই। আমরা এবারও বিধানসভা ভোটের সময় দেখলাম কিভাবে শাসকদলের একাংশ ভূতেদের মতো নেত্য দেখাল। প্রথম দফা থেকে চতুর্থ দফা ভোটে শাসকদলের পক্ষে অভিযোগের পুরো পাহাড় জমেছিল। ভোটের আগের দিন তারা কীভাবে নিম্নবিত্ত, হতদরিদ্র, ঘরের ছেলেমেয়েদের প্রতি আদিম বর্বরদের মতো আচরণ করল। তাদের এই অত্যাচার করার আগে একবারও মনে হল না ওরা আমাদের মতোই মা বাবা, স্ত্রী সন্তান নিয়ে সুখে-দুঃখে বাঁচা-মরা গেরস্থ মানুষ। অবশ্য তাদের চোখের সামনে তখন শুধুই কিভাবে ছাপ্পা, হুমকি রিগিং করা যায় সেটাই হয়তো ভাসছিল হয়তো সেই কারণেই এইরকম হিংস্র প্রাণীদের মতো অবয়ব তারা দেখিয়েছে। এখন আমাদের একটু ভাবতে কষ্ট হয় যে আমরা এখনও এই গণতন্ত্রে বাস করি যেখানে নিজের ভোট আমরা নিজে দিতে পারব না, যেখানে সাধারণ মানুষের কোনও বাক স্বাধীনতা নেই, যেখানে ভোটের সময় শাসানি, হুমকি এবং ঘরের মেয়েদের ধর্ষণ করে দেব বলে হুমকি শুনতেও শোনা যায়।

এবারে আরও কিছু ঘটনার সাক্ষী থাকল গোটা বাংলার মানুষ। যেমন ধরুন আনোয়ার খান (তৃণমূল নেতা), তিনি বাবুসাহেবের মতো পান চিবোতে চিবোতে ক্যামেরার সামনে ফোনে নির্বাচন কমিশনকে বললেন, 'নির্বাচন কমিশনের মুখে জুতো মারব' এবং তিনি 'মুখে চুন কালি' দেওয়ার মতো কটুক্তি করলেন। এমন মন্তব্য শুনে কি আপনাদের মনে হয় এটা কোনও সভ্য সমাজের পরিচিতি? আমার তো মনে হয় না, তারপর মাঠে নামলেন সোনালি গুহ তিনি তো সরাসরি ফোনে জোর গলায় বললেন 'সিপিএমের পোলিং এজেন্টকে মেরে বের করে দাও'। এছাড়াও কেন্দ্রীয় বাহিনী বুথে ঢুকতে না দেওয়ায় তার সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়লেন এই রণংদেহী নেত্রী। এখন প্রশ্ন হল এইসব কলঙ্কের কালি কি এক ঝটকায় তারা মুছে ফেলতে পারবে? তারা কি সাধারণ মানুষের মনে আবার নতুন করে জায়গা করে নিতে পারবে এখন সেটা শুধুই সময়ের অপেক্ষা।

এবার আরও একটি ব্যাপার যা সারাদিন চোখে পড়ছে টেলিভিশন খুললেই। ভোট মিটেছে সে শান্তিতেই হোক বা অশান্তিতে। যাইহোক ভোটের পরের ছবিতে আবার দেখা যাচ্ছে যারা শাসকদলের হয়ে ভোট দেয়নি তাদের বাড়িতে ভাঙচুর চলছে, কারও বা মেরে মাথা ফাটিয়ে দিচ্ছে, কারও বা হাত ভাঙছে তো কারোর পা, কাউকে আবার কান কেটে নেওয়ার মতো ছবি ধরা পড়েছে ক্যামেরায় এইসব অভিযোগের তির কিন্তু শাসকদল। কিন্তু ভোটের পরের ছবিটা এমন কেন দেখা যাচ্ছে? বুঝতে পারছিনা কিছুতেই তাহলে কি আমরা ধরে নেব যে তৃণমূল আর ক্ষমতায় ফিরছে না। এমন হিংসার ছবি ও কিন্তু ২০১১ সালে মানুষ দেখেছে মানে, বাম জমানার শেষের দিকে কিন্তু সাধারণ মানুষরা আর সিপিএমের অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে রাস্তায় নেমেছিল পরিত্রানের জন্য তার পাশাপাশি সাহিত্যিক থেকে শিক্ষক, নাট্যব্যক্তিত্বও কিন্তু রাস্তায় পা মিলিয়েছিল বদলের জন্য সেই ছবি আবারও উঠে এল ২০১৬ বিধানসভা ভোটে। অন্যদিকে আমরা দেখলাম আরও একটি গায়ে কাঁটা দেওয়ার মতো ছবি শাসকদলের চোখ রাঙানি থেকে বাদ পড়েনি সাড়ে তিন বছরের একটি দুধের শিশুও। বাদ পড়েনি বয়স্ক বৃদ্ধ বৃদ্ধারাও যা পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতেই মানুষ দেখল সেই ছবি। বলা বাহুল্য সত্যিকথা বলতে এইরকম নোংরা রাজনীতি কিন্তু পশ্চিমবঙ্গেই শুধু দেখা যায়। ফলে এখন প্রশ্নও হচ্ছে আমাদের এই গণতন্ত্রের দেশে কি সাধারণ মানুষরা নিজেদের প্রাপ্য অধিকারটুকুও পাবে না?

৩৪ বছরের বাম জমানায় আমরা দেখেছি কীভাবে খুন, তোলাবাজি, ধর্ষণের মতো অপরাধ করেছে তারা। এখন তারাই আবার বাম গণতান্ত্রিক ধর্ম নিরপেক্ষ সরকার গড়ার কথা বলছে। ফলে তৃণমূল আর সিপিএমের শাসনকাল দাড়ি পাল্লায় ওজন করলে দুই দলই একদম কাঁটায় কাঁটায় সমান কেউ একটু বেশি হবে বই কম হবে না। এখন যে শুধু শাসকদল গদি হাঁকানোর তালে আছে কথাটা কিন্তু ভুল, একবার ভাবুন তো সিপিএমের কথা তারা তো অস্তিত্ব ফিরে পাবার জন্য কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে যা পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে এখন একটা হাস্যকর ব্যাপার হয়ে উঠেছে।

প্রতিটা হতদরিদ্র কিংবা মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত নিজেদের প্রাপ্য অধিকারটুকুও পাবে না? প্রতিটা হতদরিদ্র কিংবা মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত তরুণ ছেলেমেয়েরা আশা করে স্কুল কলেজে পড়াশোনা শেষ করে ভালোভাবে কোন অফিস বা কলকারখানায় কাজকর্ম করবে তারপর বিয়ে থাক করে বউ বাচ্চা নিয়ে সুখে শান্তিতে ঘর করবে কিন্তু সেই বাড়া ভাতে সমানে ছাই ঢালে ক্ষমতায় থাকা শাসকদল। এইসব স্বপ্নের পরিবর্তে কি জোটে চড়থাপ্পড়, গালিগালাজ, খুন, ধর্ষণ। এখন এইসব পিশাচের জীবন থেকে কবেই বা সুস্থ গণতন্ত্রে সাধারণ মানুষরা ফিরবে আপনারা কি বলতে পারবেন? ৩৪ বছরের বাম জমানায় আমরা দেখেছি কীভাবে খুন, তোলাবাজি, ধর্ষণের মতো অপরাধ করেছে তারা। এখন তারাই আবার বাম গণতান্ত্রিক ধর্ম নিরপেক্ষ সরকার গড়ার কথা বলছে। ফলে তৃণমূল আর সিপিএমের শাসনকাল দাড়ি পাল্লায় ওজন করলে দুই দলই একদম কাঁটায় কাঁটায় সমান কেউ একটু বেশি হবে বই কম হবে না। এখন যে শুধু শাসকদল গদি হাঁকানোর তালে আছে কথাটা কিন্তু ভুল, একবার ভাবুন তো সিপিএমের কথা তারা তো অস্তিত্ব ফিরে পাবার জন্য কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে যা পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে এখন একটা হাস্যকর ব্যাপার হয়ে উঠেছে।

ফলে স্বভাবতই মনে প্রশ্নও আসে যে বা যারা এই নোংরা রাজনীতি করছে তারা কি স্বার্থে এই মর্মান্তিক হানাহানি জুড়েছে? কাদের স্বার্থে তারা এত মানুষের উপর অত্যাচার বা খুন করছে? কী লাভ এই কাজ করে? তবে হ্যাঁ লাভ নেই বলাটা তো বেশ বোকামি হবে যেমন ধরুন এই কাজ করে যদি সরকার ক্ষমতায় আসে তাহলে আরও পাঁচটা বছর তো লুটেপুটে খাওয়া যাবে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে সিন্ডিকেটের দাদা, নামকরা তোলাবাজ, বড় মস্তান, সব জায়গায় মাতব্বরি কোনও উচ্চপদস্থে সম্মান, খেতাব, দখলদারি এইসব তো স্ট্যাম্প পড়বেই নিজেদের গায়ে। এখন এইসব ছবি দেখতে দেখতে চমৎকৃত হই যে হত দরিদ্র মানুষগুলোকে এক সুতোয় বেধে তারা তাদের কীভাবে মাতব্বরি ফলান। এটাই তো এদেশের নবমতম গণতন্ত্রের শ্রেষ্ঠ উপহার।

পরিশেষে এটাই বলব, বাংলার রাজনীতির মনে যতই হতাশা সৃষ্টি করুক না কেন আমরা মনে করি একদিন না একদিন এইসব সমস্যার সমাধান হবে। এইসব জল্লাদবাহিনীরা তাদের ভুল একদিন ঠিক বুঝতে পারবে। আমরা আশা রাখব একদিন আমরাও সুস্থ গণতন্ত্রে ফিরতে পারব আর সেইদিন এইসব হানাহানি বন্ধ হবে। সব মানুষরাই তারা তাদের পছন্দের প্রার্থীকে হাসতে হাসতে ভোট দিতে পারবে। এবং পশ্চিমবঙ্গের সব মানুষ বুক ফুলিয়ে বলবে আমরা সুস্থ গণতন্ত্রে বাস করি। এখন আমাদের সবার চোখ সেই দিনের অপেক্ষায় থাকল।

দেহ উদ্ধার

বিশ্বজিৎ পাল, ক্যানিং : শুক্রবার পুকুর থেকে এক ব্যক্তির দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। মৃত ব্যক্তির নাম ছোট্টু মন্ডল (২৬)। ঘটনাটি ঘটে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং থানার তালাদি বয়ের সিং এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে তালাদি বয়ের সিং গ্রামের বাসিন্দা ছোট্টু মন্ডল। সে দিনমজুরির কাজ করে। এদিন স্থানীয় বেশ কিছু মানুষজন একটি পুকুরে দেহ ভাসতে দেখে। সঙ্গে সঙ্গে তারা থানায় খবর দেয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে পুলিশ। তারা দেহটি উদ্ধার করে। এই ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। পুলিশ জানান পুকুর থেকে এক ব্যক্তির দেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য হাসপাতালের মর্গে পাঠায়। বিষয়টি নিয়ে পূর্ণ তদন্ত শুরু হয়েছে।

আত্মঘাতী মাধ্যমিকে অকৃতকার্য ছাত্রী

নিজস্ব সংবাদদাতা, কাকদ্বীপ: মাধ্যমিক পরীক্ষায় কম নম্বর পাওয়ার কারণে বিষ খেয়ে আত্মঘাতী হল এক ছাত্রী। মৃত ছাত্রীর নাম পম্পা জানা (১৬)। বাড়ি কাকদ্বীপের দক্ষিণ গঙ্গাধরপুরে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ২০১৬ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসেছিল পম্পা। মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর জানতে পারে সে ১৯৬ নম্বর পেয়েছে। পাশ করলেও নম্বর খুব কম থাকায় মানসিকভাবে সে ভেঙে পড়ে। শেষ পর্যন্ত বুধবার সন্ধ্যায় বিষ খেয়ে আত্মঘাতী হয় পম্পা। মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য কাকদ্বীপ মহকুমা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

নতিস্বীকার মালিকের

বাপিলাল দে, হাওড়া : শেষ পর্যন্ত শ্রমিক আন্দোলনের কাছেই নতিস্বীকার করতে বাধ্য হল ইট শিল্পের মালিক পক্ষ। দীর্ঘদিন ধরে এই শিল্পের বঞ্চিত কর্মীরা তারই প্রতিবাদ জানিয়ে গত ২৭ এপ্রিল উলুবেড়িয়া থানার শ্যামপুরে এক প্রতিবাদ মিছিল করে। অবিলম্বে দশ শতাংশ বেতন বৃদ্ধি, দুর্ঘটনা জনিত চিকিৎসা পরিষেবা সহ বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা এবং পয়লা মে–তে স্ববেতন ছুটির দাবি নিয়ে এই আন্দোলনের ডাক দেওয়া হয়। মালিক পক্ষ সিঁদুরে মেঘ জমেছে দেখে নড়েচড়ে বসে। একরকম বাধ্য হয়েই এই ১৬ দফা দাবি তারা মেনে নিয়েছেন বলে জানা যায়। হাওড়ার শ্যামপুরে ছোট বড় মিলিয়ে ১৭০টি ইঁটভাটা আছে। মালিক পক্ষ কর্মচারিদের দাবি নিয়ে কখনই মাথা ঘামান নি। তাই একপ্রকার বাধ্য হয়েই বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠন যেমন সিআইটিইউ, আইএনটিইউসি, আইএনটিটিইউসি, বিএমএস সহ কর্মীরা আন্দোলনে যেতে বাধ্য হন।

নৌকা থেকে পড়ে মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা, পাথরপ্রতিমা : নৌকা চালিয়ে বাড়ি ফেরার সময়ে নদীতে পড়ে মৃত্যু হল এক নৌকা চালকের। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার পাথরপ্রতিমা থানার সপ্তমুখী ও কেলেমারি নদীর সংযোগস্থলে। মৃতের নাম রামকৃষ্ণ মালি (৬৫)। বাড়ি দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার পাথরপ্রতিমা থানার গোপালনগরে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, দীর্ঘ ৪০ বছর ধরে এই নদীতে তিনি পারাপারের নৌকা চালাতেন। রবিবার নৌকা চালিয়ে বাড়ি ফেরার সময় হরেকৃষ্ণ নদীতে পড়ে যায়। দীর্ঘ সময় খোঁজাখুঁজির পর রবিবার রাতে নদী থেকে তার মৃতদেহ উদ্ধার হয়।

চুরি যায়নি মোষ, তদন্তে নয়া মোড়

প্রথম পাতার পর

উল্টে নিজের পকেট থেকে ৫০০ টাকা দিয়ে হাসপাতালে পাঠিয়েছে ছেলেটিকে। ওর বিরুদ্ধে চক্রান্ত হচ্ছে।' অন্যদিকে দক্ষিণ কলকাতার একটি নার্সিংহোম থেকে কৌশিকের দেহ বাহাদুরপুর গ্রামে মাসির বাড়ি আসে বেলা দুটো নাগাদ। দেহ আসার পর কৌশিকের মাসির বাড়ি আসেন সিপিএম নেতা কান্তি গাঙ্গুলি। সেই সময় জনা ৫০ যুবক লাঠি, ইঁট নিয়ে হঠাৎ করে অভিযুক্ত তাপস মল্লিকের বাড়িতে চড়াও হয়। তবে তাপসের পাশের কয়েকটি বাড়ি বেপরোয়া ভাঙচুর করে উত্তেজিত জনতা। পরে পুলিশ এলে বিক্ষুব্ধ জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে লাঠিচার্জ করে। উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে গ্রামে। পুলিশের সঙ্গে র‍্যাফ মোতায়েন করা হয়েছে। তাপসের বাড়িতে পুলিশ পাহারা রাখা হয়েছে। কৌশিকের মাসির বাড়িতেও পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। মঙ্গলবার রাতে কয়েকজন যুবক মাসির বাড়িতে হুমকি দেয় বলে অভিযোগ। এদিন বিকেলে দেহ পৌঁছয় মন্দিরবাজারের গুমকি গ্রামে। গ্রাম ঘুরে দেহ যায় লক্ষ্মীকান্তপুরে। দেহতে মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানান, এলাকার ক্লাব ও গণসংগঠনের প্রতিনিধিরা। এদিকে রাজ্য পুলিশের ওপর আস্থা রাখতে না পেরে সিবিআই তদন্তের দাবি জানালেন ডায়মন্ড হারবারের বাহাদুরপুরে নিহত ছাত্রের পরিবার। বৃহস্পতিবার নিহত ছাত্রের পরিবারের সঙ্গে দেখা করে কথা বলেন বিজেপি নেত্রী রূপা গঙ্গোপাধ্যায়, কংগ্রেসের কৃষ্ণা দেবনাথ, অসিত মিত্র, সেভ ডেমোক্রেসি ফোরামের নাট্য ব্যক্তিত্ব চন্দন সেন, ভারতী মুৎসুদ্দি ও অধ্যাপক চঞ্চল মুখোপাধ্যায়। এদিন বেলা সাড়ে ১২টা নাগাদ মন্দিরবাজারের দ্বীপের মোড়ে নেমে পায়ে হেঁটে নিহত ছাত্রের বাড়ি গুমকিতে যান বিজেপি নেত্রী রূপা গঙ্গোপাধ্যায়। গ্রামের রাস্তার দু'ধারে দাঁড়িয়েছিলেন অসংখ্য সাধারণ মানুষ। রূপাকে তারা নানান অভিযোগ জানান। এদিন রূপার সামনে নিহত ছাত্রের মা চন্দ্রানী পুরকাইত ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, 'ছেলেটা খুন হয়ে যাওয়ার পর তিন দিন কেটে গেল। এখনও মূল অভিযুক্ত তাপস গ্রেপ্তার হল না। ১০ জনের নামে এফআইআর করেছিলাম। তাদের মধ্যে এক মহিলা শুধু গ্রেপ্তার হয়েছে। পুলিশ সব জেনে তৃণমূলের চাপে গ্রেপ্তার করছে না। দিদিতো (মুখ্যমন্ত্রী) এত বড়বড় কথা বলেন। কিন্তু উনি আমাদের সান্ত্বনা দিতে একবারও তো এলেন না। আমরা সিবিআই তদন্ত দাবি করছি।' রূপার চোখেও জল চলে আসে।

কৌশিকের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে একান্তে কথাও বলেন রূপা। পরে কৌশিকের পরিবারকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে রূপা বলেন, 'ডাইনি, চোর সন্দেহে খুন হয়ে যাচ্ছে মানুষ। রাজ্যে কোনও আইনশৃঙ্খলা নেই। পুলিশমন্ত্রী জানেন এই গুন্ডাদের নিয়েই আবার ক্ষমতায় আসতে হবে। তাই পুলিশ অপরাধীদের আড়াল করার চেষ্টা করছেন।' প্রায় ঘন্টাখানেক গ্রামে থাকার পর রূপা ডায়মন্ডহারবার থানায় চলে আসেন। থানায় এসডিপিও রূপান্তর সেনগুপ্ত ও আইসি গৌতম মিত্রের কাছ থেকে ঘটনা সম্পর্কে বিস্তারিত জানেন রূপা। পুলিশের কাছে মূল অভিযুক্ত তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্য তাপস মল্লিকসহ বাকি অভিযুক্তদের দ্রুত গ্রেপ্তারের দাবি জানান বিজেপির এই অভিনেত্রী–নেত্রী পরে থানা থেকে বেরিয়ে রূপা বলেন, 'পুলিশের ওপর আস্থা রাখতে হবে। আইন হাতে তুলে নিলে হবে না।

এদিন রূপার বেরিয়ে আসার পর কংগ্রেস নেত্রী কৃষ্ণা দেবনাথ ও অসিত মিত্র নিহত পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করেন। পরিবারকে সান্ত্বনা দেওয়ার পাশাপাশি সিবিআই তদন্তের প্রতি সমর্থন জানিয়ে অসিত মিত্র বলেন, 'হতভাগ্য পরিবারটির সিবিআই তদন্তের সঙ্গে আমরা সহমত। আমরাও রাজ্য পুলিশের ওপর ভরসা রাখতে পারছি না। দ্রুত অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারের দাবি জানাচ্ছি।'

বিকেলে গ্রামে যান সেভ ডেমোক্রেসির সদস্যরা। সেভ ডেমোক্রেসি এই নারকীয় ঘটনার প্রতিবাদে আগামী রবিবার ডায়মন্ড হারবার শহরে মৌন মিছিল করবে। উপস্থিত থাকবেন নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিরা।

শেষ পাওয়া খবরে জানা গিয়েছে শুক্রবার গভীর রাতে উত্তর ২৪ পরগনার অশোকনগর থেকে দত্তপুকুর থানার পুলিশ গ্রেপ্তার করে মূল অভিযুক্ত তাপস মল্লিককে। আরও অভিযোগ শ্বশুরবাড়ি সরিষায় এবং খিদিরপুরে বন্ধুর বাড়িতে স্থান না পেয়ে মাসির বাড়িতে গিয়ে আত্মগোপন করার চেষ্টা করে তাপস। বিভিন্ন সূত্রে জানা গিয়েছে এর আগেও চুরির অভিযোগে ধরা পড়েছিল তাপস। অভিযোগ শাসক নেতাদের হস্তক্ষেপে পুলিশের যোগসাজসে ছাড়া পেয়েছিল সে। এমনকি ছোটবেলায় ক্লাস নাইনে তাপস সাইকেল চুরি করেছিল বলে অভিযোগ করেছেন অনেকে। শুক্রবার তাপস মল্লিককে ডায়মন্ডহারবার আদালতে নিয়ে যাওয়া হলে তাকে ১৩ দিনের পুলিশ হেফাজতের রায় দেওয়া হয়েছে।

বারবার অভিযুক্ত কে এই তাপস? আগামী সংখ্যায় থাকছে এক এক্সক্লুসিভ প্রতিবেদন।

সোনারপুরে খুন হল ইব্রাহিম

অভিজিৎ ঘোষ দস্তিদার: এলাকার বাসিন্দারা প্রথমে ভেবেছিল গরমে সান স্ট্রোক হয়ে মারা গিয়েছে। কিন্তু পরক্ষণেই দেখা গেল খুন হয়ে মেঝেতে পড়ে রয়েছে ইব্রাহিম মন্ডল (৫২)। সোনারপুর থানার অন্তর্গত কালীতলায় বড় রাস্তার উপর একটি তিনতলার বাড়িতে একতলায় ভাড়া দেওয়া হয়েছিল স্টেট ব্যাঙ্কের একটি শাখাকে। এরপর স্টেট ব্যাঙ্ক ওখান থেকে উঠে যায় রাজপুর বাজারের সামনে। বেশ কিছুদিন আগে পুরসভা থেকে বোর্ড ঝোলানো হয় যে এই বাড়িটি বিপদজ্জনক অবস্থায় আছে।

এই স্টেট ব্যাঙ্কের কেয়ারটেকার ছিল ইব্রাহিম মন্ডল। এই পরিত্যক্ত বাড়িটিতে চলত সাট্টা, জুয়া, চোলাইয়ের বেআইনি কারবার। বাড়ির লোকেরা মনে করছে ইব্রাহিম বাধা দিতে গিয়েছিল সেই কারণে তাকে খুন করা হয়েছে। শুক্রবার ভোর রাতে বাড়ির লোক ইব্রাহিমের দেহ মেঝেতে পড়ে থাকতে দেখে। নাক, মুখ দিয়ে রক্ত ঝরছে, চশমাটা অনেক দূরে ছিটকে গিয়েছে, মুখের চারিদিক ফুলে রয়েছে। বারুইপুর এসডিপিও অর্ক বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন যতক্ষণ না পোস্টমর্টেম রিপোর্ট পাওয়া যাচ্ছে বলা যাবে না এটা খুন না স্ট্রোক। তার এই কথা মেনে নিয়েছেন সোনারপুরের আইসি সুজয় বন্দ্যোপাধ্যায়। পুলিশও এই একই কথা বলেছেন। তদন্ত চলছে। মৃত ইব্রাহিম মন্ডল পোলঘাট পঞ্চায়েতের রাঘবপুরের বাসিন্দা। তার একমাত্র সন্তান প্রতিবন্ধী। তার স্ত্রীর দাবি আমার স্বামীকে যারা হত্যা করেছে তাদের কঠোর শাস্তি দিতে হবে। সেই দাবি নিয়ে রাতের বেলা পথ অবরোধ করে এলাকার মানুষজন।

কবি প্রণাম

জাতীয় ক্রীড়া, শক্তি সংঘ

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জাতীয় ক্রীড়া ও শক্তি সংঘের পরিচালিত বাওয়ালীর আদর্শ শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের কচিকাঁচারা গত ২৫ শে বৈশাখের দ্বিপ্রহরে আনন্দ উৎসবে নিজেরা মেতে অপরকে মাতাল। প্রতি বছর বিশ্বকবি আমাদের প্রাণের রবি ঠাকুরের জন্ম দিনটিকে বিদ্যালয়ের

বার্ষিক অনুষ্ঠানের দিন হিসাবে পালন করে আসছে। একাধারে দুধের শিশুরা পর্যন্ত নাচ, গান, আবৃত্তি, ড্রিল, ব্যায়াম, জিমন্যাসটিক করে উপস্থিত দর্শকদের তাক লাগিয়ে দিল। দিদিমণিদের কঠোর অনুশীলনের ফসল হল এই সব অনুষ্ঠান। প্রথাগতভাবে পতাকা উত্তোলন, প্রদীপ প্রজ্জ্বলন কবির প্রতিকৃতিতে মাল্যদান প্রভৃতি পর অতিথি বরণের পালা এল। সংঘের সাধারণ সম্পাদক অনিল নস্কর ও বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা অনিতা অধিকারী উভয়ের আন্তরিক অভ্যর্থনায় বিগলিত হতে হয়। জাতীয় ক্রীড়া ও শক্তি সংঘের পৃষ্ঠপোষক ও শুভানুধ্যায়ী হিসাবে বিশিষ্ট ও অতিবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন। প্রাক্তন পূর্তমন্ত্রী মাননীয় ক্ষিতি গোস্বামী, বিবিআইটি চেয়ারম্যান ও শিল্পপতি জগন্নাথ গুপ্তা, বজবজের বিদায়ী বিধায়ক অশোক দেব, আঞ্চলিক ইতিহাস গবেষক গণেশ ঘোষ মহাশয় বজবজ ২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি স্বপন রায় স্থানীয় প্রাক্তন শিক্ষক শৈলেন্দ্র নাথ পাড়ুই, মৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্তী, শুকদেব হালদার প্রমুখ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন আলিপুর বার্তার সাংবাদিক নির্মল গোস্বামী ও কুনাল মালিক। প্রত্যেকেই সংঘের এই অবিচ্ছিন্ন কবি স্মরণের প্রয়াসকে ধন্যবাদ দেন এবং সংঘের সর্বাঙ্গীন শুভ কামনা করেন।

বাখরা হাটে

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২৫শে বৈশাখ বাখরাহাটের কাজল দত্তের ভদ্রাসনের সুবিশাল সুসজ্জিত অঙ্গনে অনাড়ম্বরভাবে কবি প্রণামের আয়োজন করা হয়। সঙ্গীত শিক্ষক তরুণ ও জুঁই পালের উদ্যোগে অনুষ্ঠানটি সুসম্পন্ন হয়। সন্ধ্যা ছ'টায় কাজল দত্ত কবি প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। নাচ, গান ও আবৃত্তির উপাচারে কবি স্মরণ সম্পন্ন হয়। বিভিন্ন শিল্পীরা প্রাণের টানে অনুষ্ঠানে যোগদান করে। দত্ত পরিবারের কচিকাঁচা থেকে গৃহবধূ সকলেই সাগ্রহে এই অনুষ্ঠানে অংশ নেন। বিশিষ্ট শিল্পীদের মধ্যে প্রণব দাস, অঞ্জলী পাত্র, জুঁই পাল, জয়শ্রী গোস্বামী, মধুরিমা দত্ত, স্বপন দত্ত, গানে অংশগ্রহণ করে। ময়ূরী দে ও সায়রী দে নৃত্যে সবার নজর কাড়ে। দোলা দত্তের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানটি পূর্ণতা পায়। রাত্রি ১০ টায় অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা হয়।

মাধ্যমিক ২০১৬ : জেলার গর্ব যারা...

প্রথম দশে বীরভূমের চার কৃতী

অভীক মিত্র, সিউড়ি ও রামপুরহাট (বীরভূম) : ২০১৬–র মাধ্যমিক পরীক্ষার মেধা তালিকা প্রকাশিত হয়েছে ১০ মে মঙ্গলবার। প্রথম দশে আছে ৬৬ জন ছাত্রছাত্রী। তার মধ্যে বীরভূম জেলার চার কৃতী ছাত্র তাদের জায়গা করে নিয়েছে মেধা তালিকায়। বাঁধনছাড়া উচ্ছ্বাসে ভাসছে বীরভূম।

সায়নী দত্ত

অনীক ঘোষ

দ্বিতীয় হয়েছে বীরভূম জেলার দুবরাজপুর শ্রীশ্রী সারদা বিদ্যাপীঠের রমিক দত্ত। তার প্রাপ্ত নম্বর ৬৮২। আদি বাড়ি অন্ডালে হলেও দুবরাজপুর স্টেশন মোড়ে ভাড়া থাকে তারা। বাবা মলয়রঞ্জন দত্ত উখড়া জীবনবিমা নিগমের কর্মী। মা রিঙ্কু মন্ডল। ভবিষ্যতে চিকিৎসক হতে চায় রমিক।

তৃতীয় হয়েছে রামপুরহাট জিতেন্দ্রলাল বিদ্যাভবনের অনীক ঘোষ। তার প্রাপ্ত নম্বর ৬৮১। বাবা শিবপ্রসাদ ঘোষ মৎস্যদপ্তরের জেলা আধিকারিক। মা মৌসুমী ঘোষ গৃহবধূ। দাদা অরিত্র ঘোষ হেতমপুর কলেজ থেকে প্রাণিবিদ্যায় এমএসসি করছে। রমিকের মতো সেও ভবিষ্যতে ডাক্তার হতে চায়। প্রিয় বিষয় গণিত এবং জীববিদ্যা।

ষষ্ঠ হয়েছে রামপুরহাট জিতেন্দ্রলাল বিদ্যাভবনের সৌমেন্দু বাগ। তার প্রাপ্ত নম্বর ৬৭৮। বাবা সেচদপ্তরের কর্মী সুখেন্দুশেখর বাগ। মা সুধারাণি বাগ। অন্যদের থেকে একটু আলাদা সৌমেন্দু। সে সৎ ও নিষ্ঠাবান সরকারি অফিসার হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হতে চায়। নলহাটি আদি বাড়ি হলেও রামপুরহাট ১৬ নম্বর ওয়ার্ডে থাকে অনীক ও সৌমেন্দুর পরিবার।

মেধা তালিকায় দশম হয়েছে সিউড়ি সেন্ট অ্যান্ড্রুজ হাই স্কুলের শুভম মিশ্র। তার প্রাপ্ত নম্বর ৬৭৪। বাবা প্রশান্ত মিশ্র ব্যবসায়ী। মা শর্মিষ্ঠা মিশ্র আইসিডিএস কর্মী। সিউড়ি কলেজপাড়ায় তার বাড়ি। ভবিষ্যতে কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার হতে চায় শুভম।

১১ মে মুখ্যমন্ত্রীর শুভেচ্ছা নিয়ে গিয়ে জেলা পরিষদের সভাধিপতি বিকাশ রায়চৌধুরী শুভমকে সংবর্ধনা দেন। রামপুরহাট বাম ও কংগ্রেসের ছাত্র সংগঠনের নেতৃবৃন্দ অনীক, সৌমেন্দু ও জেলায় মেয়েদের মধ্যে প্রথম সায়নীর বাড়িতে গিয়ে শুভেচ্ছা জানায়।

বীরভূম জেলায় মেয়েদের মধ্যে প্রথম রামপুরহাট গার্লস হাইস্কুলের সায়নী দত্ত। তার প্রাপ্ত নম্বর ৬৭১। বই পড়তে ভালো বাসে সায়নী। প্রিয় লেখক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। বাবা অজিত দত্ত ব্যবসায়ী। রামপুরহাট কামারপট্টি মোড় এলাকায় বাড়ি। ভবিষ্যতে চিকিৎসক হতে চায় সায়নী।

পাত্রী চাই

পাত্র–নাপিত, বয়স ৪০, মাধ্যমিক পাশ, ৫ ফুট ৭ ইঞ্চি, শ্যামবর্ণ, বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে কর্মরত, স্বল্প আয়। ডিভোর্সী সরকারী চাকরিরত পাত্রী চাই। প্রতিষ্ঠিত বিনিময়ে ঘরজামাই থাকিতে ইচ্ছুক। ঘটক ও পাত্রী নিজে ফোন করুন। ৯৬৩৫৭৬৬৫১১

মেয়েদের মধ্যে প্রথম হুগলির দেবদত্তা

নিজস্ব প্রতিনিধি: রাজ্যে মাধ্যমিকে মেধা তালিকায় ৬৮২ নম্বর পেয়ে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে চুঁচুড়া পিপুলপাতির রামকৃষ্ণ লেনের দেবদত্তা পাল। সে চুঁচুড়া মুটিয়াবাজার বিনোদিনী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী। স্বপ্ন দেখে ডাক্তার হওয়ার। তার জন্য নিজেকে তিলতিল করে তৈরি করেছে সে। তার দাদা সায়ন্তন পালও ডাক্তারির ছাত্র। বাবা দেবজ্যোতি পাল চন্দননগরে সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কে কর্মরত। মা মালবিকা পাল চুঁচুড়া ইমামবাড়া সদর হাসপাতালের নার্সিং স্টাফ। মাধ্যমিকে যুগ্মভাবে দ্বিতীয় ও মেয়েদের মধ্যে প্রথম হবে তা স্বপ্নেও ভাবেনি দেবদত্তা। অন্তত ৬ ঘন্টা পড়াশোনা করা তার অভ্যাস ছিল। ৬ জন গৃহশিক্ষক ছিল। এছাড়া স্কুলের শিক্ষিকারাও সাহায্য করেছেন। সাতটি বিষয়ের মধ্যে ৪টিতে ১০০ নম্বর পেয়েছে দেবদত্তা। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা সোমা মুখোপাধ্যায় বলেন, প্রথম থেকেই আমরা দেবদত্তাকে নিয়ে আশাবাদী ছিলাম। ও আমাদের স্কুলের মুখ উজ্জ্বল করায় আমরা খুব খুশি। দেবদত্তার মা মালবিকা দেবী বলেন, নিজের পড়া নিয়ে মেয়ে খুব সচেতন ছিল। ফল মেলায় আমরা দারুণ খুশি।

পঞ্চম স্থানাধিকার জন্মদিনের উপহার সায়রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি: মাধ্যমিকে রাজ্যে পঞ্চম স্থান দখল করল চুঁচুড়া বালিকা বাণীমন্দির স্কুলের ছাত্রী সায়রী ভট্টাচার্য। চুঁচুড়া পুরসভার ১১ নম্বর ওয়ার্ডের কে সি লেনের বাসিন্দা সায়রী জানায়, ছোটবেলা থেকেই মহিলা ক্রিকেটার হওয়ার স্বপ্ন ছিল তার। কিন্তু পরিবেশ ও পরিকাঠামো না থাকায় সেই স্বপ্ন পূরণ হয়নি। তবে ভবিষ্যতে সে ডাক্তার হতে ইচ্ছুক। তাই বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করলেও তার প্রধান লক্ষ্য জয়েন্ট এন্ট্রান্স। সায়রী জানায় পড়াশোনার জন্য তার বাঁধাধরা কোনও সময় ছিল না। গণিত ও ভৌতবিজ্ঞান তার প্রিয় বিষয়।

৬৭৯ নম্বর পেয়ে রাজ্যে যুগ্ম পঞ্চম স্থান অধিকার করেছে সে। সব বিষয়ে ১০০–র কাছাকাছি নম্বর পেয়েছে সায়রী। গণিত ও ভৌতবিজ্ঞানে পেয়েছে পুরো নম্বর। ওদিনই সায়রীর জন্মদিন ছিল। তাই ভট্টাচার্য পরিবার কেক কেটে তাকে জন্মদিনের উপহার তুলে দিয়েছে। অবসর সময়ে ছবি আঁকতে, ফুটবল খেলা দেখতে ভালো লাগে তার। এই ছাত্রীর ইচ্ছা ভবিষ্যতে চিকিৎসক হয়ে এলাকার মানুষের চিকিৎসা করা।

কৃতী ছাত্রদের শংসাপত্র

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত বুধবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শংসাপত্র তাঁর তরফে কাকদ্বীপ মহকুমায় কৃতী ছাত্রদের হাতে তুলে দেন কাকদ্বীপ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বুদ্ধদেব দাস ও কাকদ্বীপের এসআই অরবিন্দ মাল। রাজ্যের মধ্যে কাকদ্বীপের সুন্দরবন আদর্শ বিদ্যামন্দিরের দু'জন ছাত্রও মাধ্যমিকে ভালো ফল করে। ৬৭৯ নম্বর পেয়ে রাজ্যে পঞ্চম স্থান অধিকার করে সৌরজ্যোতি মাইতি এবং ৬৭৫ নম্বর পেয়ে রাজ্যে নবম স্থান অধিকার করে রাতুল মালি। মুখ্যমন্ত্রীর তরফ থেকে শংসাপত্র পেয়ে উচ্ছ্বসিত ছাত্র সৌরজ্যোতি মাইতি জানায়, জীবনের প্রথম বড় পরীক্ষায় সাফল্য পেয়ে এবং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর শংসাপত্র পেয়ে খুব খুশি। ভালো ফলাফল প্রত্যাশিত ছিল, কিন্তু রাজ্যের মধ্যে পঞ্চম স্থান অধিকার করে আরও ভালো লাগছে। আমার কৃতিত্বের পিছনে শিক্ষক–শিক্ষিকার অবদান অবশ্যই রয়েছে। তাছাড়া মা–বাবার সহযোগিতা ছাড়া এইরকম ভালো ফলাফল করা কোনও দিনই সম্ভব হত না। ভবিষ্যতে ডাক্তারি পড়াশোনা করার ইচ্ছা রয়েছে। পাশাপাশি জয়েন্ট পরীক্ষায় বসতেও চায় সে। সৌরজ্যোতির কাছে আদর্শ ব্যক্তি হলেন প্রয়াত প্রাক্তন রষ্ট্রেপতি এপিজে আব্দুল কালাম। তিনি যেভাবে প্রত্যন্ত এলাকা থেকে ভারতবর্ষের একটি মুখ হয়ে উঠেছিলেন, সেই রকমই সৌরজ্যোতিও ভারতবর্ষের হয়ে বিশ্বের কাছে প্রতিনিধিত্ব করতে চায়। রাতুল শংসাপত্র পেয়ে জানায়, আরও ভালো পড়াশোনা করে সে ভবিষ্যতে ইঞ্জিনিয়ার হতে চায়।

উলুবেড়িয়া রবীন্দ্রভবনে

জয়িতা কুন্ডু: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৫৬তম জন্ম জয়ন্তী পালন করা হল উলুবেড়িয়া রবীন্দ্রভবনে। ৮ মে রবিবার (২৫শে বৈশাখ, ১৪২৩) সন্ধ্যা ৬টায় অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে দিনটি উদযাপন করা হয়। গান, নাচ, আবৃত্তি ও শ্রদ্ধায় দিনটিকে স্মরণ করেন একদল স্থানীয় শিল্পী ও শিশু শিল্পীবৃন্দ। অনুষ্ঠানের শুরুতে 'আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে' গানটির সাথে বিশ্বকবির প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন উলুবেড়িয়া পুরসভার সহ–সভাপতি আব্বাসউদ্দিন খান ও ২২ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর শাশ্বতী সাঁতরা। সান্ধ্যকালীন এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন উলুবেড়িয়া পুরসভা ও রবীন্দ্রভবনের কর্মচারীবৃন্দ; সহযোগিতায় ছিলেন মনজয়, উলুবেড়িয়া। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সুপ্রিয় সাঁতরা।

মাধ্যমিকে সফল মাদুর শিল্পী রাহুল ডাক্তার হতে চায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, মগরাহাট : ১০ মে ২০১৬ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। আর এই ফলাফল প্রকাশের পর উঠে এল দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবনের মগরাহাট থানার জলধাপা গ্রামের এক মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর করুণ চিত্র। দারিদ্রের সঙ্গে লড়াই করে মাধ্যমিক পরীক্ষায় ভাল ফল করে নয়নের মণি হয়ে উঠেছে সুন্দরবনবাসীর কাছে। জলধাপা গ্রামের বাসিন্দা মাধ্যমিকের ছাত্র রাহুল তরফদার। এবারের মাধ্যমিকে মোট নম্বর পেয়েছে ৭০০–র মধ্যে ৬৪৯। বাংলায় ৯১, ইংরাজিতে ৮১, অঙ্কে ১০০, জীবনবিজ্ঞানে ১০০, ভৌতবিজ্ঞানে ১০০, ইতিহাসে ৯০, ভূগোলে ৮৭, অ্যাডিশন্যাল কৃষি কালচারে ৬৩ নম্বর পেয়েছে। মাধ্যমিকের ছাত্র রাহুল তরফদার মগরাহাটের বনসুন্দরীয়া সূর্য কুমার স্কুলের ছাত্র। ১৯৪৫ সালে স্কুলটি স্থাপিত হয়। স্কুলের প্রধান শিক্ষক এ কে এম রফিকুল হাসান। এবারে মোট এই স্কুলে মাধ্যমিকের পরীক্ষার্থী ছিল ৭০ জন ছাত্র–ছাত্রী। এর মধ্যে ৬৫জন ছাত্র–ছাত্রী পাশ করে এবং ৪ জন স্টার নম্বর পেয়েছে। মাধ্যমিকের ছাত্র রাহুলের বাবা মেঘনাদ তরফদার রাজমিস্ত্রীর সঙ্গে লেবারের কাজ করে। আর মা অর্পণা তরফদার বাড়িতে মাদুর তৈরি করে বিক্রি করে। বোন রূপসা চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রী। দারিদ্রের সঙ্গে লড়াই করে

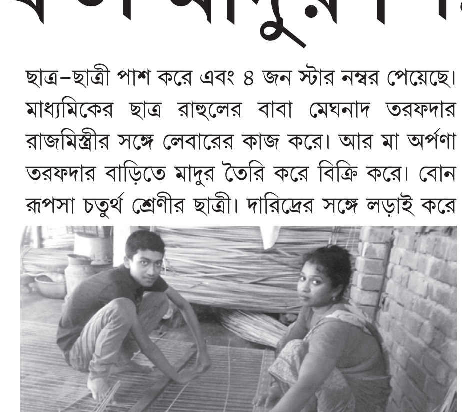
মাধ্যমিকের ছাত্র রাহুল মায়ের সঙ্গে মাদুর তৈরি করে।

এই মাদুর তৈরি করে মা ও ছেলে দু'জনে মিলে বাজারে বিক্রি করে কোনমতে তাদের সংসার চলে। রাহুলের বাবা মেঘনাথের সব দিন কাজ হয় না ঠিক মতন। দারিদ্রের সঙ্গে সংগ্রাম করে মেঘনাথ তাকিয়ে আছে তাদের একমাত্র ছেলের দিকে। মেঘনাথ ও অপর্ণা আশায় বুক বেঁধে আছে তাদের একমাত্র ছেলে রাহুল ভাঙা ঘরে চাঁদের আলোর মতন হাসিখুশিতে ভরিয়ে তুলবে একদিন। রাহুল বলে, সে একজন আদর্শবান ডাক্তার হতে চায়। আর ডাক্তার হয়ে সুন্দরবনের প্রত্যন্ত গ্রামে গ্রামে মানুষের সেবা করতে চায়। মোট ৮ থেকে ১০ ঘন্টা পড়াশুনা করতাম। তবে রবীন্দ্র সংগীত শুনতে খুব ভাল লাগে। যখন কিছু ভাল লাগে না, তখন অঙ্ক করতাম। স্কুলের শিক্ষকরা পড়াশুনার বিষয়ে খুব সাহায্য করছে। খুব চিন্তার মধ্যে আছি। ভর্তির জন্য অর্থের দরকার। এখনও পর্যন্ত তেমনভাবে কেউ আর্থিক সাহায্যে এগিয়ে আসেনি। তবে ভর্তির বিষয়ে স্কুলের শিক্ষকরা এগিয়ে এসেছে। তারা আমাকে সব রকমভাবে সাহায্য করছে। এছাড়া এগিয়ে এসেছে মগরাহাটের তৃণমূলের ছাত্র পরিষদের সদস্য সুরজিৎ সরদার। বনসুন্দরীয়া সূর্যকুমার স্কুলের প্রধান শিক্ষক একে এম রফিকুল হাসান বলেন এই স্কুলের ছাত্র–ছাত্রীরা শুধু এই স্কুল নয় সুন্দরবনবাসীর মুখ উজ্জ্বল করবে বলে আমি আশাবাদী। স্কুলের ছাত্র–ছাত্রীরা খুবই মেধাবী। স্কুলের শিক্ষক–শিক্ষিকারা পঠন–পাঠনে গুরুত্ব সহকারে দেখভাল করে। যার জন্য ছাত্র–ছাত্রীদের সঙ্গে শিক্ষক শিক্ষার সাথে একটা শিক্ষার মেলবন্ধন তৈরি হয়েছে। আগামী দিনে এই স্কুলের ছাত্র ছাত্রীরা আরও ভাল ফল করবে এবং বাংলার শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ শিক্ষার কেন্দ্র হয়ে উঠবে এবং সারা দেশকে পথ দেখাবে বলে আমি আশাবাদী। মগরাহাট পূর্ব কেন্দ্রের বিদায়ী বিধায়ক তথা এই কেন্দ্রের তৃণমূলের প্রার্থী নমিতা সাহা বলেন সুন্দরবনের মানুষ হিসাবে আমি গর্বিত। ছাত্র–ছাত্রীদের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি। মাধ্যমিকের ছাত্র রাহুল যাতে আরও বড় হয় সেই বিষয়টি অবশ্যই দেখা হবে এবং সরকারি যে সুযোগ সুবিধা সেগুলি যাতে ঠিকঠাক পায় সেদিকেও দেখা হবে।

বাংলা পাঁজির সালতামামি

নবকুমার ভট্টাচার্য

পঞ্জিকা কথাটি সংস্কৃত শব্দ। যাতে মাস, বার, তিথি, নক্ষত্র প্রভৃতি জানা যায় তাই পঞ্জিকা। শাস্ত্রে বলা হয়েছে, বছরের প্রথমে দৈবজ্ঞের কাছ হতে পঞ্জিকা শুনতে হয়। যা শুনলে অশুভ বিদূরিত হয়। সুপ্রাচীনকালে দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণরা সাধারণ মানুষের বাড়ি গিয়ে পঞ্জিকার ফলাফল শুনিয়ে অর্থ রোজগার করতেন। জ্যোতিষশাস্ত্রে বলা হয়েছে, দিন পঞ্জিকা শোনার ফলে দুঃস্বপ্ন নাশ, নক্ষত্রে পাপ নাশ হয়। তিথিতে গঙ্গাতুল্যফল, যোগে সাগরসঙ্গম সদৃশ ফললাভ হয়। আমাদের রাজ্যে যাকে পঞ্জিকা বলা হয় বাংলার বাইরে তা 'পঞ্চাঙ্গ' নামে প্রচলিত। বার, তিথি, নক্ষত্র, যোগ ও করণ—এই পাঁচটি বিষয় নিয়ে পঞ্জিকায় আলোচনা থাকে বলে একে বলা হয় 'পঞ্চাঙ্গ'। তবে বাংলা পঞ্জিকায় আরও বহু বিষয় স্থান পেয়েছে।

পৃথিবীর প্রাচীনতম গ্রন্থগুলির মধ্যে পাঁজি অন্যতম। সবচেয়ে পুরনো যে পাঁজিটি ব্রিটিশ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত রয়েছে সেটি সঙ্কলিত হয় মিশরের রাজা দ্বিতীয় রামেসিসের রাজত্বকালে (১২৯০–১২২৩ খৃষ্টপূর্ব)। বাংলাদেশে পঞ্জিকা গণনার ইতিহাস বহু প্রাচীন। সূর্যসিদ্ধান্ত গ্রন্থ অনুসারে খ্রিষ্টিয় ষোড়শ শতকের শেষ দশকে রচিত রাঘবানন্দের স্মরণী গ্রন্থই বাংলা পঞ্জিকার মূল উপাদান। যতদূর জানা যায় ১৮১৮ সালে শ্রীরামপুর থেকে প্রকাশিত 'রামহরি পঞ্জিকা' হল বাংলাদেশে প্রথম মুদ্রিত পঞ্জিকা। এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ১৫৩। এই পঞ্জিকায় একটিমাত্র ছবি ছিল। যাতে দেখানো হয়েছে এক দেবী সূর্যের রথ টেনে যাচ্ছেন। এই একই সময় কলকাতার জোড়াসাঁকো থেকে দুর্গাপ্রসাদ বিদ্যাভূষণের সম্পাদনায় আরেকখানি পঞ্জিকা প্রকাশিত হয়।

যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য রেভারেন্ড লঙ–য়ের তালিকার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে ১৮০৬ সালের একটি পঞ্জিকার উল্লেখ করেছেন কিন্তু সে সম্পর্কে বিস্তারিত কোনও তথ্য দেননি। হাতে লেখা পঞ্জিকা অবশ্য চালু ছিল অনেকদিন আগে থেকেই। ১৭২২ সালে প্রকাশিত হাতে লেখা পুঁথির সংবাদ জেমস লঙ–য়ের প্রতিবেদন থেকে পাওয়া যায়। ১৮০৭ সালে প্রকাশিত হাতে লেখা পঞ্জিকার সংবাদ উইলিয়ম ওয়ার্ডের প্রতিবেদন থেকেও মেলে। এ সম্পর্কে 'নবদ্বীপ পঞ্জিকা'র নাম জানতে পারা যায়। মনে করা হয় স্মার্ত রঘুনন্দন প্রথম এর গণনা আরম্ভ করেন। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আমলে রামরুদ্র বিদ্যানিধি এই পঞ্জিকার গণনাকার্য সম্পাদন করেন। অল্পকাল পরে নবদ্বীপ পঞ্জিকা বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তী ইংরেজ আমলে বিশ্বম্ভর জ্যোতিষার্ণব পঞ্জিকার গণনাকার্য চালিয়ে যান। এই পঞ্জিকা ১৮৬৯ সালে সর্বপ্রথম মুদ্রিত আকারে প্রকাশিত হয় এবং বর্তমানে যা 'গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকা' নামে প্রচলিত। 'ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া'র এক প্রবন্ধে বলা হয়েছে ১৮২৫ সালের মাত্র কয়েকবছর আগে মুদ্রিত পঞ্জিকার প্রচলন শুরু হয়। নদিয়ার অগ্রদ্বীপের কাছে একটি পঞ্জিকা ছাপিয়ে প্রকাশ করেছিলেন। গ্রামাঞ্চলে পঞ্জিকা মুদ্রণের কথা এই প্রথম জানা যায়। ১৮২৫ সালে কলকাতা থেকে বিশ্বনাথ তর্কভূষণের সম্পাদনায় একখানি পঞ্জিকা প্রকাশিত হয়, যা কলেজ পঞ্জিকা নামে খ্যাত ছিল। শ্রীরামপুর থেকে আরও অনেক পঞ্জিকা উনিশ শতকে প্রকাশিত হয়েছিল। তার মধ্যে ১৮২৫, ১৮৪২ ও ১৮৫৩ সালে চন্দ্রোদয় প্রেস এবং ১৮৯৬ সালে গাঙ্গুলি প্রেস থেকে প্রকাশিত পঞ্জিকাগুলি উল্লেখযোগ্য।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলিত 'সংবাদপত্রে সেকালের কথায়' ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৮১৯ সালের সংবাদে দেখা যাচ্ছে। ''এতদ্দেশে নবদ্বীপ ও মৌলা ও বারইখালি ও বাকলাও খানাকুল ও বজরাপুর ও বালি ও গণপুর এই সকল গ্রামে পঞ্জিকা প্রস্তুত হয়।'' লঙ সাহেব আরও কয়েকটি জায়গার নাম উল্লেখ করেছেন যেখানকার পুঁথি পঞ্জিকা প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল জনাই, বকসা, কৃষ্ণনগর, কোদালিয়া, দিগ্‌সা ও বিষ্ণুপুর। ১৮২৫ থেকে ১৮৩০ সালে একটি পাঁজির দাম ছিল এক টাকা। ১৮৫৭–তে এর দাম দাঁড়িয়েছিল দু'টাকা। ১৮৫৭–তে শুধু কলকাতার বাজারে এক লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার পাঁজি বিক্রি হয়েছে বলে জেমস লঙ সাহেব প্রমাণ পেয়েছিলেন। ১২২৭ সনে যে পাঁজি প্রকাশিত হয় তাতে কিছু পরিবর্তিত বিষয় ছিল। এই সময় থেকে প্রতি মাসের প্রথমে সংক্রান্তি ঠাকুরের ছবি দেওয়া আরম্ভ হয়। তখন কলকাতায় কোনও বইয়ের দোকান না থাকায় পাঁজি বিক্রি হত ছাপাখানা থেকেই। মুটেরা ঝাঁকায় ভর্তি করে পাঁজি নিয়ে পথে পথে ফেরি করে বেড়াত।

পঞ্জিকা প্রসঙ্গে বিভিন্ন পণ্ডিতের সঙ্কলিত পঞ্জিকায় স্বাভাবিক ভাবেই কিছু কিছু পার্থক্য দেখা দিত। ইংরেজরা এদেশের শাসনভার গ্রহণ করে দেশীয় তারিখ অনুযায়ী নানাবিধ অনুষ্ঠান ও রাজকার্য পরিচালনা করত। কিন্তু বিভিন্ন লোকের দ্বারা সঙ্কলিত হাতে লেখা পঞ্জিকার প্রায়ই তারিখ বার ইত্যাদির রকমফের দেখা দেওয়ায় রাজকার্য বিঘ্নিত হত। তাই সরকারের অনুরোধে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র বিশিষ্ট পণ্ডিতদের আমন্ত্রণ করে এক আলোচনা সভায় পঞ্জিকা সংকলনের একটি সর্বসম্মত বিধি স্থির করেন। কৃষ্ণচন্দ্র নদিয়ার শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত রামচন্দ্র বিধ্যানিধিকে দিয়ে পঞ্জিকা সঙ্কলন করিয়ে স্থানীয় নবাব, বিশিষ্ঠ পণ্ডিত ও বিদ্বান ব্যক্তিদের বিতরণ করতেন। এইসব কারণেই বাংলা পঞ্জিকার প্রথম পৃষ্ঠপোষক তাঁকেই বলা হয়। তাই প্রথমদিকে আমরা প্রায় সব মুদ্রিত পঞ্জিকায় দেখতে পাই সঙ্কলকরা মুখবন্ধে লেখেন— 'মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের অনুমত্যানুসারে' বা 'নবদ্বীপাধিপতির অনুমত্যানুসারে' সঙ্কলিত।

স্বাধীন ভারতে এই সমস্যার সমাধান করতে ভারত সরকার ১৯৫২ সালে মেঘনাদ সাহাকে সভাপতি করে একটি পঞ্জিকা সংস্কার কমিটি গঠন করেন। এই কমিটি ১৯৫৫ সালে সর্বাধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞান ভিত্তিক পদ্ধতিতে পঞ্জিকার সমস্ত তথ্যাদি গণনার সুপারিশ করে। ভারত সরকার এই সুপারিশ গ্রহণ করে ইংরেজি, বাংলা এবং আরও ১০টি ভারতীয় ভাষার প্রতিবছর 'রাষ্ট্রীয় দিনদর্শিকা' প্রকাশনার ব্যবস্থা করেছে। ভারতের রাষ্ট্রীয় পঞ্জিকা হলো শকাব্দ মতে। এতে বছরের প্রথম মাস ধরা হয় চৈত্রকে। বছর ৩৬৫ দিনেই হয়। ইংরেজি ২২ মার্চ চৈত্রের প্রথম দিন শুরু হয়। লিপ ইয়ারে ২১ মার্চ থেকে হয় । এতে বছরের প্রথম ৬ মাস সবই ৩১ দিনের হয়। ভারত সরকারের রাষ্ট্রীয় পঞ্জিকার মাসগুলির ক্রম হল : (১) চৈত্র (২) বৈশাখ, (৩) জ্যৈষ্ঠ, (৪) আষাঢ়, (৫) শ্রাবণ (৬) ভাদ্র, (৭) আশ্বিন (৮) কার্তিক (৯) অগ্রহায়ণ (মার্গশীর্ষ), (১০) পৌষ, (১১) মাঘ, (১২) ফাল্গুন। শকাব্দ চান্দ্রমাস অনুসারে বছর ধরা হয়। বঙ্গাব্দ সৌরমাস অনুসারে হয়। ভারত সরকার বাংলাভাষায় রাষ্ট্রীয় পঞ্জিকা প্রকাশ করলেও বাংলায় এখনও তা বহু মানুষের কাছে দুর্বোধ্য।

বিগত দু'শ বছরে বঙ্গদেশে ভিন্ন ভিন্ন নামে নানা পঞ্জিকা প্রকাশিত হলেও সে সমস্ত পঞ্জিকার প্রচলন এখন আর নেই। বর্তমানে গুপ্তপ্রেস ডাইরেক্টরি, পিএম বাগচির ডাইরেক্টরি, পূর্ণচন্দ্র ডাইরেক্টরি, বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত, বেনীমাধব শীলের ডাইরেক্টরি প্রভৃতি পঞ্জিকাগুলিই হলো বর্তমানকালের উল্লেখযোগ্য বাংলা ডাইরেক্টরি পঞ্জিকা।

সিদ্ধিদাতার আবাহন না গণেশ ওলটানো

কালিদাস চক্রবর্তী

নির্বাচন শেষ হওয়ার এতদিন পরে গণনা পড়ায় বেজায় উৎকণ্ঠায় দিনযাপন করছেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা মন্ত্রী থেকে সান্ত্রী অথবা সাধারণ কর্মীরাও। শাসক থেকে বিরোধী সবাই কার্যত দাবি করছেন ক্ষমতায় এসে গিয়েছেন তারা। নির্বাচনী লড়াইয়ে জেতার ব্যাপারে নেতানেত্রীরা নাকি নানা অভিনব কুসংস্কারের সাহায্যও নিয়ে থাকেন। মুখে যদিও কেউ স্বীকার করছেন না এর সত্যতা। কিন্তু নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা যাচ্ছে বেশ কয়েকজন নেতা, মন্ত্রী বা প্রার্থী (সব দলেরই কম বেশি) নাকি ভয়ঙ্কর বাতিকগ্রস্ত। এদের মধ্যে অনেকেই ভোট পর্ব শুরু হওয়ার পর থেকে যে পোশাক পরে থাকছেন সচরাচর তার থেকে বেরোচ্ছেন না। গণনার দিনেও তাদের অনেকেই হয়তো এই বিশেষ পাঞ্জাবি, কুর্তা বা শাড়ি–সালোয়ার পরে তবেই নির্দিষ্ট কেন্দ্রে যাবেন। এদের দেখে মনে পড়ছে গড়ের মাঠের অনেক সংস্কারগ্রস্ত ফুটবলার বা কোচের কথা যাদের পরনে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে শোভা পেত কিছু বাছাই পোশাক। আবার খেলার সময় দেখা গিয়েছে অনেক সমর্থক একটা বিশেষ জায়গায় ঠায় বসে আছেন। তাদের যুক্তি ওই জায়গায় বসলেই প্রিয় দল বা ক্লাব জয়লাভ করবে। নেতাদের ক্ষেত্রেও এই ধরণের পয়মন্ত স্থানে গ্যাঁট হয়ে বসে থাকার ভুরি ভুরি উদাহরণ মিলবে গণনার দিনগুলিতে। এই ব্যাপারে ডায়ে বামে কোনও তফাৎ চোখে পড়বে না।

কলকাতার এক প্রয়াত জ্যোতিষীর স্লোগান গঙ্গাসাগরের তুলনা টেনে একসময় দারুণ জনপ্রিয় হয়েছিল। পরবর্তীকালে তিনি একটি গ্রাউন্ড চ্যানেল তৈরি করেন। তার কাছে হাত দেখাতে বা কুষ্টি বিচার করাতে আসেননি এমন নেতা বিরল ছিল এই রাজ্যে। সবথেকে বড় কথা যারা কথায় কথায় নিজেদের নাস্তিক মনোভাবাপন্ন হিসাবে জাহির করেন সেই দলের নেতারাও নাকি ভোটের আগে এই জ্যোতিষ মহারাজের

দ্বারস্থ হতেন। তা বাম নেতারা যদি এই তথাকথিত কুসংস্কারের প্রভাবে আচ্ছন্ন হতে পারেন তো ডানপন্থীদের আরও পোয়াবারো। উল্লেখ্য এবারের হাড্ডাহাড্ডি নির্বাচন মেটার পর শাসক দল পুজো পাঠে বেজায় মনোনিবেশ করেছেন। বিদায়ী বিধানসভার মুখ্যসচেতক প্রবীন নেতা শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় তপসিয়ার তৃণমূল ভবনে গিয়ে বিধিপূর্বক গণেশপুজো সেরেছেন। একে অকাল বোধনের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। কারণ অক্ষয় তৃতীয়ার শুভ অবসরে সাধারণত ব্যবসায়ীরা সিদ্ধিদাতার পুজো করেন। সেখানে রাজনৈতিক দলের দফতরে পুজো কেন? এই প্রশ্নের জবাবে এক রসিক পার্টি কর্মী বলে বসেন, 'বুঝলেন না, রাজনীতির মতো বড় কারবার আর কি আছে।' এই যুক্তি একেবারে উড়িয়ে দেওয়ার মতো নয়। এর মধ্যে আবার শাসকের গণেশ আবাহন নিয়ে বিরোধী শিবিরের টিপ্পনি, 'গণেশ ওলটানোর আগে গণেশ পুজো'। সাধারণত কারবার গুটিয়ে নেওয়ার আগে এক বিশেষ ব্যবসায়ী সম্প্রদায় তার ইঙ্গিত দেয় গণেশ ওলটানোর মাধ্যমে। শাসকের তরফে এই ধরণের কোন ইঙ্গিত থাকছে কিনা তার জবাব পাওয়া যাবে একমাত্র ১৯ মে।

উন্নয়ন বনাম দুর্নীতির লড়াইয়ে তাই 'কোন জিতা আর কোন হারা'–র জন্য ধৈর্যই একমাত্র দাওয়াই। সাধারণ সমর্থক থেকে ভোটদাতা তাদের যখন এত উৎসাহ তখন পোড় খাওয়া রাজনীতিবিদদের ধৈর্যের বাধ যে ফেটে যাচ্ছে তা বলাইবাহুল্য। সেজন্যই বোধহয় নানারকম জপমালার আয়োজন। এবারের নির্বাচনী গণনায় ভোটের মতোই কড়া নজরদারি বহাল থাকছে। কমিশনের হাতে লাগাম থাকায় যথারীতি 'বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরো'র গল্প না হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। গণনার একদম সন্ধিক্ষণে দুম করে লোডশেডিং হল, আর তার ফাঁকে এগিয়ে থাকা বিরোধী দলের প্রার্থী শেষ রাউন্ডে অল্প ভোটে হেরে গেলেন এমন ঘটনা এই উন্নততর কমিশনের জমানায় সম্ভব নয়। কারণ 'বিয়ের প্রথম রাতেই বেড়াল মেরেছে কমিশন'। এই যে চরম সতর্কতায় রাজ্যে ভোট পর্ব শেষ হল এমনটাই বা কাহাতক নিরীক্ষণ করেছেন বঙ্গবাসী। সেখানেই শাসকের যাবতীয় মেশিনারি 'ফেল' মেরে দিয়েছে। এরপর গণনা কেন্দ্রে ওস্তাদি কেই বা দেখাতে চাইবে।

অশোক দেবের লড়াই এবার টাফ

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনায় তৃণমূলের শক্ত দুর্গ বজবজে কি চারবারের জয়ী তৃণমূল প্রার্থী অশোক দেব এবার 'টাফ' লড়াইয়ের মুখোমুখি? এই প্রশ্নই এখন বজবজের সর্বত্র ঘুরপাক খাচ্ছে। অশোক দেবের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের প্রার্থী হয়েছেন নেহাতই লো প্রোফাইলের প্রার্থী মুজিবর শেখ। সিপিএমের নেতা–কর্মীরা তাঁর জন্য ঝাঁপিয়েছেন ষোলো আনা। এমন কি দিল্লি থেকে রাহুল গান্ধি তাঁর জন্য বিড়লাপুরে জনসভা করে গিয়েছেন সিপিএমের নেতাদের পাশে নিয়ে। কিন্তু ভোটের দিন পর্যন্তও অশোক দেবের বিশাল মার্জিনের জয় নিয়ে কারও সন্দেহ ছিল না। কিন্তু ভোট পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন অঞ্চল এবং মহল থেকে জানা যাচ্ছে অশোক দেব জিতবেন, কিন্তু বেশি মার্জিনে নয়। কংগ্রেস–সিপিএম জোট সূত্রের খবর অশোক দেব হেরে গেলেও অবাক হওয়ার কিছু নেই।

অশোক দেবের জয় নিয়ে কিংবা মার্জিন নিয়ে তৃণমূলের ম্যানেজাররা এত চিন্তিত কেন? বজবজ বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী অশোক দেবের নির্বাচন কমিটির চেয়ারম্যান গৌতম দাশগুপ্ত জানালেন, অশোকদা অবশ্যই জিতবেন। তবে গত বিধানসভা নির্বাচনে যে ৪৭০০০ ভোটে জিতে ছিলেন, সেটা হবে না। কারণ? গৌতমবাবু বলেন, নিউ সেন্ট্রাল জুট মিল বন্ধ একটু ইস্যু হয়ে গিয়েছে। গৌতমবাবু বলেন, বজবজ–২ নম্বর ব্লকের সাউথ বাওয়ালিতে ভাল ফল হবে। নর্থবাওয়ালিতে আমরা কম লিড পাব। কাশীপুর আলমপুর ও ডি–রায়পুর কি হবে বলতে পারছি না। বজবজ–১ ব্লকের ৬টি অঞ্চলের মধ্যে পাঁচটিতে আমরা লিড পাব। এছাড়া পুজালি ও বজবজ পুরসভাতেও লিড পাব।

সুচিন্তায় নীরোগ, দুঃশ্চিন্তায় কুরোগ

অরুণ অধিকারী

ছোটবেলায় শরীরটা খারাপ, খারাপ লাগছে বললে মা খুব করে আমাকে বকে দিতেন। বলতেন রোগ রোগ ভান করলে কখনও কখনও তা সত্যি সত্যি রোগে পরিণত হয়। মনের কারিকুরি সম্পর্কে প্রচুর তথ্য ও তত্ত্ব বাবার কাছ থেকে পেতাম। সে সব ছিল বাবার কিছুটা পড়াশুনা ও প্র্যাকটিক্যাল অভিজ্ঞতা। বাবার এক বন্ধু ছিলেন জীবন রায়। তাঁকে আমরা জীবনকাকু বলে ডাকতাম। তিনি খুব ভাল ফুটবল খেলোয়াড় ছিলেন। তিনি একবার তার অভিজ্ঞতার কথা বলছিলেন যে, একবার খেলতে খেলতে শুধুই ম্যাচ হারছিলেন। এই সময় ঘটনাচক্রে উল্টোপাল্টা খাওয়ার দরুণ ভীষণ পেট খারাপ শুরু হল। তখন (প্রায় ৪০ বছর আগের ঘটনা) এতো ভাল ওষুধ ছিল না। যাইহোক পেট খারাপে নাজেহাল হয়ে দুর্বল হয়ে পড়েন, এবং টিম থেকে সাময়িক বিরতি নেন। তিনি দলের ক্যাপ্টেন ছিলেন। অন্য একজনকে অধিনায়কত্বের ভার দিয়ে ম্যাচ চলতে থাকল এবং সৌভাগ্যক্রমে দল ২ দিন পরেই ফাইনালে উঠল। এবার ক্যাপ্টেনের উত্তেজনা জাগল মনে। সামান্য পেট খারাপ থাকা সত্ত্বেও খেলতে নেমে প্রথম গোলটি শোধ করেই ক্যাপ্টেন জীবনকাকু স্বরূপ ধারণ করলেন। টিম জিতল ৩–১। জীবনকাকু নাকি ভুলেই গেলেন পেট খারাপ ও দুর্বলতার কথা। খেলা শেষে পাঁঠার মাংস পেট পুরে এলাহি খাবার দাবার। কোথায় গেল পেট খারাপ, কোথায় গেল দুর্বলতা।

এরকম অনেক ঘটনা শুনে শুনে ভাবতাম সত্যিই তাহলে মনটা দিয়ে শরীর ঠিক রাখা যায়। তারপর মনোবিদ্যা পড়তে এসে বিভিন্ন বই পত্র–পত্রিকা পড়ে (যেমন ডঃ মনজুর আহমেদের বই অস্বাভাবিক মনোবিদ্যা, অধ্যাপক নীহাররঞ্জন সরকার ও ডাঃ তনুজা সরকারের বই অস্বাভাবিক মনোবিজ্ঞান—মানসিক ব্যাধির লক্ষণ, কারণ ও চিকিৎসা) চমৎকৃত হলাম। পেলাম বহু মূল্যবান তত্ত্ব ও তথ্য।

মনের রোগ যখন শরীরে

পরবর্তীকালে মনকে কাজে লাগিয়ে কিভাবে শরীরকে সুস্থ রাখা যায়, তাই নিয়ে, আমার সাধ্যমতো কিছুটা পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছি। সফল সেভাবে হয়েছি বলবো না। তবে মনে প্রাণে বিশ্বাস করতে পেরেছি, মনের থেকে শরীরের রোগের সৃষ্টি। তারপর 'হু' (WHO) মতে প্রায় ৯০% শারীরিক রোগের কারণ মন সেই তথ্য পেলাম। তারপর এই প্রসঙ্গে কয়েকটি প্রবন্ধও ছাপা হয়েছে এবং প্রচুর প্রশংসা পেয়েছি।

যাইহোক, এবার কিছু গবেষণা প্রসূত বিষয় নিয়ে, আলোচনা করব।

বলা হয় অসুখ দুধরণের হয়–

(ক) শারীরিক রোগ

(খ) মানসিক রোগ।

এখানে মানসিক অসুখ থেকে শারীরিক অসুখ অর্থাৎ মনের রোগ কিভাবে শরীরে বাসা বাঁধে তার গবেষণালব্ধ তথ্য নিয়ে আলোচনা করবো।

যেমন : বিষণ্ণতা (Depression) : প্রায় ক্ষেত্রে বিনা কারণে, উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা, ভয়, আত্মহত্যা করার ইচ্ছা প্রভৃতি নেতিবাচক (–) আবেগীয় অবস্থা শারীরবৃত্তীয় গোলযোগ সৃষ্টির জন্য দায়ী।

রোগ : দীর্ঘদিন বিষন্নতায় ভুগলে যে সব রোগ সৃষ্টি হয় যেগুলি হলো নিদ্রাহীনতা, ক্ষুধামান্দ্য, পেটে গ্যাস, অম্বল অর্থাৎ ক্রনিক পেটের গোলমাল, মাথাধরা। এসব তথ্য সাধারণ মানুষ এবং পাড়ার ডাক্তারবাবুরাও আজকাল জানেন। এমনিতেই বিষন্নতা দীর্ঘস্থায়ী হলে শ্বেত কণিকার জোর কমে যায় এবং বিভিন্ন সংক্রামক ব্যাধি সহ অন্য ব্যাধির জন্ম হয়। একটু আধটু যাঁরা খোঁজখবর রাখেন তাঁরা এর সত্য বুঝতে পারবেন আশা করা যায়।

DSM ও এবং DSM–4 (phychological factors effecting physical condition) অনুযায়ী রোগগুলি নিম্নোক্ত ভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

(ক) মনোদৈহিক হৃদরোগ : মানসিক আবেগের সাথে হৃদযন্ত্রের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। মনের মধ্যে জমে থাকা ভীতি, দুঃশ্চিন্তা, নিরাপত্তাহীনতা, অক্ষমতাবোধ, অসহায়বোধ প্রভৃতি নেতিবাচক আবেগ সমূহ দীর্ঘস্থায়ী বিক্রিয়া করে ব্যক্তির হৃদযন্ত্রের কাঠামো ও ক্রিয়ার উপর ক্ষতিকারক প্রভাব বিস্তার করে থাকে। এর ফলে ব্যক্তি হৃদরোগে আক্রান্ত হন। Meyer Friendman এবং Roy Rosenman এর গবেষণার বিষয় ছিল হৃদরোগ ও মানসিক শর্তের মধ্যে সম্পর্ক নির্ধারণ করা। এটি করতে গিয়ে তাঁরা দেখেছেন, A type আচরণ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ অর্থাৎ যারা অত্যন্ত সক্রিয়, উত্তেজনা প্রবণ, ধৈর্য্যহীন সব কাজই অত্যন্ত দ্রুতগতিতে সম্পন্ন করতে চায় এবং কৃতিত্ব অর্জনের জন্য প্রতিমুহূর্তে অতিরিক্ত তৎপরতা দেখায়। এরা অন্যের প্রতি যথেষ্ট পরিমাণ আক্রমণাত্মক মনোভাব ও ক্রোধ পোষণ করেন। এরা সাফল্যের জন্য নিবেদিত প্রাণ, একসাথে দুটো কাজ করতে চায়। লাইনে (line) দাঁড়িয়ে তর সয় না। খেলায় হার মানতে রাজি থাকে না, প্রতিদ্বন্দ্বী শিশু হলেও আগ্রাসী হয়ে ওঠে।

এরকম A type মার্কা আচরণকারীগণ হৃদরোগে আক্রান্ত হন বেশি। সাধারণ লোকেদের (যাঁরা A type নন) চেয়ে এই A type আচরণকারীরা হৃদরোগে আক্রান্ত হন প্রায় দ্বিগুণ সংখ্যক এবং অকালে সংসারকে ভাসিয়ে দিয়ে যান।

অন্য একটি গবেষণায় (MMPI) নৈরাশ্যবাদকে হৃদরোগের অন্যতম কারণ বলে দেখানো হয়েছে। Houston, Vavak এবং Miller এরা তাঁদের গবেষণার ফলাফলে বলেন, ক্রোধ নৈরাশ্যবাদী মনোভাব এবং আক্রমণাত্মক মনোভাব হৃদরোগের জন্য প্রধানত দায়ী।

আবার, যারা A type এর বিপরীত অর্থাৎ B type আচরণ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা যাঁরা ধীর, স্থির,

ধৈর্য্যশীল তাঁদের হৃদরোগ হবার সম্ভাবনা খুবই কম।

সুতরাং হৃদরোগ থেকে বাঁচতে হলে মন ও মগজ ভাল রাখতে হবে। সুস্থ মনের চর্চা করতে হবে। শরীর যেন ফিল গুড পায় সেদিকে নজর দিতে হবে। সেই সাথে ভিতরের যন্ত্রপাতির ত্রুটি থাকলে যথারীতি চিকিৎসা করাতে হবে।

(খ) হাঁপানি :

এ রোগের প্রধান লক্ষণ শ্বাসকষ্ট। ব্যাকটিরিয়াজনিত বা অ্যালার্জি জনিত কারণ ছাড়াও মানসিক কারণে হাঁপানি হতে পারে। যেমন—মানসিক দ্বন্দ্ব, স্নেহ, ভালবাসা থেকে বঞ্চনা, তীব্র হতাশাবোধ হাঁপানি সৃষ্টির জন্য দায়ী। এই সব লোকেরা সাধারণত প্রচন্ড উত্তেজনাপ্রবণ ও আক্রমণধর্মী হন এবং নিরাপত্তাবোধহীনতা ও আত্মবিশ্বাসহীনতায় ভোগেন। অনেক সময় এসব লোকেরা অত্যন্ত মাতৃনির্ভরশীল হন। Treuting (একজন গবেষক) গবেষণায় দেখেছেন যৌন সংক্রান্ত দ্বন্দ্ব, একই ব্যক্তির প্রতি ভালবাসা ও ঘৃণা বোধের দ্বন্দ্ব, হাঁপানি রোগ সৃষ্টি করে। তাই, হাঁপানি রোগের চিকিৎসা পদ্ধতিতে মনোগত চিকিৎসা ও আজকের দিনে অতি আবশ্যক।

(গ) সর্দিকাশি :

গবেষকদের মতে মানসিক চাপগ্রস্ত ব্যক্তিরাই বেশি সর্দিকাশিতে ভোগেন। হতাশাবোধ, ক্ষোভ, অবজ্ঞা বা কোন অপ্রীতিকর পরিস্থিতির বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া রূপে সর্দিকাশি সৃষ্টি হতে পারে। তাই মন ভাল রাখতে পারলে সর্দিকাশি থেকে অনেক সময় রেহাই পাওয়া যায়। তবে পরিবেশগত দূষণ থেকে রেহাই পাওয়ার বন্দোবস্ত করতে হবে।

(শেষাংশ পরবর্তী সংখ্যায়)

জঙ্গল জীবিকার বিকল্প না পেলে নির্ভরতা কমবে না

শঙ্করকুমার প্রামাণিক

জঙ্গল–নির্ভরতা কমাতে হবে। এটা কোনও নতুন কথা নয়। কীভাবে সুন্দরবনবাসীর এই নির্ভরতা কমবে সে ব্যাপারে নানাজন নানা পরামর্শ দিচ্ছেন। বিভিন্নভাবে সেগুলোকে কার্যকরী করার চেষ্টাও হচ্ছে। এই চেষ্টাটা সফল হতে পারে, যদি আমরা এর সঙ্গে আরও একটা উদ্যোগ নিই। আমরা যদি খোঁজার চেষ্টা করি, কীভাবে সুন্দরবনের বিভিন্ন এলাকার/দ্বীপের কিছু কিছু মানুষ নিজেদের উদ্যোগে, অভ্যস্ত জঙ্গল–নির্ভর জীবিকা থেকে বেরিয়ে আসছেন। এবং অন্য জীবিকায় যোগ দিচ্ছেন। এ প্রসঙ্গে আব্দুল কাহার লস্করের কথায় আসি। বয়স ৪৫–৪৬ হবে। বাবার নাম গোলামবারি লস্কর। বাড়ি হায়দর পাড়া। গরিব মুসলমান পাড়া। দেবীপুর–দেউলবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে। তিনি জানালেন দীর্ঘদিন ধরে তাঁর পাড়ার মানুষ জঙ্গলের কাঠ কেটে আর মধু ভেঙে সংসার চালিয়েছেন। এখন পারছেন না। আমি কাহার সাহেবের কাছে জানতে চাইলাম। এখন কাঠ কেটে, মধু ভেঙে সংসার চালানো যাচ্ছে না কেন?

– এখন খুব কড়াকড়ি। কাঠ কাটা যাচ্ছে না, বললেন কাহার সাহেব।

– আগে কি কড়াকড়ি ছিল না?

– হ্যাঁ, কড়াকড়ি ছিল। তবুও লুকিয়ে চুরিয়ে আমরা কাঠ কাটতাম। বনদপ্তরের পাহারা ছিল নদীতে। আমরা কাঠ কেটে জোয়ারে খাঁড়ি ধরে জঙ্গলের মধ্যে গিয়ে লুকিয়ে থাকতাম। ভাটাতেও নামতাম না। তখন নৌকো বসে যেত। পুনরায় জোয়ার এলে সুযোগের অপেক্ষায় থাকতাম। ফাঁক বুঝে বেরিয়ে আসতাম। বিভিন্ন জায়গার কাঠের গোলায় গিয়ে কাঠগুলো বেচে দিতাম। এখন আর সেটা পারা যাচ্ছে না।

– কেন পারা যাচ্ছে না?

– প্রত্যেকটা কাঠের গোলায় বনদপ্তরের কড়া চেকিং। গরান, বানি, কাঁকড়া, পশুর, ধুধুল, গর্জন ইত্যাদি জঙ্গলের কাঠ দেখলেই ওরা বুঝতে পারে। ধরা পড়লে শ'মিলের লাইসেন্স বাতিল করবে। তাই জঙ্গল থেকে সংগ্রহ করা আমাদের কাঠ আর শ'মিলে বিক্রি করা যাচ্ছে না।

– কোথায় কোথায় কাঠগুলো বিক্রি করতেন?

– জামতলা, কাঁটামারি, রায়দিঘি প্রভৃতি জায়গায়, কাঠের গোলায়। দু–চারটে পরিবার ছাড়া সব পরিবার থেকে জঙ্গলে কাঠ কাটতে যেত। আমাদের আয়ের প্রধান উৎসই ছিল কাঠ কাটা। তবে আমাদের পাড়ার সরদার পরিবারের কেউ কাঠ কাটতে যেত না।

– তা মধু ভাঙতে আপনারা যাচ্ছেন না কেন?

– এক মরশুমে ক'দিন মধু ভেঙে কী আর সংসার চলবে? – এতদিন তো তাই করতেন।

– না। মধু ভাঙাটা আমাদের কাছে ছিল গৌণ ব্যাপার। আসল কাজ ছিল সারা বছর জঙ্গলে গিয়ে কাঠ কাটা। তাতেই সংসার চলত। বাঁচার জন্যে জঙ্গলে কাঠ কাটতে যখন যেতেই হত, তখন মধু ভাঙার জন্যে জঙ্গলে যেতে খুব একটা ভয় পেতাম না। যেহেতু কাঠ কাটা এখন একেবারেই বন্ধ হয়ে গেছে, মধু ভাঙার জন্যে জঙ্গলে ঢুকতে আমাদের ভয় হয়। মধু ভাঙতে যাওয়ার কথা শুনলে এখন আমার বুক কাঁপে। আগে যারা মধু ভাঙতো, তাদের অধিকাংশই যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। এখনও অল্প কিছু লোক যায়, তবে নিয়মিত নয়।

– আর কাঁকড়া ধরেও তো ভালো আয় হত?

সুন্দরবনের ডায়েরি

– না। আমরা মুসলমান। কাঁকড়া ধরায় আমাদের আগ্রহ নেই। আমরা মাছ ধরতাম। দু'চারটে পরিবার কাঁকড়া ধরতে যেত। আমদের সংসার চলত কাঠ বেচে। মাছ–ধরা বলুন বা মধু–ভাঙা বলুন তার থেকে যে–আয় হত, সেটা যৎসামান্য।

– কাঠ বেচে কত আয় করতেন, যে–তাতে আপনাদের সংসার চলে যেত?

– ভালো আয় হত। বড়ো নৌকো হলে, তাতে দু'শ আড়াই'শ মণ কাঠ আনা যেত। ছোট হলে, এক'শ দেড়'শ মণ। বড়ো নৌকোতে থাকত ৬–৭ জন। ছোটতে ৪–৫ জন। গ্রামের নৌকো নয়। বাইরে থেকে ভাড়ায় আনতে হত। নৌকোর মালিক ভাড়া বাবদ আয়ের একটা ভাগ নিত। মাসে গড়ে দু'টো করে ট্রিপ। এক একটা ট্রিপে এক এক জনের আয় আড়াই থেকে তিন হাজার টাকা। প্রায় সারা বছরই লুকিয়ে কাঠ কাটা চলত।

– কাঠ কাটা এখন সম্পূর্ণ বন্ধ। সে–কারণে আপনারা মধু ভাঙতেও যাচ্ছেন না। মুসলমান বলে কাঁকড়া ধরাও পছন্দ করেন না। তাহলে আপনাদের সংসার চলছে কী করে?

এর উত্তরে কাহার সাহেব যা বলেছিলেন সেটা সংক্ষেপে এখানে উল্লেখ করলাম। বর্তমানে হায়দর পাড়ায় পরিবারের সংখ্যা শতখানেক হবে। বেশিরভাগ পরিবারের চাষের জমি ছিল না। এখনও তেমন নেই। কাহার সাহেব জানালেন যাঁদের বেশি জমি আছে, তাঁরা সব জমি নিজেরা চাষ না করে, কিছু কিছু জমি প্রতি বছর টাকার বিনিময়ে অন্যকে চাষ করতে দেন। এই ব্যবস্থাকে জমি 'লিজে' দেওয়া অথবা 'আগাম' টাকায় দেওয়া বলে। জমির মালিক নিজের সুবিধের জন্য এটা করে থাকেন। চাষের খরচ বেড়ে যাওয়ায় বেশি জমি চাষ করা জমির মালিকের কাছে লাভজনক নয়। আবার যে–সব গরিব মানুষ জমিটা লিজে নিচ্ছেন, তাঁরা পরিবারের লোকজনকে নিয়ে গায়–গতরে খেটে চাষটা করেন। লেবার খরচ লাগে না। এখন মজুরি বেড়ে গেছে। দৈনিক মজুরি ২৫০–৩০০ টাকা। কাহার সাহেব হিসেব দিলেন, লেবার খরচ করতে না হলে, ধারের টাকায় লিজে জমি নিয়ে চাষ করলেও লাভ থাকে। সারের দোকান বাকিতে সার দেয়।

এখন গ্রামের অধিকাংশ গরিব মানুষ ধারবাকি করে টাকা সংগ্রহ করে, বর্ষার আমন এবং খোরোয় (গ্রীষ্মে) বোরো চাষ করছেন। গ্রামের মধ্যে কয়েকটা শ্যালো বসেছে। জল কিনে বোরো ধানের চাষ করার সুযোগ মিলেছে। এক বিঘে জমি চাষ করতে হলে শ্যালোর মালিককে এক হাজার টাকা দিতে হয়। আর ঐ জল তুলতে যে তেল লাগে তার দাম দিতে হয়। প্রায় ৩০ লিটার তেল লাগে। দাম লিটার পিছু ৫০–৫২ টাকা (২০১৫)। কাহার সাহেব জানালেন গত বছর (২০১৪) গ্রীষ্মে তিনি উচ্চ ফলনশীল ধান (লাল শঙ্কর) চাষ করে বিঘে প্রতি ১৮–১৯ বস্তা করে ধান পেয়েছিলেন। চুয়ান্ন কেজিতে এক বস্তা। দাম ছিল ৮৫০–৯০০ টাকা বস্তা। অনেক মানুষ জমির আল লিজে নিয়ে সবজি চাষ করছেন। বেশি রোজগারের আশায় অনেকে আবার বাইরের রাজ্যে কাজ করতে যাচ্ছেন। কিছু কিছু ছেলে ছোকরারা, পড়াশোনা না করে সন্তোষপুর, মেটিয়াবুরুজে সেলাইয়ের কাজে গেছে। সম্প্রতি বাড়ির বৌ–ঝিদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কচিকাচারাও জরির কাজে হাত লাগিয়েছে। নানাভাবে আয় করে হায়দার পাড়ার মানুষ সংসার চালাচ্ছেন। আগে শুধুমাত্র কাঠ কেটে যে–আয় হত, এখন বিভিন্নভাবে রোজগার করে সেটা পূরণ করতে হচ্ছে। ফলে জঙ্গলে কাঠ কাটা সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেলেও, এখন সকলে দু'বেলা খেতে মাখতে পাচ্ছেন।

মাঙ্গলিকী

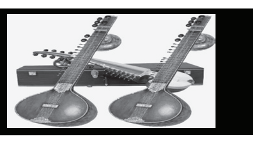

প্রেস ক্লাবে 'পোস্ট মাস্টার' সিডি উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি : সামনেই ২৫ শে বৈশাখ। এই কবিপক্ষে সম্প্রতি কলকাতা প্রেস ক্লাবে মুক্তি পেল টাইমস মিউজিক থেকে পোস্টমাস্টার ছবির সিডি। এই CD উদ্বোধন করেন অভিজিৎ গুহ (নির্দেশক) অভিনেতা বিপ্লব চট্টোপাধ্যায়, কল্যাণ চট্টোপাধ্যায়, বোধিসত্ত্ব মজুমদার ও গায়িকা অন্বেষা ও ছবির অন্যান্য কলাকুশলী। কাহিনী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, চিত্রনাট্য সংলাপ ও পরিচালনা সৃজন বর্ধন, শ্রী মিডিয়া নিবেদিত এই ছবিতে অভিনয় করেছেন ঈশান মজুমদার, পুজারিনী ঘোষ, বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী, তুলিকা বসু, মৌসুমী সাহা, রোহন ভট্টাচার্য প্রমুখ। পোস্টমাস্টার মিউজিক সিডিতে গান আছে সাতটি। প্রতিটা গান শুনতে অনবদ্য লাগে। সিডিটি কিনতে পারেন। ছবিটি মুক্তি পাবে মে মাসের মাঝামাঝি।

নব বর্ষ পালনে সন্তোষপুরের মাতৃসংঘ

নিজস্ব প্রতিনিধি : এই প্রতিবেদক যখন সন্তোষপুরের (যাদবপুর) মাতৃসংঘের অনুষ্ঠানে পৌঁছালেন, তখন সভাঘরে স্থায়ী বেদির ওপরে প্রতিষ্ঠিত ঠাকুর শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ, মা সারদা ও স্বামী বিবেকানন্দের মূর্তির সামনে সন্ধ্যা আরতি শুরু হয়ে গিয়েছে। সামনে উপবিষ্ঠা সংগঠনের মহিলা সদস্যাবৃন্দ। মন্ত্র উচ্চারণে, ধূপধূনার গন্ধে 'মাতৃশক্তি'–র ঔজ্জ্বল্যে উজ্জ্বল সভাঘর— এই পরিবেশে উপস্থিত থাকতে পারা ঠাকুরেরই আশীর্বাদ এই কথাটিই এই বরিষ্ঠ প্রতিবেদকের মনে হল।

আরতির শেষে শান্তির জলে শুদ্ধ হওয়া, সাথে সদস্যাবৃন্দের সমবেত স্ত্রোত্রপাঠ সহ সংগঠনের নিজস্ব গান—এ হল সঙ্গীতসহ সাহিত্য সংস্কৃতিচর্চার মাধ্যমে ঈশ্বরকে ছুঁয়ে থাকা...

ইতিমধ্যে আসরে এসে গিয়েছেন আসরের নিয়মিত সঞ্চালক তথা বিশিষ্ট ছড়াকার, কবি ও সঙ্গীত শিল্পী ডাঃ নিলাদ্রি বিশ্বাস। সকলকে বাংলা ১৪২৩ এর আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে বললেন, ১৩৪৮–এর ১লা বৈশাখ রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন 'ওই মহামানব আসে'— বহু পুরানো পত্রিকা থেকে ডাঃ বিশ্বাস কবিতাটি (পরে গান হয়) তাঁর নিজস্ব ছন্দে পড়লেন—আসরকে বেঁধে দিলেন উঁচু তানে...

এরপর সংগঠনের কর্ণধার স্বনামখ্যাত সঙ্গীত শিক্ষিকা পাপড়ি নাথ সকলকে নববর্ষের শুভেচ্ছা জানিয়ে মাতৃসংঘের শুরুর দিনের কথা কিছু বললেন—২০০৩এ তাঁরা মা সারদার শ্বেত পাথরের মূর্তি তৈরি করেন। তা প্রতিষ্ঠা করে, গানকে নিয়েই জীবনে নতুন করে পথ চলা শুরু করেন। সাথে সাথে চলে কিছু দুঃস্থদের জন্যে কাজ। ওই সময়েই বরিষ্ঠা সদস্যা আরতি দেবীকে (আরতি নন্দী যিনি সন্ধ্যা আরতি করেন একটু আগেই) স্বপ্নে দেখা দিয়ে ঠাকুর শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ বলেন, 'আমাকে তোরা প্রতিষ্ঠা করিবিনে? ঠিকই তো, মা সারদার পাশে ঠাকুর শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ না থাকলে কি 'পূজা' সম্পূর্ণ হয়? অতঃপর মা সারদার পাশে প্রতিষ্ঠিত হলেন ঠাকুরের শ্বেত পাথরের মূর্তি আর এই সাথেই তাঁদের 'সন্তান' স্বামী বিবেকানন্দেরও শ্বেত পাথরের মূর্তি— মাতৃ সংঘের 'পথ চলা' আরও 'উজ্জ্বল' হল...

এরপর সভায় এদিন সঙ্গীতের মাধ্যমেই ঈশ্বরকে 'ছুঁয়ে থাকা'–র 'কাজ' শুরু হল। তবে তার আগে উপস্থিত সকল বরিষ্ঠা সদস্যাদের কর্ণধার পাপড়ি নাথ স্মরণ করিয়ে দিলেন একটি কথা এত বড় সভাঘরে যাঁরা পিছন দিকে বসে আছেন তাঁরা যাতে সবার গান শুনতে পান তারই জন্যে মাইক্রোফোনের ব্যবস্থা, এ কোনও বাণিজ্যিক সঙ্গীতানুষ্ঠান নয়— সুতরাং সকলে যেন খোলা মনে গান শোনান। বস্তুতঃ কর্ণধারের কথাকে সম্মান জানিয়েই সকল 'মাতৃরূপী' শ্রদ্ধেয়া সদস্যরা গান শোনালেন : আরতি নন্দী ('রামকৃষ্ণ নাম বল' ভক্তিমূলক গান), বীথিকা বন্দ্যোপাধ্যায় ('হে গোবিন্দ' ভক্তিমূলক গান— রচনা ও সুর পাপড়ি নাথ)। জয়া মুখার্জি ও রত্না মজুমদার (দ্বৈত কণ্ঠে 'তুমি নির্মল কর'), মঞ্জুশ্রী দাস ('ওগো আমার প্রাণের ঠাকুর'— ভক্তিমূলক গান রচনা ও সুর পাপড়ি নাথ), চন্দনা চক্রবর্তী ('নাগো মা, এই যে ধূলায়'), লুসি দত্ত ('চোখের আলোয়'), মনিকা মজুমদার ('মুখ পানে চেয়ে দেখি'), মিনতি পোদ্দার ('কবে চির মধু মাধুকরী'), দেবী দাস ('সেদিন আমায় বলেছিলে'), গৌরী মজুমদার ('কতবার ভেবেছি'), শৈলী দে (?), মন্দিরা চক্রবর্তী ('বরিষ ধারার মাঝে'), পম্পা মন্ডল ('অগ্নিবীণা বাজাও তুমি'), সোমা ভট্টাচার্য ('জীবন আমার চলছে যেমন') প্রমুখ। আলাদা করে বলতে হয় বালিকা সুমেধা দেবনাথ ('তোমারি গেহে'), তরুণী দেবপ্রিয়া ভট্টচার্যর গানের কথা ('তোমার সুরের ধারায়')। কেন তিনি সুখ্যাত সঙ্গীত শিক্ষিকা তার প্রমাণ রাখলেন পাপড়ি নাথ দুটি গানের অনবদ্য, আত্মমগ্নস্থ পরিবেশের মাধ্যমে— সজনীকান্তের 'ওরা চাহিতে জানেনা' ও রবীন্দ্রসঙ্গীত 'যা পেয়েছি প্রথম দিনে'–র পরিবেশনার মাধ্যমে— ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ–মা সারদা–স্বামী বিবেকানন্দকে ছুঁয়েই যে তাঁর সঙ্গীত চর্চা ও কিছু সমাজ সেবার কাজ করা, তা পাপড়ি দেবীর দৃপ্ত ভাষণে ও আত্মমগ্নস্থ সঙ্গীত চর্চায় বোঝা যায়...

সমগ্র অনুষ্ঠানটি তাঁর টুকরো টুকরো মণিমুক্তসম বক্তব্যের মাধ্যমে উঁচু তানে ধরে রাখলেন সঞ্চালক ডাঃ নিলাদ্রি বিশ্বাস। এক ফাঁকে শোনালেন অসাধারণ আবৃত্তি অজিতেশ চক্রবর্তীর শাশ্বত রচনা 'সমুদ্র যাত্রার গান'। অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে শুনিয়েছেন রবীন্দ্রসঙ্গীত, 'এই যে তোমার প্রেম'। আবার আলিপুর বার্তা সংবাদপত্রের 'মনের খেয়াল' ছোটদের বিভাগে প্রকাশিত ডাঃ বিশ্বাসের ছড়া পাঠ করলেন বরিষ্ঠ সাংবাদিক অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় আবার 'ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভাঙে'–কে মান্যতা দিয়ে দেখালেন বিবিধ প্রতীক চিহ্ন আঁকা বড় তাসের প্যাক নিয়ে 'মনের ম্যাজিক'। দেখিয়েছেন 'ভূতুড়ে চাবি'র ম্যাজিক। শুনিয়েছেন রবীন্দ্রনাথকে 'জাদু সম্রাট পি সি সরকার সিনিয়রের 'এক্স রে আইজ' খেলাটি দেখাবার কাহিনী, যা দেখে জাদু সম্রাটের অনুরোধে কবি শোনান 'চোখের আলোয় দেখেছিলাম' গানটির কয়েক কলি... পরে অরুণ বাবু শোনালেন তাঁর সদ্য প্রকাশিত কবিতা, 'উলঙ্গ রাজা ফিরে এলো'... আবার সঞ্চালক ডাঃ বিশ্বাস পাঠ করলেন খুব পুরানো সাহিত্য পত্রিকাতে প্রকাশিত ভোলা ময়রার মজাদার কবিতা, 'দধি', আসর আরও 'সুধাময়' হয়ে উঠলো... বলতে ভুল হয়ে যাচ্ছিল... সন্ধ্যারতির পরেই আসরে উপস্থিত সকলে পেলেন পুজোর প্রসাদ... যাবার আগে সবাই পেলেন মিষ্টির প্যাকেট...

মাতৃময়ী সংগঠনের আসর শেষ হল সদস্যাবৃন্দের সমবেত সঙ্গীত 'রামকৃষ্ণ নামে' সঙ্গীতের মাধ্যমে।

পত্র–পত্রিকার আলোচনা

শিল্প মনন

(পাক্ষিক সংবাদ পত্র – সম্পাদক স্বর্ণেন্দু শেখর দাস) মার্চ ২০১৬ সংখ্যায় হলদিয়া শিল্পাঞ্চলের দুটি বিকাশের কথা প্রকাশিত হয়েছে। হলদিয়া তৈল শোধনাগারের সম্প্রসারণ ও কিছু অস্থায়ী বাসিন্দাদের সুষ্ঠু পুনর্বাসনের খবরের পাশাপাশি এক্সাইড ব্যাটারী প্রস্তুতকারী সংস্থার কারখানা সম্প্রসারণের জন্য ৪০০ কোটি টাকা বিনিয়োগের খবর রয়েছে। দীঘার সমুদ্র–সৈকতে নতুনতর বিনোদন উপকরণের খবর ও নন্দীগ্রামে একগুচ্ছ সরকারি প্রকল্প উদ্বোধনের সংবাদ রয়েছে। পত্রিকায় কবিতার জন্যও বিশেষ জায়গা রেখেছেন সম্পাদক। অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিধান সাহা, তমালিকা পণ্ডা শেঠ, প্রশান্ত মাইতি প্রমুখেরা ভালো কবিতা দিয়েছেন। সম্পাদকের নজর এড়িয়ে সমীর কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাটি (রঙ) দু–বার ছাপা হয়। একমাত্র অণু গল্পটি লিখেছেন সুনীল মুখোপাধ্যায়। গল্পটিতে যুক্তি–টুক্তি উধাও, গরিব ঘরের মেধাবী ছাত্রর প্রতি অবজ্ঞার কোনও যুক্তিগ্রাহ্য কারণ লেখক দেখান নি কেন। মেয়েদের মনস্তত্ত্বের স্বাভাবিক নিয়মের ধার দিয়ে যান নি লেখক। পত্রিকার ঠিকানা – মহিষাদল, পূর্ব মেদিনীপুর – ৭২১ ৬২৮০ / 9732558192 / 9434801792।

জ্ঞান ও চেতনা

(চৈত্র ১৪২২ / সম্পাদক – নমিতা মিশ্র) বর্তমান সংখ্যাটি জ্ঞানদাস সংখ্যা হিসাবে নিবেদিত, কিন্তু ধন্দ লাগে যখন দেখি পত্রিকার প্রচ্ছদে পত্রিকার নামই ছাপা হয়নি! লিটল ম্যাগাজিনে নানা ধরনের ভুলত্রুটি হয়ে থাকে কিন্তু তাই বলে এমন প্রমাদকে মেনে নিতে হবে! চণ্ডীদাস ও জ্ঞানদাসের ওপর লিখিত নিবন্ধগুলি (সনৎ কুমার নস্কর, তিস্তা বেজ, সীমা গুপ্ত, গিরিজা শঙ্কর মুখার্জী, অসীম ব্যানার্জী, সঙ্গীতা মিশ্র প্রমুখ) পত্রিকার মূল সম্পদ। অমিতাভ গুপ্ত, অরুণ ভট্টাচার্য, তারকেশ্বর চট্টরাজ, পঙ্কজ কুমার নাথ, বিকাশ দাশ, কৃষ্ণা বসু, লহরী (বড়াল) চক্রবর্তী, রুমা গুহ প্রমুখের কবিতা। সুকুমার মণ্ডল ও সৌমিত্র মজুমদারের ছড়া দুটি কেন কচিপাতা বিভাগে দেওয়া হল বোঝা গেল না। পত্রিকার উদ্যোগে নানাবিধ সামাজিক কর্মকাণ্ডের সচিত্র বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে। নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় প্রয়াস। পত্রিকার ঠিকানা–গ্রাম/পোঃ মাসুন্দী, জেলা বর্ধমান – ৭১৩ ১২৯)

মহিলা কথা

(উৎসব ২০১৫ সংখ্যা / প্রধান সম্পাদক – কৃষ্ণা বসু) সম্ভবতঃ এটিই এই ষান্মাষিক পত্রিকার আত্মপ্রকাশ সংখ্যা। নামকরণেই পরিস্কার যে মহিলাদের কথা বলার জন্যই এই কথা মুখের আবির্ভাব। সেই শর্ত মেনে প্রায় সমস্ত রচনাই মহিলাদের কলম থেকে উতসারিত হয়েছে। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের একটি কবিতার পুনর্মুদ্রণ ও ডঃ অমরেন্দ্র নাথ বর্ধনের নিবন্ধ (মালালা ইউসাফজাই ও ভগিনী নিবেদিতা) দুটিই নারীশক্তির বিজয়ের কথা ঘোষণা করেছে। বেশ কিছু বনেদী বাড়ির দুর্গাপূজার ইতিকথার সংযোজন আমাদের অতীতের দিকে দৃষ্টি ফেরায়। কৃষ্ণা বসু, চিত্রা লাহিড়ী, তমালিকা পণ্ডা শেঠ, রিন্টা বন্দ্যোপাধ্যায়, সুদীপা সাহার কবিতা দাগ কাটে মনে। লেখা সংক্রান্ত নিয়মাবলীতে একটি শর্ত দেখা গেল – লেখা প্রকাশিত হলে লেখক–কে তিনটি কপি কিনে নিতে হবে! লেখা পাঠানোর আগে কথাটা লেখক–রা নিশ্চয় স্মরণে রাখবেন। বইটির নির্মাণে বেশ অভিনবত্ব রয়েছে – শেষের আট–দশটি রঙীন বিজ্ঞাপনী পাতা ছাড়াও ১১২ বারো পাতার মাত্র ৫০–টি পাতা পত্রিকার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে, বাকি ৬২–টি পাতায় পাতায় বিজ্ঞাপন আর বিজ্ঞাপন। পত্রিকার ঠিকানা – মহিষাদল, পূর্ব মেদিনীপুর – ৭২১৬২৮ / 9474973901।

মুখোশ

(সৌরীন চট্টোপাধ্যায় / বিভা পাবলিকেশন / মূল্য ৯৯ টাকা) দুটি রহস্য গল্প রয়েছে এই গ্রন্থে। ওঁর রহসভেদী দুঁদে পুলিশ অফিসার রাঘব দাস। রহস্য গল্পের শর্ত মেনে গোয়েন্দার বিশ্লেষণী কর্মকাণ্ডের ওপর লেখক তেমন ভরসা রাখেন নি, দু–টি গল্পের পরিণতিতেই অপরাধীরা স্বীকারোক্তি লিখে আত্মহননের পথ বেছে নিয়েছে। এও বাহ্য, প্রথম গল্পের প্রসঙ্গ টেনে বলতেই হচ্ছে, বিশ্বস্ত স্ত্রী বর্তমানে শক্তি তাঁর পুরানো সুন্দরী বিবাহিত ছাত্রী–র প্রতি আকৃষ্ট হল কেন। লেখক এক জায়গায় ইঙ্গিত দিয়েছেন, বেলাও শক্তির প্রতি প্রণয়াসক্ত। তাই যদি হয়ে থাকবে তাহলে ওদের পথের কাঁটা বিপাশার মৃত্যুর পরেই তো শক্তি ও বেলা মিলিত হওয়ার কথা, পনেরো বছরের অপেক্ষা কেন। এমন নানা অসঙ্গতি গল্পটিকে বারে বারে কক্ষচ্যুত করেছে। দ্বিতীয় গল্প বাসবী–ও সেভাবে দানা বাঁধলো কোথায়। শুরু থেকেই বাসবী চরিত্রের ইস্পাত–শীতলতা, বাস্তবের পথ থেকে সরে আসে। ছেলের খুনীদের উপর প্রত্যাঘাত করার জন্য পরিকল্পিত খুন, তাও পাঁচ বছর পরে! বেশ কষ্টকল্পিত। অপরাধজগতের কিছু অলিখিত নিয়ম রয়েছে, সেখানে অনির্দেশ অপেক্ষার ঠাঁই নেই, বরং ক্ষ্যাপা কুকুরের মতো অপরাধ–কর্মের বাকি সাথীরা লুণ্ঠিত সম্পদ উদ্ধারের জন্য বাসবীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার কথা এবং একজন একাকী প্রৌঢ়ার পক্ষে সেই ঝড় সামাল দেওয়া কতটা সম্ভব, সে প্রশ্ন থেকেই যায়। রহস্য–গল্পের সাফল্য নির্ভর করে, প্রকৃত অপরাধী–কে চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে পাঠকের মনের দোলাচল। কাহিনীর শেষে প্রকৃত খুনীর মুখ আবিস্কারে যত বেশী বিষ্ময় লুকিয়ে থাকে, পাঠকের তারিফ তত বেশি বর্ষিত হয়। বর্তমান গ্রন্থে পাঠকেরা তেমন সুযোগ বিশেষ পেল না। দুটি গল্পেই অনেক অপ্রাসঙ্গিক বর্ণনার উল্লেখ রয়ে গেছে। প্রথম গল্পে থানায় শক্তি–র পূর্ব পরিচিতা তানিয়া প্রসঙ্গ কিংবা বাসবী গল্পে প্রতিবেশী অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসার সুকমল বাবু–কে ডাকার দৃশ্যে, উনি গামছা পরে নর্দমা পরিস্কার করছিলেন ...সেসবের উল্লেখের কোন প্রয়োজন ছিল কি!

সর্বভারতীয় সঙ্গীত ও সাংস্কৃতিক পরিষদের সমাবর্তন উৎসব

ইন্দ্রজিৎ আইচ

প্রতিবছরের ন্যায় এবছর সম্প্রতি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের

শতবার্ষিকী মঞ্চে অনুষ্ঠিত হল ৩৯ তম সমাবর্তন উৎসব। প্রদীপ জ্বালিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন প্রসার ভারতীর চিফ এক্সিকিউটিভ জহর সরকার।

মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন অ্যাডামাস ইউনির্ভাসিটির কর্ণধার সমিত রায়, সঙ্গীত শিল্পী পণ্ডিত মণিলাল নাগ, সমর সাহা, থাঙ্কমণি কুট্টি, অধ্যাপিকা অমিতা দত্ত, মিতা চট্টোপাধ্যায়, কল্যাণ সেন বরাট, চন্দন সেন, মহুয়া চট্টোপাধ্যায় এবং সর্বভারতীয় সঙ্গীত ও সাংস্কৃতি পরিষদের সম্পাদক কাজল সেনগুপ্ত। সংস্থার পক্ষ থেকে বিশিষ্ট লোকসঙ্গীত শিল্পী অমর পাল এবং মণিপুরি নৃত্যশিল্পী দেবযানী ছালিহাকে ''কলামণি'' পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। এই সম্মান তুলে দেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি জহর সরকার।

সৃজন সম্মানে ভূষিত করা হয় বিশিষ্ট জলতরঙ্গের শিল্পী পণ্ডিত দুলাল রায়, কোচবিহারের পরিষদের সদস্য জ্যোর্তিময় গুপ্ত, মেদিনীপুরের সদস্য শীতল চক্রবর্তী, মধ্যপ্রদেশের জয়নারায়ণ শ্রীবাস্তব ও কোলকাতার হিমাংশু বন্দ্যোপাধ্যায়কে। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে শিলিগুড়ির নৃত্য মালঞ্চর শিল্পীরা উদ্বোধনী নৃত্যে অংশ নেয়। নৃত্য পরিচালনায় ছিলেন সঙ্গীতা চাকী।

কৃষ্ণনগরের প্রফুল্ল রায় সঙ্গীতায়ন, বসিরহাটের মৈত্রেয়ী নৃত্য মঞ্জরী, শিলিগুড়ির নৃত্য মালঞ্চ, চাকদহ'র দি আর্টিস্ট মিউজিক সেন্টার, কলকাতার নৃত্যভারতী সঙ্গীত কলাকেন্দ্রের ছাত্রছাত্রীরা ওড়িশী, রবীন্দ্র লোকনৃত্য, ভারতনাট্যম ও সঙ্গীতে অংশ নেয়। ১৫০০ জন ছাত্র ছাত্রী এই সমাবর্তনে মানপত্র বিশারদ পায়। সমগ্র অনুষ্ঠান পরিকল্পনা ও পরিচালনায় ছিলেন পরিষদের কর্ণধার কাজল সেনগুপ্ত ও শান্তনু সেনগুপ্ত।

রবীন্দ্রনিকেতন পাঠাগারের মাসিক সাহিত্য সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৩৪ জন কবি, লেখক, সঙ্গীত শিল্পীর যোগদানে জমে উঠল উপরোক্ত সংগঠনের গত ফেব্রুয়ারি মাসে 'ভাষা শহিদ স্মরণ' সন্ধ্যা। সংগঠনের সভাপতি শ্রদ্ধেয় কবি রত্নেশ্বর হাজরা তাঁর সংক্ষিপ্ত অথচ আকর্ষণীয় ভাষণে বললেন কোনও বিষয়ের উপরে বলতে আর গদ্য রচনা করতে তিনি ভয় পান। আরও বললেন, বাংলাদেশের জন্যেই বাংলাভাষা আন্তর্জাতিক মান্যতা পেলো, ওদের লড়াইই আমাদেরকে বাঙালি জাতি হিসাবে ইতিহাসে উজ্জ্বল করবে... ডঃ অমরেন্দ্রনাথ বর্ধন বললেন পশ্চিমবঙ্গে চলেছে বাংলা ভাষার অবক্ষয়। অপরদিকে বাংলাদেশের বাংলাভাষী মানুষেরাই তাঁদের মাতৃভাষা নিয়ে সদা নিয়ত চর্চা চালিয়ে যাচ্ছেন; তাই সুদূর ভবিষ্যতে বাংলাদেশের বাংলাভাষী মানুষজনেরই পরিচয় থাকবে বাঙালিজাতি হিসাবে, পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিদের কোনও পরিচয় থাকবে না। ২০১৪–র ফেব্রুয়ারিতে বোলপুরে অনুষ্ঠিত হয় বাংলাভাষী আন্তর্জাতিক খ্যাতি সমৃদ্ধ কার্ডিওলজিস্টদের এক আকর্ষণীয় সভা। সেই সভায় আলোচনার মাধ্যমে জানা যায়, পৃথিবীর সব বাঙালিরই নাকি মিল রয়েছে হৃদরোগের ক্ষেত্রে! তাঁর আলোচনার প্রাসঙ্গিক হিসাবেই ডঃ বর্ধন পড়লেন কবিতা, 'বর্ণমালা বাংলা আমার'। আরও পড়লেন চারলাইনের এক অতি অর্থবহ কবিতা (ভাষা নিয়েই)।

এদিন যাঁদের কবিতা এই প্রতিবেদকের মন ছুঁল তাঁরা হলেন দুলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (''আমি কি ভুলতে পারি''—ব্যতিক্রমী বৈচিত্রময় ছন্দ সমৃদ্ধ রচনা), সুব্রত মুখোপাধ্যায় (''জীবনের জলছবি'' মননশীল রচনা), শিপ্রা ব্যানার্জী (''আমি তোমার প্রেমে''—অনবদ্য রচনা, আসরে প্রথম এলেন), তারাশঙ্কর দত্ত (''এ ভাবেই আছি''—হৃদয়স্পর্শী কবিতা) প্রমুখ। এদিন যাঁদের বিবিধ গদ্য পাঠ ভাল লাগলো তাঁরা হলেন নিমাই মিত্র (রবীন্দ্রনাথের ''কোকিল''), সৌরীণ চ্যাটার্জী (গল্প), উদয় চক্রবর্তী (নিবন্ধ ''পাকিস্তান''), তাপ্তি ব্যানার্জী (অচিন্ত্য সেনগুপ্তের রচনা, ''পূর্ব–পশ্চিম''), পারমিতা রায় (নন্দিতা বাগচির গল্প, সন্তান–সন্ততি), বালিকা শাশ্বতী দে (''আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস''–তথ্যপূর্ণ পরিশ্রমী রচনা), উদয় চক্রবর্তী (দ্বিতীয়বার নাম উল্লেখ করতেই হচ্ছে তাঁর আরও এক অনবদ্য পাঠের জন্যে–তরুণ স্যান্যালের ('বর্ণপরিচয়'), গ্রন্থাগারিক চয়ন ব্যানার্জী পাঠাগারের কথা প্রসঙ্গে জানালেন ১০ বছর বন্ধ থাকার পর পাঠাগারের দেওয়াল পত্রিকা 'প্রবাহ' আবার নূতন রূপে শুরু হল সুব্রত ভদ্রর রূপসজ্জায় ও সম্পাদনায়। এদিন আসরে প্রথম এলেন জাদুকর সোনালি কর্মকার। সাদা কাগজকে প্রথমে ১০ টাকার নোটে, পরে সেটিকে ১০০ টাকার নোটে পরিবর্তিত করার ম্যাজিক দেখিয়ে সকলের প্রশংসা পেলেন, 'আমি কান পেতে রই' রবীন্দ্রসঙ্গীতও শুনিয়েছেন। বাংলাভাষা নিয়ে জাদু সম্রাট পিসি সরকার সিনিয়র ও তাঁর সুযোগ্য পুত্র পিসি সরকার জুনিয়রের গর্বের কথা শোনালেন জাদুকর সাংবাদিক অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়। বরিষ্ঠ সংগীত শিল্পী জীবন চক্রবর্তী বাঙাল ভাষায় অতি আকর্ষণীয়ভাবে বললেন ওপার বাংলা থেকে এপার বাংলায় ছিন্নমূল মানুষ হিসাবে আসার কাহিনী। ১৯৪৮ সালে লেখা স্বসুরাপিত গান শুনিয়ে আসর জমিয়ে দিলেন শ্রী চক্রবর্তী।

এদিন গানে গানে আরও আসর জমালেন গীতা অধিকারী (লালনের গান), সুজিত দেবনাথ (স্বরচিত, স্বসুরাপিত গান), কল্পনা বিশ্বাস কুন্ডু (''একা মোর গানের তরী''—অনবদ্য পরিবেশনা), দেবাশীষ গুহ (''প্রাণ ভরিয়ে''—হৃদয়স্পর্শী পরিবেশনা) প্রমুখ।

রবীন্দ্র নিকেতন পাঠাগারের মাসিক সাহিত্য সংস্কৃতির সভা দিনে দিনে আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠছে।

সংযোজন : দেবযানী সমাদ্দারের গান দিয়েই এদিন আসর শুরু হয়।

লাজংকে গুড়িয়ে দিল সবুজ-মেরুন

ফেড কাপ জয়ের মুখে বাগান

কমল নস্কর

মোহনবাগানের রথ ছুটছে একেবারে অশ্বমেধের ঘোড়ার মতো। তার সামনে কি সালগাওকর, আর কি লাজং সকলেই ভেঙে গুড়িয়ে যাচ্ছে। ফেড কাপে একের পর এক ম্যাচে ৪-৫ গোল করা অভ্যেসে পরিণত করেছে সবুজ মেরুন। বলাবাহুল্য ফাইনালে ওঠার ছাড়পত্র প্রায় পেয়েই গিয়েছে বাগান। কারণ যেভাবে ফার্স্ট লেগের ম্যাচে লাজং এফসিকে ৫-০ গোলে হারিয়েছে তারা ফিরতি ম্যাচে এক টপকে ৬ গোল দেওয়া একেবারেই অসম্ভব পাহাড়ি দলটার কাছে। অথচ এই মোহনবাগান কিনা সেই দল যারা আই লিগ জয়ের একেবারে চরম মুহূর্তে শৃঙ্গ থেকে গড়িয়ে পরে। এই সেই জেজে যার পেনাল্টি মিসের জন্য ডার্বি ম্যাচে শেষ সেকেন্ডে সমতা ফেরানোর সুযোগ মাঠে মারা যায়। এই সেই ডিফেন্স যার বিপক্ষকে ২-৩ গোল দেওয়ার পরেও চাপ রাখতে না পেরে আই লিগের শেষ পর্যায়ে অনেক গোল খাইয়ে দিয়েছে। সোনি নর্ডি বা কর্নেল গ্লেনের মতো মহাতারকারা অবশ্য শেষের সেই গুরুত্বপূর্ণ সময়ে কেমন যেন ফ্লপ মেরে যান। অবশ্য সোনির সার্ভিসটা অন্তিম পর্যায়ে কম পাওয়াটা যে কাল হয়েছে তা আদ্যন্ত বাগানপ্রেমীরা স্বীকার করে নিয়েছেন। তাছাড়া রেফারির সান্নিধ্য থেকেও দারুণভাবে বঞ্চিত হয়েছে বাগান ব্রিগেড। অথচ সবরকম সুযোগ ছিল গড়ের মাঠের প্রাচীনতম ক্লাবে দ্বিতীয়বারের জন্য আই লিগ ট্রফি প্রবেশের। চোখের সামনে দিয়ে বেঙ্গালুরু নিয়ে গিয়েছে আই লিগ যারা অনেকটাই পিছিয়ে ছিল মোহন বাহিনীর থেকে। তাই ঘরের মাঠে সেই চ্যাম্পিয়ন বেঙ্গালুরু এফসিকে ৫-০ হারালেও তৃপ্তিটা ষোলোআনা জোটেনি।

বলা যেতে পারে বড় ব্যবধানে জেতার টানা অভ্যেস সেই ম্যাচ থেকেই লালন পালন করে আসছে মোহনবাগান দল। বেঙ্গালুরুকে ৫ গোল দেওয়ার পর আবারও ফেড কাপে লাজং এফসিকে ৫-০ হারানো। সবদিক থেকে যেন একটা বৃত্ত সম্পূর্ণ হল এখন ফেডারেশন কাপ জিততে পারলে দীর্ঘ ৬ বছরের এক জ্বালা যেমন জুড়াবে তেমনই আই লিগে রানার্স হওয়ার ব্যর্থতাতেও বড় প্রলেপ লেপবে। সঞ্জয় সেন তাই ভালো বুঝেছেন ফেড কাপ জেতার মাহাত্ম্য। তিনি এও জানেন, যতই পরের পর ম্যাচে ৪ গোল ৫ গোল মারুক না কেন তার টিম ফাইনালে জিততে না পারলে সব প্রয়াস মাঠে মারা যাবে। এই জায়গা থেকেই যাবতীয় আত্মতুষ্টি কাটিয়ে সামনের দিকে তাকাতে চাইছেন তিনি। সবথেকে বড় কথা চেতলানিবাসী এই সফল কোচের ওপর আরেক মরশুম ভরসা রাখতে চলেছে মোহনবাগান। তাকেই রেখে দেওয়া হচ্ছে কোচের আসনে। এমনকি আগামী মরশুমের দল গঠনেও সঞ্জয় সেনের অভিমত সর্বাধিক গুরুত্ব পাচ্ছে। এটাও মোহন কোচকে নির্ঘাত মানসিকভাবে একটা সাপোর্ট দিচ্ছে। যার ফলে নিজের ঘুঁটি গুছিয়ে নিতে পারছেন তিনি।

ইস্টবেঙ্গলের পক্ষেও সময়টা খুব একটা খারাপ কাটার কথা ছিল না। বিশেষ করে তাদের লাকি কোচ জেমস ট্রেভর মর্গ্যানের প্রত্যাবর্তনে লাল-হলুদ যুগ শুরুর ইঙ্গিত দিচ্ছিল।

কিন্তু সেটা হঠাৎ করে কেমন যেন মিইয়ে গেল। আই লিগ মোহনবাগানের হাতছাড়া হাতছাড়া হওয়ার পর 'পড়ে পাওয়া' সুযোগ এসেছিল ইস্টবেঙ্গলের কাছে। তারা সেই সুযোগ কাজে লাগাতে ব্যর্থ হয়। তখন লাল-হলুদের কোচ অবশ্য বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য। আই লিগে টিম ম্যানেজমেন্টে ব্যর্থ হওয়ায় সেই বিশুদাকে সরিয়ে ইস্টবেঙ্গল জনতার হার্টথ্রব মর্গ্যানকে নিয়ে আসে তারা। লক্ষ্য ছিল ফেড কাপ। কিন্তু প্রত্যাবর্তনের পর ফেড কাপে ভরাডুবি হল এই ইংরেজ কোচের। তার জন্য ইস্টবেঙ্গল কর্মকর্তা থেকে সমর্থক কেউই এত তাড়াতাড়ি মর্গ্যানকে দোষারোপ করছেন না। বরং সামনের মরশুমে এই ব্রিটিশ কোচ যাতে নিজের পছন্দমতো টিম হাতে পান সেই চেষ্টা করছেন।

মোহন-ইস্টের এই সমীকরণের মধ্যে ময়দানের একদা তৃতীয় পক্ষ বলে পরিচিত মহমেডানের পক্ষে একটা সুখের খবর তারা দ্বিতীয় ডিভিশনের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে জয় হাসিল করেছেন কাশ্মীর এর বিরুদ্ধে। পাড় সাদা-কালো সমর্থকদের জন্য খারাপ সময়তেই একটা রূপালি রেখা বহন করছে এই জয়। আর মোহনবাগান যদি এবার ফেড কাপ জিতে নিতে পারে তবে দেশের দুটো সেরা টুর্নামেন্টে উপর্যুপরি রানার্স এবং বিজয়ীর তকমা পাবে তারা। আরও প্রমাণ হবে এখন দেশের ফুটবলের মূলস্রোতে দুটি বহমান ধারার একটি যদি বেঙ্গালুরু হয় অপরটি নিঃসন্দেহে মোহনবাগান। ইস্টবেঙ্গল বেশ কয়েক ল্যাপ পিছিয়ে ধারাবাহিকতার বিচারে। গোলের ফুলঝুড়ি ছড়ানোর এই অভ্যেস যদি আগামী দিনে বজায় রাখে বাগান তবে অনেক দলের কপালে শনি নাচছে তা এখন থেকেই বলে রাখা যায়। পাশাপাশি প্রীতম, লুসিয়ানো, কিংশুকদের ডিফেন্সটাকে মজবুত করাটাও বড় পরীক্ষা সবুজ মেরুন শিবিরের কাছে।

অধিনায়কের নেকনজরে না চক্ষুশূল ,দৃষ্টি রাখুন সেদিকেও

অরিঞ্জয় মিত্র

গ্রেগ চ্যাপেল জোর দিতেন তারুণ্যের ওপর। তার ভাই সুবিখ্যাত ইয়ান চ্যাপেলও টিমে তাজা রক্তের আমদানির পক্ষপাতী ছিলেন। যদিও সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের মতো কতিপয় ধুরন্ধর মস্তিষ্কের অধিকারী মনে করেন অভিজ্ঞতা এবং তারুণ্যের ভরপুর মিশ্রণই একটা দলকে জয়ের স্বাদ এনে দিতে পারে। আবার মহেন্দ্র সিং ধোনিদের মতো সফল অধিনায়ক সব ক্ষেত্রে এই ফর্মুলা মেনে চলেছেন তা বলা যাবে না। কারণ অনেক সময় দেখা গিয়েছে মাহির অত্যন্ত কাছের প্লেয়াররাই প্রথম দলে জায়গা করে নিয়েছেন। এই দলে রোহিত শর্মা, সুরেশ রায়না, অশ্বিন থেকে রবীন্দ্র জাদেজা সহ বেশ কয়েকজনের নাম রয়েছে। অবশ্য ধোনি এই ব্যাপারে যে ব্যতিক্রম তা বলা যাবে না। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ভারত অধিনায়ক থাকার সময়তেই তাঁর অনেক ফেভারিট প্লেয়ার দলে জায়গা পেত বলে দুষ্টু লোকেরা অভিযোগ করেন। ধোনির দলে যেমন রায়না-রোহিতরা তেমনই সৌরভের দলে যুবরাজ,হরভজন, নেহরা, সহবাগরা ছিল প্রথম চয়েজ। আবার একটু পিছনে ফিরে যদি আজহারউদ্দিনের জমানায় যাওয়া যায় তা হলে দেখা যাবে আর্শাদ আয়ুব, রাজু কুলকার্নিরা কিভাবে তার দলে সামিল হতেন।

বাংলার উৎপল গঙ্গোপাধ্যায় হাজারো ভালো পারফরমেন্স করেও আজহারের সুনজরে আসতে পারেননি। আবার অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে অভিষেক টেস্টে অসাধারণ বোলিং করে, অজিদের উইকেট ছিটকে দিয়েও পরবর্তীকালে ভারতীয় দলে জায়গা করে নিতে পারেননি সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো তারকা। সৌরভের বিরুদ্ধে যেমন অভিযোগ আছে ফর্মে থাকা ওড়িয়া পেসার দেবাশিস মহান্তিকে সেভাবে সুযোগ না দেওয়ার। অর্থাৎ দলেরই ক্ষতি হয়েছে। একথা অবশ্য কোনও অধিনায়কই স্বীকার করবেন না। তাদের স্পষ্ট বক্তব্য হল, দলের ভালোর জন্য তাদের দল বেছে নিতে কারণ অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় কিছু অধিনায়ক চরম আক্রমণাত্মক মনোভাব নিয়ে দল সাজালেন। সেই আক্রমণাত্মক বডি ল্যাঙ্গুয়েজের সঙ্গে হয়তো মানানসই হল না ভালো ফর্মে থাকা কোনও ব্যাটসম্যান বা বোলার। অথবা কোনও অলরাউন্ডারের অন্তর্ভুক্তির জেরে বাদ পড়তে হল তাকে। এইসব সময় অনেকেই ভেঙে পড়েন। কিন্তু দেখতে হবে প্রকৃত পরিস্থিতি কেমন, তার পক্ষে সঙ্গত তো? আর আপনি যদি প্রতিভাবান হন, তবে ঠিক পারফরমেন্সের জন্যই দলে চলে আসবেন। আর নিজেকে সব ধরণের ক্রিকেটের সঙ্গে আত্মস্থ করে নিতে পারবেন। উদাহরণস্বরণস্বরূপ রাহুল দ্রাবিড়ের কথা বলা যায়। কত বড় মাপের খেলোয়াড় তিনি যে নিজেকে টেস্ট-এর আইকন প্লেয়ারের গণ্ডি থেকে বের করে এনে ওয়ান ডে'তেও সামিল করেছিলেন। আজকের অজিঙ্কে রাহানেও অনেকটাই সেই জাতের। তাও এটা ঠিক অধিনায়কের কাছে থাকা না থাকার ওপর প্রথম দিকের সুযোগগুলো অনেকটাই নির্ভর করে। এই জায়গাটা দূর হওয়া দরকার।

প্রায় সকল অধিনায়কের 'নেক নজর'-এ থাকা ক্রিকেটার এবং চক্ষুশূল খেলোয়াড়ের এরকম ভুরি ভুরি নমুনা সামনে আসবে একটু তল্লাশি চালালেই।

ক্রিকেটে এমন পক্ষপাতিত্বের জেরে অনেক সম্ভাবনাময় প্লেয়ার ছিটকে গিয়েছেন সম্পূর্ণ ক্রিকেট বৃত্তের বাইরে। আবার খুবই সাধারণ মাপের কেউ কেউ একটানা দলে স্থান করে নিয়েছেন। এতে মূলত হয়েছে। কোনও ব্যক্তি স্বার্থ এখানে দেখা হয়নি। এ কথা ঠিক কি বেঠিক তার একমাত্র উত্তর দিতে পারবেন দেশের ক্রিকেট জনতা।

একটা কথা মানতেই হবে প্রত্যেক অধিনায়কের একটা নিজস্ব গেম প্ল্যানিং রয়েছে। হয়তো সেখানে কোনও ক্রিকেটার ভালো পারফর্ম করা সত্ত্বেও নিজেকে ম্যাচ করতে পারল না। অধিনায়কের ছক অনুযায়ী গড়ে ওঠা দলে তার জায়গা হল না।

Inauguration of Lions Club of Kolkata Care

By

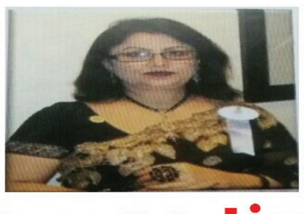

Hon'ble District Governor
Lion Runa (Sonali) Mullick
Lions Clubs International, Dist.322C1

Sponsor Club : Lions Club of Behala Greater

-courtesy-
Welfare & Wellness

B. Jha
President

P.K. De Sarkar
Kanak Ballav Saha
Vice Presidents

মনের খেয়াল

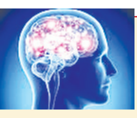

মগজ ধোলাই

- শীতল মরুভূমি কোনটি?
- কোন গুরুত্বপূর্ণ ধাতু মহেঞ্জোদারো সভ্যতার অজানা ছিল?
- প্রাচীনতম লিখিত ভাষা কোনটি?
- শামুকের কটা পা আছে?
- জনপ্রিয় ফুটবলার পেলের বাস্তব নাম কি?

গত সংখ্যার উত্তর

- তিন রকমের। (বসন্তে, শরতে এবং শীতে)
- জয়পুর ১৭২৭ মহারাজা জয় সিং, দেরাদুন ১৬৯২।
- আরবি অ্যাল-জার্ব। যার অর্থ হ্রাস পাওয়া।
- গ্যাব্রিয়েল ফারেনহাইট।
- চিন। সম্ভবত ১২০০ বছর আগে ওখানে তৈরি হয়।

উত্তর পাঠাও যে কোনও মাধ্যমে ১৪-২০ তারিখের মধ্যে

সুবাস

জ্ঞানেন্দ্র নাথ রায়

বাঁধানো ঘাটে মায়ের সঙ্গে বসে মনীষা গঙ্গার শোভা উপভোগ করছিল। ঘাটটা বেশ নির্জন। দূরে নৌকা আর স্টিমার যাতায়াত করছে। সে সব দেখতে দেখতে মনীষা কেমন যেন একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। হঠাৎ রজনীগন্ধা ফুলের মিষ্টি সুবাস পেয়ে মনীষার সংবিৎ ফিরে এল। তখন মনে পড়ে গেল, শ্যামসুন্দর আর রাধার দর্শন পেতে মনীষা আর ওর মা এসেছিল শ্যামনগরের শ্যামসুন্দর মন্দিরে। কিন্তু, ওরা পৌঁছতে এত দেরি করে ফেলেছিল যে মন্দিরের দরজা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, খুলবে সেই বিকেল তিনটায়। তাই ওরা দু'জনে সময় কাটানোর জন্য মন্দির থেকে একটু দূরের গঙ্গার ঘাটে বসেছিল।

মনীষার মাও বলে উঠলেন, খুব সুন্দর ফুলের গন্ধ কোথা থেকে আসছে রে? মনীষা এদিক ওদিক তাকিয়ে কোনও ফুল দেখতে পেল না, তবে ফুলের সুঘ্রাণে চারদিক ছেয়ে থাকায় মনটা বেশ প্রফুল্ল লাগছিল। মা আবার বললেন, দ্যাখ তো কটা বাজে? মন্দির খোলার সময় হয়নি তো? হাতঘড়িটা দেখে মনীষা বলল, হ্যাঁ মা চলো, মন্দির খোলার সময় হয়েছে।

ঘাট থেকে মন্দির প্রায় দশ-পনেরো মিনিটের পথ। মন্দিরে ঢুকতেই মনীষার চোখে পড়ল যে শ্যামসুন্দর আর রাধার বিগ্রহ দু'টি রজনীগন্ধার মালায় সুসজ্জিত। পাশের দু'টি বড় ফুলদানিতেও রজনীগন্ধা ফুলের গুচ্ছ। কালো কষ্টিপাথরের শ্যামবিগ্রহের কণ্ঠে দোদুল্যমান শুভ্র ফুলের মালা আর স্বর্ণাভ শাড়িতে সজ্জিত রাধার অপরূপ সৌন্দর্য দেখে মনীষা ও ওর মায়ের মন তৃপ্তি ও আনন্দে ভরে উঠল।

অত দূরের গঙ্গার ঘাটেও কি করে ফুলের সুবাস পৌঁছে গিয়েছিল সেটা ভাবতে গিয়ে বিস্মিত মনীষা হাত জোড় করে ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানাল।

বেদশ্রী দেবনাথ, দশম শ্রেণি, সেন্ট স্টিফেন্স স্কুল

খুদে বন্ধুরা তোমাদের আঁকা ছবি, ছড়া, ছোটগল্প ও মজার অভিজ্ঞতার কথা পাঠাও পত্রযোগে অথবা ই-মেলে পাঠাও বাংলা ওয়ার্ডে বা *JPEG* ফরম্যাটে

আঁকা শেখো

শেখাচ্ছেন মৃত্যুঞ্জয় মন্ডল

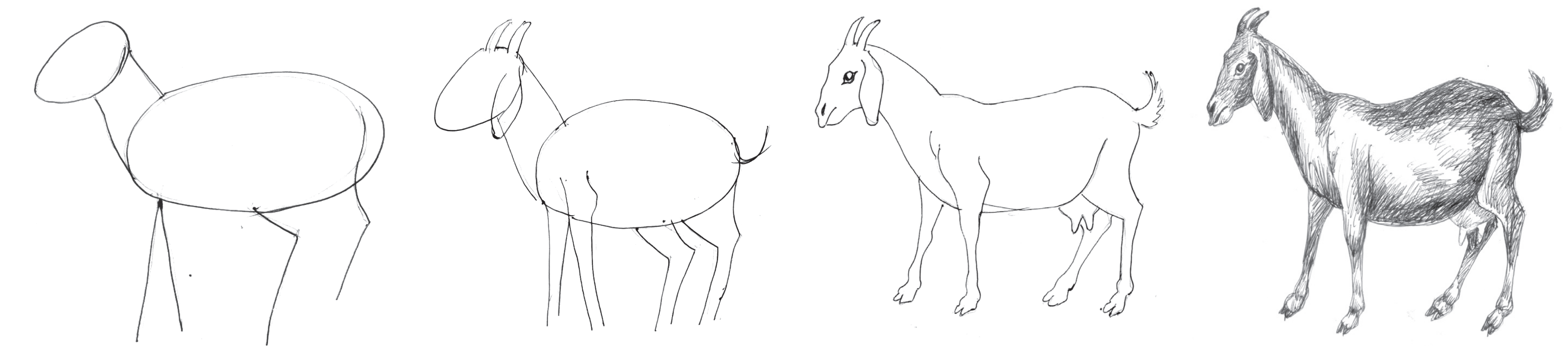

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com